Telephone : 34-4401

# THE AYURVEDA-BHARATI

Regd. No. 5329/61

FOUNDER-EDITOR
*Rajvaidya Kaviraj Bagala Kumar Majumdar*, M. A.,
AYURVEDACHARYA
*Founder-President*—Ayurveda Bijnan
Parishad, Ayurveda Hospital Society, Calcutta.

52, Mahatma Gandhi Road,
*Calcutta* 12. 9. 1970.

THE AYURVEDA-BHARATI
8TH VOL.,8TH YEAR - BAISAKH TO CHAITRA,1375 B.S.

Presented to The Calcutta University Library,
to adorn the shelves of the library and to stimulate faith and devotion to the Science of Ayurveda and Indian Culture. The previous volumes of the Journal have already been sent year to year to the library. Ayurveda has its special and unparallel contribution to the science of healing which has not been spent up even throughout the ages for its intrinsic values. Let a revival of the science be hastened with unstinted support and intensive endeavour of the learned public and the profession in co-operation with the selfless activities of the Ayurveda Bijnan Parishad, Calcutta.

Bagala Kumar Majumdar
(Bagala Kumar Majumdar)
Founder-Editor &
Founder-President,
Ayurveda Bijnan Parishad,
Calcutta.

The Ayurveda-Bharati, a multilingual Quarterly Journal of Ayurveda & Indian Culture

# আয়ুর্বেদ-ভারতী

প্রাক্তন-সম্পাদক

কবিরাজ শ্রীবগলাকুমার মজুমদার, এম্-এ আয়ুর্বেদাচার্য

'আয়ুর্বেদ-ভারতী' কার্যালয়

[illegible], মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

প্রতিসংখ্যা ৭৫ প. ৮ম বর্ষ—বৈশাখ, ১৩৭৫ বার্ষিক—সডাক ৪৲ টাকা মাত্র

# 'আয়ুর্বেদ-ভারতী'—সূচীপত্র, বৈশাখ, ১৩৭৫


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| ১। কবিরাজ রবীন্দ্রনাথ সেন (গত) | | ১ |
| ২। সম্পাদকীয় | | ২ |
| ৩। ঋষি চরকের কর্মবাদের সহিত চিকিৎসা-পদ্ধতির বিজ্ঞানসম্মত সমন্বয় | কবিরাজ শ্রীহরিচরণ ভট্টাচার্য | ৪ |
| ৪। আয়ুর্বেদ-পদ্ধতিতে পথ্য-ব্যবস্থা | কবিরাজ ইন্দুভূষি ঘোষাল বেদান্ত | ৯ |
| ৫। আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষৎ বার্ষিকী | | ১৩ |
| ৬। বার্তা ও মন্তব্য | | ১৮ |
| ৭। বার্ষিক বিবরণী, ১৩৭৪ | | ২১ |
| ৮। ১৭শ বার্ষিক চরক প্রতিযোগিতা (১৩৭৪) এবং ৪৭তম আয়ুর্বেদীয় আয়োজনাদনো সম্মেলনের বার্ষিক, ১৩৭৪ | | ২৩ |
| ৯। ৪৮তম আয়োজনাদনো সম্মেলনের বার্ষিক বিবরণী, ১৩৭৫ | | ২৭ |
| ১০। কবিরাজ সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার সেন | কবিরাজ শ্রীহেমাদ্রিকুমার সেন | ৩৬ |
| ১১। বিজ্ঞাপন সার | আয়ুর্বেদাচার্য কবিরাজ শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার সম্পাদিত | ৩৭ |


## "আয়ুর্বেদ-ভারতী"র নিয়মাবলী

১। 'আয়ুর্বেদ-ভারতী' মূলতঃ প্রধানতঃ আয়ুর্বিজ্ঞানের তথ্য-সম্বলিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা হইলেও ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যান্য বিষয়ের যথাসম্ভব ইহাতে সন্নিবেশিত হইবে।

২। ইহার বার্ষিক মূল্য সডাক চার টাকা ও প্রতি সংখ্যা ৭৫ পয়সা।

৩। বাংলা বর্ষের অনুসারে ইহা প্রকাশিত হইয়া থাকে—যে কোন সময়ে ইহার গ্রাহক হওয়া যায়।

৪। গ্রাহকশ্রেণীর চিঠিপত্রাদিতে গ্রাহক-নম্বরের উল্লেখ থাকা দরকার।

৫। বিজ্ঞাপন দিতে হইলে সম্পাদক মহাশয়ের নিকট পূর্বাহ্নে যোগাযোগ স্থাপন করা প্রয়োজন। টাকাকড়ি সম্পাদকের নামে ও মাশুলে রেজিস্ট্রী করিয়া পাঠাইতে হইবে।

৬। চিঠিপত্র, টাকাকড়ি, সম্পাদক, "আয়ুর্বেদ-ভারতী" ৪২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৭। "আয়ুর্বেদ-ভারতী"তে প্রকাশের জন্য তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধাদি গৃহীত হইয়া থাকে।

'সত্যমেব জয়তে নানৃতম্'

# আয়ুর্বেদ-ভারতী

প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক—কবিরাজ শ্রীবগলাকুমার মজুমদার, এম-এ, আয়ুর্বেদাচার্য

| ত্রৈমাসিক ১ম সংখ্যা | বৈশাখ—১৩৭৫ April—May, 1968 | ৮ম বর্ষ Vol. VIII. No. 1 |
|---|---|---|

## মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ দ্বারকানাথ সেন, কবিরত্ন

জন্ম—১৭ই ভাদ্র, শুক্রবার, ১২৮০ সাল

স্বর্গারোহণ—২৯শে মাঘ, বৃহস্পতিবার, ১৩১৫ সাল।

লভি জন্ম মহাকুলে, আপন প্রতিভা-বলে
বরিলে আয়ুর্বেদে স্বর্ণ-সিংহাসনে।
আদরিল বিদ্যাগণ গাহিল জলধি ঘন
তুষিলে ভারত-ভূমি লক্ষ্মি-স্তবনে।
অপার করুণা-সিন্ধু অনাথের চিরবন্ধু
বাণী-বর পুত্রে হেরি করে অশ্রুধার।
নিখিল শুভের খনি হে চিকিৎ-চূড়ামণি
নিবেদিল দেববাণী ভক্তি-উপহার॥

(কলিকাতা-রবীন্দ্রসদনে প্রতিষ্ঠিত দ্বারকানাথের প্রস্তরমূর্তির তলের একপার্শ্বে লেখা অষ্টপঙ্‌ক্তির অনুলিপি—অন্য দুই পার্শ্বে ইংরাজী ও সংস্কৃত শ্লোকদ্বয় অক্ষরে লিখিত আছে। —গ্রঃ সঃ)

# সম্পাদকীয়

যুগে যুগে বিজ্ঞানের বিচিত্র পথ পরিক্রমণ নিয়ে অনেকেই সম্পূর্ণভাবে বিষয়গুলি হৃদয়ঙ্গম করবার জন্য—কোন ত্রুটি সেখানে ছিল না, তা যে কেহ নিশ্চয় জোর করে বলতে পারেন না। তাই দেখি আমাদের বহুমুখী ধারা উচ্চমানের অনুশীলনের সাহায্যে নব নব উন্মেষের পথটি নির্মাণ করেছে। এক ধারা বিচিত্র ধারার সঙ্গে মিলিত হতে হতে জ্ঞানের সমুদ্রে গিয়ে মিশেছে—এর পারম্পর্য ছিল, প্রয়োজনীয়তাও ছিল; কেন না, এক একটি বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করতে হলে আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয় ও জানতে হতো—যা আজকাল দেখতে পাই, তেমন পূর্বেও ছিল। আয়ুর্বেদকে জানতে হলে শারীরবর্ণন (শরীরম্) অনুধাবন করতে হতো—এবার পরীক্ষার মূলে যে অণু-পরমাণু তাদের জানবার জন্য বৈশেষিক দর্শন জানা প্রয়োজন ছিল—পদার্থতত্ত্বের (পদার্থ-বিদ্যা) সাথে বিশ্লেষণের যন্ত্র পরিচিত—যেমন অণুবীক্ষণ, গ্যাস, তেজের পরীক্ষণ ইত্যাদি। এগুলির কতক-গুলি প্রত্যক্ষ, কতকগুলি অনুমান-আবার কতকগুলি আপ্তবাক্যের উপর প্রমাণসাপেক্ষ। এই সবগুলি যথা যে ভাষায় লিখিত, আলোচিত এবং পরিভাষিত তা হলো সংস্কৃত ভাষা-তাকে বাদ দিয়ে আয়ুর্বেদ-শিক্ষা চলে না। পঞ্চভূত-তেজ-প্রবা-বল-বলাদির যথা যে মাত্রাগতিক ঐক্য আছে, তার বিশ্লেষণে দূর করবার জন্য চিকিৎসা—আয়ুর্বেদ। এরে আয়ু-বিজ্ঞানের ফলে এই বিজ্ঞানের বিশিষ্ট ধারার অবলুপ্ত ঘটবে। একটি জিনিষকে নানাভাবে বুঝবার চেষ্টা করতে পারি কিন্তু আয়ুর্বেদের মৌলিক ধারার বিরোধে তার বিশ্লেষণ আয়ুর্বেদ-বিজ্ঞানী করবেন—যাতে উন্নতি ও উন্নতি হবে, এতে সন্দেহ নেই।

বৌদ্ধযুগে নালন্দা, তক্ষশীলা, বিক্রমশীলা প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের তো কথাই নাই—সহস্র সহস্র ছাত্রের বাসস্থান ও শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা ছিল সেখানে—যাতে করে প্রত্যেকটি ছাত্রের গুরুর নিকটে বসে পাঠোদ্ধার, ব্যাখ্যা ও প্রত্যক্ষজ্ঞান আহরণের বিস্তৃত ও বিশদ সুযোগ ছিল। যে পর্যন্ত নির্দিষ্ট বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞান অর্জিত না হতো, সে পর্যন্ত জ্ঞানানুশীলনের জন্য আন্তরিক প্রত্যেক ছাত্রের পক্ষে যেমন গুরুর পক্ষেও তেমন অবশ্য কর্তব্য ও অবশ্যকৃত ছিল। এ কেবল অর্থোপার্জনের বা অর্জনের জন্য সুযোগ বা বাধা পেত না—উভয়ের ছিল একটা নিষ্ঠা ও কর্তব্যের যোগাযোগ। জ্ঞানার্জনে অর্থাভাব সুখর করবার জন্য কোন লোভ বা সঙ্কীর্ণ পথ ছিল না বা অসম্পূর্ণ ও অতিরিক্তের শিক্ষা ও দক্ষতার দ্বারা পার পাবার কোন সুযোগ ও অবকাশের ব্যবস্থা ছিল না। তাই এক একজন শিক্ষাপালি হয়েছিলেন এক এক বিষয়ে মনের সন্ধান ও জ্ঞানের পরিধি এখনো অনেকের লোক যারা বড় জোর পড়ে পড়ে করে। এ জন্য এদেশে দেশ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সকল দেশেই ছিল—

এখনো অনেক স্থানে আছে—অবশ্য তাদের জনপ্রিয়তার গভীরতা ও ব্যাপ্তি ছিল অনেক; তাই এখনো ভারতীয় সংস্কৃতির নানা ক্ষেত্রে ফেলে এসে, বিশেষত আয়ুর্বেদের মৌলিক প্রবর্তন জনপ্রিয়তার আদরের ও অনুশীলনের বস্তু। আয়ুর্বেদ প্রাচীনতম চিকিৎসা-বিজ্ঞান।

বর্তমানের অবস্থা নানা কারণে দুর্ভাগ্যের ও অসুবিধে—প্রথমেই আসে কাল, তারপর রাজনৈতিক দুর্যোগে দৃষ্টি আকৃষ্ট-করা যা দেশা তাতে নেই নিষ্ঠা, নেই নীতির বিশুদ্ধতা—তাই লাভের বাস্তবিক ভূমিকলে প্রতিষ্ঠা, পসারী ও অর্থাগমের ব্যবস্থা কি করে হয় তার জন্যই সুকৌশল ও সুচতুরতার জাল-বোনা। এ যে শুধু সব সময় অভাবের ফলে হয় তা নয়—স্বভাব, নীতিহীনতা, পরিবেশও এর কারণ। সেদিনও দেখেছি কেবল করে নিষ্ঠার সহিত জীবন যাপন—যার যা আছে তা আন্তরিক ভাবে সদ্ব্যবহার—তাদের সততা ও কর্তব্যনিষ্ঠা, শিক্ষা ও সেবার প্রতি অগাধ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা। এমনি করে কত মহীয়সী আয়ুর্বেদ-জগতে এসেছেন। কবিরাজ রামকানাই সেন তাদের অন্যতম। সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্যামাচরণ সেনের অসাধ পাণ্ডিত্যের ফলে তাঁর পিতৃব্যগণ এক একজন পণ্ডিতাগ্রগণ্য ও সুচিকিৎসক ছিলেন, যেমন, রামাগতি, শ্যামাচরণ, রাজেন্দ্রনারায়ণ, বঙ্গনাথ, পরেশনাথ, শ্রীতরণ, উমাচরণ প্রভৃতি। কিন্তু রামকানাইয়ের পাণ্ডিত্য ও সুচিকিৎসার খ্যাতির মহত্ত্ব তারও ছিলেছে তখনকার কালে, এমন কি, বৃটীশ সরকারের। তাই তিনিই প্রথম ভারতীয় চিকিৎসক যাঁকে সর্বপ্রথম উপাধি 'মহামহোপাধ্যায়ে' দ্বারা সরকার অভিনন্দিত ও সম্মানিত করেন। সেকালে ছিল যোগ্য গুরুর যোগ্য শিষ্য—দুটি সুগঠিত ও সুবিন্যস্ত চরিত্রের অনুবিধিষ্টতা। গুরু-চরিত্রের কাছে যোগেলা পাঠ-নেওয়া ও ব্যবহার, রোগী-পরীক্ষা ও ঔষধ-ব্যবস্থা, ওষধি-পরিচিতি ও ঔষধ প্রস্তুতীকরণ—রসশাস্ত্র ও হাতেনাতে ক্রিয়া-প্রক্রিয়া, শারীর ও শারীর-বিজ্ঞান—মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি প্রতিটি বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ছিলে বিশ্লেষণ করে জানা ও প্রত্যক্ষীকরণ—রোগী-পথ্য-পরিচর্যা-ঔষধ নির্বাচন এক একজন কবিরাজের বাড়ী যেন একটা আয়ুর্বেদশালা ও রসশালা ইত্যাদি। তা না হলে কবিরাজ কেশব বন্দ্যোপাধ্যায় মাত্র একটি নামাত্র গ্রামে যাবজ্জীবন সেবা করে গুরুতর ঠাঁচে সংস্কৃত ভাষায় সম্যক্ জ্ঞান লাভ করবার পর সুবিস্তীর্ণ বঙ্গদেশের মত এমন একজন প্রতিভাবান কবিরাজ—সর্ববিদ্যাবিশারদ সুনিপুণ চিকিৎসকের কাছে আয়ুর্বেদে সর্বাঙ্গীন জ্ঞান লাভ করেন এবং কলিকাতায় এসে নিজের পাণ্ডিত্য ও চিকিৎসানৈপুণ্য, উদারতা ও মহানুভবতা গুণে সমস্ত ভারতে বিখ্যাত ও সুপরিচিত হলেন কি করে—এ একটা বিস্ময়ের বিষয়। কলিকাতা-রবীন্দ্র-ভারতে সেবাব্রতীর অন্তরালিহরূপ তাঁর প্রস্তরমূর্তি তাঁর অক্ষয়কীর্তির স্থায়ত্ব রাখে। শুধু নিজের কীর্তি নয়, যোগ্য প্রতিভাবান শিষ্যমণ্ডলের দ্বারা সমস্ত ভারতে আয়ুর্বেদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠালাভের সফলী প্রচেষ্টার সাফল্যলাভ করে গেছেন।

১৯০৯ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী রাত্রি ১০টায় তাঁর পরলোকগমনের পরদিন ১২ই ফেব্রুয়ারী রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ, ব্যানার্জি-সম্পাদিত ও পরিচালিত 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় তাঁর সম্বন্ধে নিম্নলিখিত চিত্তাকর্ষক বিবরণটি প্রকাশিত হয়েছিল—

"Late Kaviraj Dwarakanath Sen

We deeply regret to have to anounce the death of Mahamahopadhyaya Dwarakanath Sen, Kaviratna the great Indian physician of the city which melancholy event took place at 10 P. M. yesterday. His health was rather indifferent for sometime past which necessitated a change at Benenas for nearly 5 months. He was suffering from fever which ultimately developed into dropsy. While at Benenas he seemed visibly improved in his general health but as soon as he returned to Calcutta about a fortnight ago he got a relapse to which he succumed last night. Kaviraj Dwarakanath was deeply learned in Sanskrit while his profound knowledge of the Indian Medical Science together with his successful treatment of cases placed him in the fore-front of his profession. He was the first Indian physician who was honoured by the government with the title of Mahamahopadhyaya. Simple and unostentacious in his habits, extremely generous in his conduct and highly polished in his tastes Kaviraj Dwarakanath was a man of whom any community might be proud. He was a man of liberal views and of great public spirit. He dies in his sixty-sixth year honoured by the government and the people alike. We offer our most sincere condolence to the bereaved family"

—The Bengalee, February 12, Friday, 1909

---


[illegible]

শ্রীগোপাল আয়ুর্বেদ ভবন ( রেজিস্টার্ড )

[illegible]

[illegible]

# মহর্ষি চরকের দর্শনবাদের সহিত চিকিৎসা-পদ্ধতির বিজ্ঞানসম্মত সম্বন্ধ

কবিরাজ শ্রীকৃষ্ণকৈবল্য ঠাকুর, পঞ্চতীর্থ

'দর্শনবাদ ও চিকিৎসা-পদ্ধতির সম্বন্ধ' এই দুটী ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রবিদ্ মহামুনি চরক এবং মহর্ষি সুশ্রুতের মতবাদের বিষয়। যে গ্রন্থ যেখানে সর্বপ্রথম সংস্কৃত হয়ে মানবসমাজের মনেই আগে জেগেছিল, তাঁদের পূর্বে আরও অনেকের মনে জেগেছিল, কিন্তু আমরা তেমন নজীর দেখবার জন্য গ্রন্থ দেখতে পাই নাই, বা যুক্তির গ্রন্থেরও সন্ধান পাই নাই।

মাধবাচার্য বলেছেন—চিকিৎসাশাস্ত্রং চতুর্ব্যূহং অধিকৃত্য এব সর্বে যে সমস্ত প্রবর্তয়ন্তি, যথা—চিকিৎসাশাস্ত্রং ত্রয়মনিত্যং, রোগাঃ, রোগহেতুঃ, রোগাবোধাঃ ভেষজমিতি প্রতিপদ্য সমীক্ষ্য মুক্তয়ে, তথা অত্রাপি সংসারঃ সংসারহেতুঃ সংসারহেতু-মোক্ষঃ মোক্ষহেতুশ্চেতি এবং অক্ষপি শাস্ত্রম্…

অর্থাৎ অন্যান্য শাস্ত্র যে তাঁদের দার্শনিক মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করেছেন তা চিকিৎসাশাস্ত্রের চতুর্ব্যূহ মতবাদের মতই; তাঁরা সমস্ত দার্শনিকই বলেছেন এই সংসার এই সংসারহেতু, এই সংসার থেকে মুক্তি এবং সেই মুক্তির পথ বা উপায় লাভের আচরণ কি?

মাধবাচার্যের এই দুটীকথা মহামুনি চরকের এবং সুশ্রুতের চিকিৎসাশাস্ত্র দুটির পরই রচিত হয়েছে, তা নিশ্চয়ই। তাতে ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্র বলতে চরক—সুশ্রুতের নির্দেশিত পথই সকলের আশ্রিত—এ বিষয়ে প্রাচীন নবীন সকলেই একমত।

খৃষ্টপূর্ব পঞ্চমে শাক্য সৌগতের দার্শনিক মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিন্তু সেগুলিতে প্রধান-ভাবে মুক্তির পথই তাঁদের লক্ষ্য এমন ধারণাই আমাদের কাছে আজও প্রসার হয়ে আছে, তাদের মধ্যে কেউ বলেন নি, প্রাণীরা যত কাল বাঁচে ততকাল তাদের দেহ আর প্রাণের মধ্যে কি সম্বন্ধ, আয়ুশক্তি দেহ প্রাণকে কেমন করে বাঁচিয়ে রাখে—কি কি থাকলে দেহ প্রাণ উপযুক্ত হয়, কি কি উপায়ে উপযুক্তগুলিকে লাভ যায়, কোন কোন উপায়ে দেহ থেকে প্রাণকে বিচ্যুত করে, দেহেরই বা কত প্রকার শ্রেণী হয়, আর প্রাণেরই বা কত প্রকার শ্রেণী হয়, আর সেই সব শ্রেণীর মূল সূত্র কি কি? প্রমাণের পথ কি আর প্রমেয়ই কি কি? এ সব প্রশ্নের দিক থেকে সাংখ্য পাতঞ্জল বৈশেষিক নীরব।

তবে তাঁরা যা বলেছেন অর্থাৎ সংসারের কারণ, সংসারের হেতু, সংসার থেকে মুক্তি, আর সে-মুক্তির পথ কি এই চারটী তাঁদের কাছে সমস্ত জ্ঞাতব্যের ভূমিষ্ঠির পথ আবিষ্কৃত। মাধবাচার্য এই চারটি পথকেই চতুর্ব্যূহবাদ বলে সিদ্ধান্তিত করেছেন এবং তাঁরাও বিশেষেন আয়ুর্বেদশাস্ত্রের চতুর্ব্যূহ-বাদের।

প্রকৃতপক্ষে চতুর্ব্যূহবাদ মহামুনি চরকেরই প্রতিষ্ঠিত। চরকেই দর্শনবাদের সঙ্গে চিকিৎসা-পদ্ধতির সম্বন্ধ জানিয়েছেন। সেই সম্বন্ধ যে বিজ্ঞানের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত এটি আজও অপরিবর্তিত সিদ্ধান্ত হয়ে রয়েছে।

চরকের চতুর্ব্যূহবাদ বলতে—(১) হেয়, (২) আয়ু,

(৩) আয়ুঃপুরুষ বা কর্মফলবদ্ধ আত্মা বা রাশি পুরুষ অথবা চেতনাবান্। (৪) মুক্ত আত্মা—এই চারিটির ঊর্ধ্বে অন্য ঈশ্বর বলে কোন অতীন্দ্রিয় বস্তুর অস্তিত্বের অস্তিত্বের ছিল এখন নির্দর্শন পাওয়া যায় না তার বিশ্বাস চরক সংহিতার।

প্রাণ ও দেহের আশ্রয়, তাহাদের সম্বন্ধাবস্থান, তাহাদের মধ্যে কোন সংক্রমণ, দোষ-সংক্রমণের হেতু ও প্রকারভেদ, তাদেরই আবার এই দেহ এবং তার পরিবর্তন—এই বক্তব্যটিই চতুর্দ্বিধবাদের আদিবাদ অর্থাৎ দেহবাদ।

(২) দ্বিতীয়বাদ—অর্থাৎ সেই দেহ যতক্ষণ ধারে ততক্ষণ জীবন বা আয়ু, তার ক্রিয়াকালটির নামই আয়ু বা জীবন সেই জীবন বা আয়ু কি ভাবে দেহে থাকে, কেমন করে তার বিকাশ হয়, কি অবস্থায় তার বিকাশ হয়, কি ভাবে দেহে প্রাণের অস্তিত্ব সম্পর্ক রোধহয়, সেই সম্পর্কের দ্বারা কি ভাবে বস্তুজগতের সংস্পর্শে গঠিত হয়, এরই বিস্তৃত বর্ণনা চরকের দ্বিতীয় বক্তব্য। সূত্রস্থান, বিমান-স্থান এবং শারীরস্থানেই তা সুন্দর করে লিপিবদ্ধ করেছেন।

(৩) তৃতীয় বাদ—আয়ু-পুরুষবাদ বিদ্যা চেতনা-বস্তুবাদ। এই আয়ু-পুরুষবাদেরই অন্তর্গত পরিভাষা। মহর্ষি চরক সেই আয়ু পুরুষের অবস্থান প্রকৃতি, সুখদুঃখের ভোক্তৃত্ব, বিবিধ বস্তুর প্রতি আসক্তি—সেই আসক্তির প্রভাবে পুনঃপ্রকৃতির বশে এ জগতের বস্তুগুলির মধ্যে অপ্রাপ্যবাদিতার ভোগ, বিদ্বেষের সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞ, বিজ্ঞ, বিদ্বেষজ্ঞ আবার আত্মাদির ভেদে আর বহুত্ব, বিবিধ বন্ধন, মুক্ত বস্তুদের অধিকারী ভেদে কথা—অন্যে মধ্যে মুক্ত হবার বিশেষ ভোগের লাভ করা আয়ু-পুরুষের মধ্যে কিভাবে ভোগ হয়, সেগুলির সুন্দরভাবে-বিবর্ণনা দেখিয়েছেন তৃতীয় বাদবাদে।

(৪) চতুর্থ বাদবাদ—মুক্ত আত্মবাদ—এখানটিতে দেখিয়েছেন মুক্ত আত্মার অবস্থান, মুক্ত আত্মার জীবন্মুক্ত অবস্থা, কেমন বিধান লাভ, তার সঙ্গে কেমন বিমুক্তি লাভ, অভিজ্ঞতার বিমুক্তি লাভ কেমন আসা—সংস্কারের অপগমে—ইত্যাদি তত্ত্বে সংসক্ত লাভ করে তত্ত্ব তৈরীতে সংযোগসম্বন্ধ—এই সমস্ত তথ্যের বিপুল সংবাদ চরক তাঁর সংহিতায় উপস্থিত করেছেন।

এই চারটি বাদকেই মহর্ষি চরক তাঁর সংহিতা গ্রন্থে নিবদ্ধ করেন সুখার দ্বিতীয় অনুবাদকে প্রাধান্য দিয়েছেন, তার পর আবার দিয়েছেন দেহবাদকে।

চরক দেখিয়েছেন আয়ু অতেতন হলেও চেতনার ধারে এবং দেহের সঙ্গে তা অভিন্ন হয়ে থাকে—তখন দেহ সজীব। সজীব দেহই রোগী ও রোগের বলে আখ্যাত হয়। সেই আখ্যানের উপলব্ধি তৃতীয় বস্তু আয়ুপুরুষের উপর।

সেই আয়ুই দেহে কেমন করে আসে, কেমনে অবস্থান করে—তার তার সঙ্গে যুক্ত হয়, তবে দুঃখ দীর্ঘ পরিবারই বা হয় কেমন করে, তারই বা কর্তৃত্ব থাকে—সে ক্ষেত্রে অথবা অন্য কোন সংযোগ সম্বন্ধে আয়ুর দুঃখ দীর্ঘতা ঘটে কি না—এই সমস্ত তথ্যের বর্ণনাই আয়ুবাদ। এই আয়ুবাদকে জানার আয়ুর্বেদ। যিনি সেই আয়ুর্বেদের জানেন আয়ুর্বেদকে জানেন তিনিই আয়ুর্বেদবিদ্—তিনিই ভিষক্। অপরপক্ষে আয়ু কি প্রাণ, ধৃতি অথবা চিন্তা—অথবা সমবায়ী সম্বন্ধের কোন একটি? যদি সংযোগ-সম্বন্ধে ক্রিয়া হয় তবে কি তা নিয়ন্ত্রক ক্রিয়া অথবা আয়ত্ত কর্তৃত্বাধীনের ক্রিয়া।

সেই জিহ্বাগ্রে বা আস্যবাসকে আমাদের চরক কোথাও পুরীষজ কোথাও পুরীষক (সংখ্যা-প্রস্থানকে পুরীষজ বলেছেন) কোথাও পুরীষক উপাদান করে নিজের দৃঢ় মত স্থাপন করেছেন। এই মতবাদের স্থাপন সংহিতার সূত্র স্থানে ও বিমান-স্থানে বা শারীরে।

সেই বায়ু বা জিহ্বাগ্রের অগ্রেও আর একটি বিষয়কে নিহিত করেছেন। বায়ু কি সুখায়ু বা দুঃখায়ু রূপে নির্দেশিত হতে পারে? চরক মহর্ষি বলেছেন, হাঁ তাই হয়।

দেহের রোগ বা বিকারের সম্পর্কে এলেই আয়ুর নাম হয় দুঃখায়ু আবার আয়ুষ্কর বা হিতকর আয়ার সম্পর্কে এলেই আয়ুর নাম হয় সুখায়ু। দেহের বিকারের সম্পর্কে এলেই দুঃখায়ু। সেই দেহ বিকারের বিনয় তথা নিবৃত্তিদেহের বাত-চিকিৎসার মাধ্যমে।

দেহ বায়ুকেই জানা যায় শারীর ও মানস সংঘাত। সত্ত্ব, রজঃ তমঃ গুণ অনুসৃত দেহেও জিহ্বা প্রকাশ করে অহরহঃ, আর বায়ু শিরা কণ্ঠ দৃশ্যমূল হতে দেহে জিহ্বা প্রকাশ করে অহরহঃ। এই দেহ বিকার—এই মনোবিকারের উপাদান।

শারীর বিকারের প্রকাশ স্বাভাবিক লক্ষণের আর আমাদের—আর মানস বিকারের প্রকাশ চিত্ত চাঞ্চল্যে। এদেরই সম্পর্কে এসে আয়ুর নাম হয় দুঃখায়ু।

মহর্ষি চরক অখিল জীবের দেহের ও মনের মধ্যে দেখেছেন এবং দেখিয়েছেন যে বায়ু ঋষি তন্ত্র সূত্রের প্রভাব সাক্ষাৎ ভাবে সর্বত্র কাজ করছে। তন্ত্রও সবার ওপরে বায়ুর জিহ্বা। বায়ুই বিশ্বেশ্বর, বায়ুই ভগবান। বায়ুই মনের সঙ্গে সম্পর্ক ঘটাতে তাদেরই গুণ নিয়ে খেলে লীলা করেন। বায়ু মনঃস্কারী। যেমন বায়ুই জীবের প্রাণ-যেমন বায়ুই মানব আত্মা সৃষ্টি করেন। যেমন বায়ুই মনকে ধরে রাখছে। স্ত্রী বা প্রকৃতির ত্রিবায়ুর সূক্ষ্ম ত্রিশূলে শুক্ল কীটের প্রবেশ ঘটিয়ে উপেন্দ্র সৃষ্টি করেন—যেমন বায়ুই নিয়ে করায় নিবিড় হয়, আবার সত্ত্ব রজঃ তমঃ গুণের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম গুণ-রাশির অংশ নিয়েই প্রবিষ্ট হয়ে আকৃতি প্রকৃতির করে দেয়—যেমন বায়ুই মাতৃদেহে বা প্রকৃতির দেহে শোণিত ও রসের সঞ্চয়ে সাহায্য করে।

আবার সেই যেমন বায়ুই নিয়ে আসে ভ্রূণের এ জগতের সঙ্গীব মধুর মূর্তিতে আত্ম প্রকাশ করে, —নিজেই অবস্থান করে নিজেই বৃদ্ধ হয়, নিজেই বদ্ধ হয়—নিজেই মুক্তির জন্য আকুলি ব্যাকুলি করে সৎ সঙ্গ লাভ করে মুক্তি পায়।

উপনিষদের বায়ুই "প্রত্যক্ষম্ ব্রহ্ম" এই তত্ত্বটিকে মহর্ষি চরক গভীরভাবে অনুধাবন, অনুমনন করে দেখেছেন, "বায়ুর্হি ভগবান্ সর্ববিদ্যাঃ হি বায়ুঃ"। প্রত্যক্ষ সৃষ্টিকর্তা ভগবান বায়ু।

সেই প্রত্যক্ষ ভগবান বায়ুই মনোবিকার সৃজন করেন। বায়ুবিকারই মনোবিকার। অখিল জগতের অখিল দেহের বিকারই বায়ুবিকার।

দেহে প্রকাশ পেলেই কায়প্রকাশ, তারই উপশম-বিদ্যা কায়চিকিৎসা বিদ্যা। আর মনে প্রকাশ পেলেই মনঃপ্রকাশ বা মনোভাব। তারই উপশম বিদ্যা মনোবিদ্যা বা ভূতবিদ্যা।

এই দুটি বিদ্যার বেশী বিদ্যা নেই। এই দুটি বিদ্যার অপর নাম অপরা বিদ্যা। অন্যটির নাম পরাবিদ্যা। অপরা বিদ্যারই অঙ্গ অঙ্গ চিকিৎসা-শাস্ত্রগুলি।

প্রকৃত পক্ষে কায়চিকিৎসা ও ভূতচিকিৎসা,

এই দুটি চিকিৎসা—রক্তের অস্বাভাবিক পরিবর্তন, শারীরিক কৌশলগত, অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ ও বাহ্যাকৃতির আংশিক বা সম্পূর্ণ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, ক্ষত, ব্রণ ও ঘোষচিকিৎসা।

মহর্ষি চরক যে সময়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন সে সময়ের আবিষ্কৃত শল্যবিজ্ঞানের সঙ্গে আধুনিক শল্যবিজ্ঞানের বিচার বিশ্লেষণের একটা সাধন করা অসম্ভবই। কারণ তারও বহুপূর্বে প্রাচীন যুগ থেকে ভারতে অস্ত্রচিকিৎসার মূলাধার লাভ করেই মানব জীবনের সাফল্যলাভ; এই কারণেই ভারতীয় মস্তিষ্কের পরিচালন ব্যাপ্ত হয়েছিল, তাই মনে মহর্ষি চরকের বুদ্ধিপ্রাপ্তের চিকিৎসাবিদ্যার আবিষ্কার। অতএব আধুনিক যুগের তুলনায়—মূলচিকিৎসাবিদ্যার সঙ্গে প্রাচীন ভারতের চিকিৎসা-বিজ্ঞানের মূল্য নির্ণয় উদ্দেশ্যের সাফল্য স্থাপন করাই বুদ্ধিশক্তির অপব্যয় করামাত্র।

মহর্ষি চরক অনুভব করেছেন, প্রত্যক্ষ করেছেন এবং লিপিবদ্ধ করেছেন অনুন্য রোগের জনক জননী সম্বন্ধকালে মনের ও দেহের মধ্যে যে যে গুণ ও দোষের অধিকারী হয়ে থাকে সেই সেই দোষ ও গুণের অধিকার লাভ করেই সুস্থ-অসুস্থ, সুখায়ু-দুঃখায়ু সন্তানের জন্ম হয়।


# হাওড়া কুষ্ঠ-কুটীর

কুষ্ঠ মানবের সেবায় নিয়োজিত সুপ্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান

প্রাচীন ও আধুনিক

চিকিৎসা বিজ্ঞানের অপূর্ব সমন্বয়ে নবীন পদ্ধতিতে

বাতরক্ত ও সবল রোগ আরোগ্য

ইহা ছাড়া যাবে চাকা দাগ, অসাড়তা, আঙুলের বক্রতা, একজিমা, সোরাইসিস্, দুষ্ট ক্ষত ও অন্যান্য কঠিন চর্মরোগ আরোগ্য করা হয় লক্ষণ সহ পত্র লিখিলে বিনামূল্যে পুস্তক পাঠান হয়।

হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর প্রতিষ্ঠাতা: পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা

১ নং মাধব ঘোষ লেন, খুলনা (ফোন: ৯৭-২৪৯)

শাখা:—৯৭ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯ (পুরবী সিনেমার পাশে)

# আয়ুর্বেদ-পদ্ধতিতে পথ্যগবেষণা

আয়ুর্বেদাচার্য শ্রীহরিহর মোহন ঘোষ, কাব্যতীর্থ
অধ্যাপক, বিশ্বনাথ আয়ুর্বেদ কলেজ, কলিকাতা

( ১৩৭২ আষাঢ়—বাণ সংখ্যার পরবর্তী অংশ )

## সুশ্রুতের গবেষণা-পদ্ধতি ও রীতি

পূর্ব প্রবন্ধে মহর্ষি ধান্বন্তরি সম্বন্ধে আত্রেয়-সম্প্রদায় এবং সুশ্রুতসংহিতার একটি আংশিক গবেষণার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়াছি। এইবারে পরবর্তী সুশ্রুত রসের বিচার বিশ্লেষণে কিরূপ ধরণের পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন সে বিষয়ে কিঞ্চিৎ আভাস প্রদান করিতেছি। এখানে দ্রব্যাশ্রয়ী পথ্যগবেষণার প্রাচীন ধারার কথা বলা হইতেছে। প্রবন্ধের শিরোনামা দেওয়া হইয়াছে তাহাই সুতরাং আমার বক্তব্য যাহা কিছু দ্রব্য ও পথ্যকে কেন্দ্র করিয়াই লিখিত হইবে।

যুক্তিব্যপাশ্রয় অনুমান ও প্রত্যক্ষ প্রমাণই এই তিনটি আয়ুর্বেদ-গবেষণার মূলনীতি। এই মূলনীতিভিত্তিক গবেষণার ফলেই আয়ুর্বেদের রোগমুক্তিফলত্ব—একথা পূর্বেও বলা হইয়াছে। আয়ুর্বেদীয় ধারার গবেষণার বিষয় লইয়া আলোচনা করিতে গেলে এই সব বিষয় আসিয়া সামনে উপস্থিত হয় যে তাহার আমাকে প্রবন্ধের বিস্তারা-ভাবে এরূপ সবের সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিত পুনরাবৃত্তি করিতে হয়।

সুশ্রুতের সূত্রস্থানে ষোড়শবর্ষীয় রোগের চিকিৎসা অধ্যায়ে প্রথম রসের উল্লেখ দেখিতে পাই। কিন্তু সেই রস যাহার প্রথম পরিণতি সপ্তধাতুমূলক রস-রক্ত-মাংস-মেদোবিশিষ্ট রস—অস্থি-মজ্জা-শুক্রাদি রস নয়।

সেই সপ্তধাতু রস কিভাবে তৈরী হয়? মহর্ষি মহাসমৃদ্ধ পাঞ্চভৌতিক আহার দ্রব্যের সম্যক্ পরিপাকান্তে তাহার কোন সম্পৃক্ত সারাংশ পরম সূক্ষ্ম রসীয় পদার্থ সপ্তধাতুর রস। সর্বশরীরব্যাপী এই ধাতুরসের গবেষণা বা প্রত্যক্ষের ক্রিয়া বিজ্ঞান আধুনিক শ্যাম্পেলজির অন্তর্ভুক্ত কিনা, উহা এখানে বিচার্য বিষয় নয়।

পথ্যদ্রব্যের মহত্ত্ব সম্বন্ধে সুশ্রুত সূত্রস্থানের বিরাজিত অধ্যায়ে আলোচনা করিয়াছেন। সেই অধ্যায়ের নাম—"রসবিশেষবিজ্ঞানীয়ঃ অধ্যায়ঃ।" সুশ্রুতও যেমনি প্রকার (৬০) রস স্বীকার করিয়াছেন কিন্তু চরকের ন্যায় পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করেন নাই। তিনি প্রথমে পথ্যাত্মাত্মিক বিচারের দিকে না গিয়া গুণগত বিচার দ্বারা কিভাবে রস দ্রব্যে প্রবিষ্ট ও পরিবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া মহর্ষি মহত্ত্বে পরিণত হয় সে বিষয়ে গবেষণা করিয়াছেন।

ইহার জন্যই তাহাকে আবশ্যক দ্রব্য ও পথ্য-দ্রব্যের ক্রিয়াবিজ্ঞান, রসবিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান, এবং অনুমান, যুক্তি ও প্রত্যক্ষজ্ঞানের কথা বলিয়াছে যেখানে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের কথা, সেখানেই রসশালা, রসায়নশালা পাকপ্রণালী দ্বারা প্রস্তুত ঔষধ, দ্রব্য ও পথ্যের জন্য রন্ধনশালার কথা বলা হইয়াছে।

এই প্রত্যক্ষ পরীক্ষার ব্যবস্থার মধ্যে গবেষণা-গারের উল্লেখ আছে যাহা হইতে আধুনিক বিজ্ঞানের

লেবরেটরী পরীক্ষার উন্নত হইয়াছে এবং বর্তমান 'সায়েন্টিফিক্' গবেষণা-পদ্ধতির সহিত আমার কিছু কিছু আছে, যথা, 'সুশ্রুতি, অনুমান ও যুক্তিজ্ঞান আজকের দিনের 'থিয়োরেটিকেল' বা যৌক্তিক জ্ঞানাঙ্গরী', রসশালা, রসশালা ও রসায়নশালা হইয়েছে প্রত্যক্ষ জ্ঞানমূলক লেবরেটরীর গবেষণাগার আজকের দিনের 'প্র্যাক্টিকেল লেবরেটরী, বা পরীক্ষাগার।

পদার্থবিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের আলোচনার সময় সে-প্রসঙ্গ বিস্তৃত আলোচনা করা হইবে। এখন মধুরাদি রসপ্রসঙ্গে সুশ্রুত যাহা বলিয়াছেন সেখানে ফিরিয়া আসা যাক্। রসবিজ্ঞানীয় অধ্যায়ে সুশ্রুত বলিয়াছেন—

"আকাশপবনসলিলতেজোভূমিষু যথা সংখ্যমে-কোত্তরপরিবৃদ্ধাঃ শব্দস্পর্শ রূপরস গন্ধাঃ।

তস্মাদাদ্যোরসঃ পরস্পর সংসর্গাৎ পরস্পরাত্ম-প্রকৃতিসমবেতাশ্চ সর্বেষু সর্বথা—

দ্বিত্রিচতুষ্পঞ্চকগুণবায়ু প্রকৃতয়ঃ সমবায়োরসঃ সেবকৃতদর্শনবিভিন্নঃ বেদ্যা বিকল্পান্তে। তদ্যথা মধুরাম্লো লবণঃ কটুস্তিক্তঃ কষায় ইতি।"

সূঃ সূঃ ৪২ অঃ

শুধু এই কয়টি পংক্তি হইতে ডল্হনের টীকা সহ বিভিন্ন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করিতে গেলে আয়ুর্বেদীয় পদার্থ-গবেষণাপদ্ধতির একটি বিরাট গ্রন্থ রচনা করা যায়। এখানে আমি ডল্হনের টীকা ও মূলের সরলার্থটুকু ব্যাখ্যা করিতেছি মাত্র। আকাশ, বাতাস, অগ্নি (তাপ) জল ও মাটি বা পৃথ্বী এই পাঁচটিকে পঞ্চ মহাভূত বলে। মধুরাদি ছয়টি রস আসিল কোথা হইতে?

তাই, সুশ্রুত বলিলেন—এই পাঁচটি মহাভূত হইতেই মধুরাদি ছয়টি রস সৃষ্টি হইয়াছে, কিভাবে? না—আকাশ-বায়ু-অগ্নি-জল ও মাটিতে যথাক্রমে, এক অন্যের পরিবৃদ্ধি ও সহিসোধিত হইয়া শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ সৃষ্টি হয় এবং উক্ত পাঁচটি মহাভূতেই শব্দাদি পাঁচটি গুণ অবস্থান করে, যেমন—আকাশ হইতে আবহিক বিদ্যুৎশক্তি প্রাকৃতিক কারণে শব্দের প্রথম উৎপত্তি ও বিকাশ। 'ঈথার' হইতে শব্দের বিকাশ ও বিস্তৃতি। এখন আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ স্বীকার করেন। বেতারের 'এরিয়েল ওয়ার্ড' আকাশ, পৃথ্বী ও বায়ুই বৈদ্যুতিক সন্নিবেশ।

টীকাকার ডল্হন বলিয়েছেন—"রসসামান্যস্য প্রথমঃ কারণ সম্ভবং দর্শয়ন্নাহ"—রসমাত্রই ও রস-সমূহের প্রথম কারণপ্রদর্শন করিয়া বলা হইয়েছে—"আকাশেত্যাদি"—কি? না, "আকাশ-পবন-সলিল-তেজো-ভূমিষু যথাসংখ্যং শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধা ভবন্তে ইতি সেষঃ কিং বিশিষ্টাঃ?" আকাশ, বায়ু, তাপ জল, মাটি এই পঞ্চমহাভূতে অধিষ্ঠিত শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধের অবস্থিতি ইহা ত বুঝা গেল কিন্তু ইহাদের আর বিশেষত্ব কি আছে? "একোত্তর পরিবৃদ্ধা ইতি" এই উত্তরোত্তর দুই তিনটি পদার্থক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া ইহাদের উৎপত্তি।

তাই টীকাকার তাহার বিশ্লেষণ করিলেন—'শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাঃ'—

আকাশ সৃষ্টি করিল—শব্দগুণ (১) এই একটি।

বায়ু সৃষ্টি করিল—শব্দ ও স্পর্শগুণ (২) এই দুইটি।

অগ্নি সৃষ্টি করিল শব্দ স্পর্শ রূপ (৩) এই তিনটি।

জল সৃষ্টি করিল—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস (৪) এই চারটি।

মাটি সৃষ্টি করিল—শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ (৫) এই পাঁচটী।

"তত্র সর্ব্বেষাং ভূতানাং সর্বভূতাত্মকত্বে সত্যপি বৈধর্ম্যপ্রাচুর্য্যাদ্ বৈশেষিকগুণারম্ভকত্বঞ্চ পরস্পরসংসর্গাৎ অন্যোন্য সংযোগাৎ, পরস্পরানুপ্রবেশাৎ, অন্যোন্যোপকারাৎ, পরস্পরানুগ্রহণাৎ একাশ্রয়ারব্ধানাং চ ভেদঃ।

কিরূপে ভেদ হয় বলেন এই পাঁচটী মহাভূতের পরস্পরসাহায্য আছে উহা দেখাইবার জন্য সূত্রকার বলিলেন—উহাদের পরস্পর সংসর্গযোগে, একটীর সহিত অপরের অল্প বিস্তর সংযোগে, একটীর সহিত আর একটীর অধিকাংশ প্রবেশপ্রাপ্তিতে, অপর দ্বারা অপরের উপকারসাধনে। পরস্পর অনুগ্রহণযোগ্য হইয়া বিভিন্ন গুণের দ্বারা সহিত একাশ্রীভূত হওয়া, যেমন- অনুরসের সহিত ঈষদ্রসের মিশ্রণে অনুরসের প্রাধান্যবশতঃ মিশ্রিত-দ্রব্যে আর একটী রসত্বের সত্তায়, বিভিন্নের সহিত অন্যরসের একাশ্রীভূত হইয়া অবস্থান।

উক্ত রস বা তদীয় পদার্থ অবশিষ্ট চারটী মহাভূতের সহিত মিলিত হইয়া মধুর, অম্ল, লবণ, কটু, তিক্ত, কষায় এই ছয়টী ভাগে বিভক্ত হয়। উহাদের পরস্পর মিলনে ষেষট্টী (৬৩) প্রকার রস সৃষ্টি হয়। উহা পূর্ব প্রবন্ধে চরকের রসবিশ্লেষণপ্রসঙ্গে দেখানো হইয়াছে।

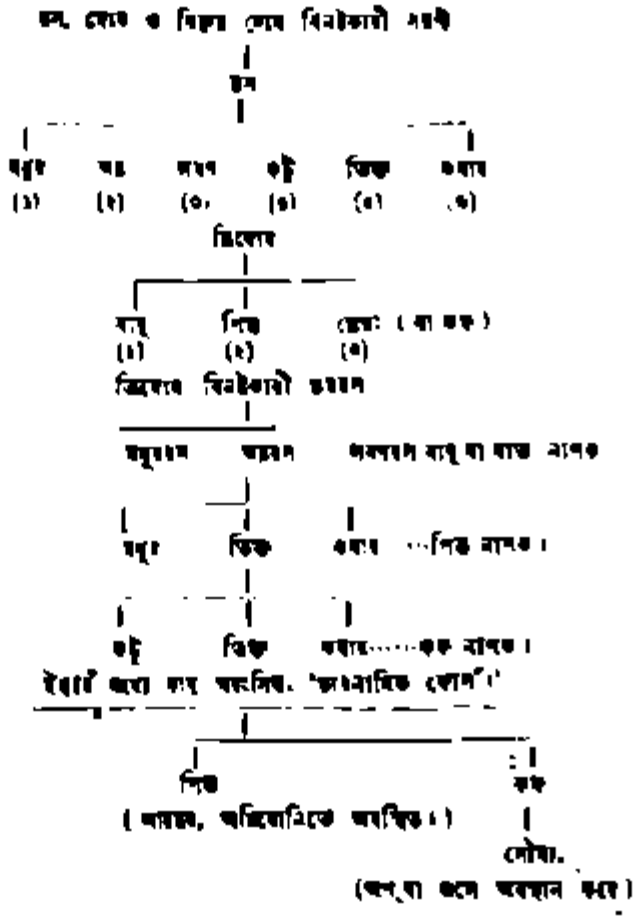

ভগবান ধন্বন্তরি বলিলেন—"আপনি এবেদি যদি পুনরপি আপনি এব নাতৃত্বতঃ ন এবমপি ভবতাবেনাবাক্তমন্বয়ং বেনাবাক্তমনেন ভবিতব্যা-বিত্যাহ—মেধেত্যাদি। পার্থীয়ামকাদি ভূতানি জেয়ং কর্মণঃ কিলনঃ তত্রো হোভাবাপ্যো মনোহ-বাক্তোহপি — কালমনোবায়ুবিবিধবিলাসলক্ষণেন পরিবেদকাত্মনঃ ততঃ যোড়া বিভজ্যতে ষড়বিধা-কারো ভবতি।"

এই যে একজন হইতে অপর রসের অল্পপ্রবিষ্টতা ও অব্যক্ত অবস্থা রস সৃষ্টি হইবার কারণ হইতেছে অপ্, বা জল। অন্য তাহাই মূল নয়। প্রাকৃতিক ভাবেও ইহা সংঘটিত হইয়া থাকে।

পার্থীয় অর্থাৎ ভৌতিক পদার্থের সাহায্যেই অপর ভূতসমূহের এই যোগাযোগ, বিভাগ সম্ভব হয়। এই জন্য জলকে ইহার হেতু বলা হইয়াছে।

ভূমি-আকাশ-বায়ু-তাপ-কাল সাহায্যে পরিপাক-প্রাপ্ত হইয়া অবশেষে ছয়টি রসে পরিণত হয়। মূল-সূত্রে তাই সুশ্রুত বলিয়াছেন—

"বায়ুরাকাশবৈবাক্ষ, পিত্তমাগ্নেয়, ক্লেদ সৌম্য ইতি। ত এব ষড়াঃ স্বযোনিবর্দ্ধনা অন্যযোনি-প্রমথনাশ্চ। তেষ্বিহ্বেদিনোমীমাংস্যমানেষু ষড়া বিধিবা সৌম্যা আপ্যেয়াঃ।"

বায়ু আকাশস্বরূপ প্রকৃতিসম্ভূত নয়। পিত্ত আগ্নেয়গুণবহুল বলিয়া আগ্নেয়, ক্লেদ, শ্লেষ্মগুণ-বহুল বলিয়া ইহাকে সৌম্য বলা হইয়াছে। ইহারা উক্ত ছয়টী রস নিজ নিজ স্থানে বৃদ্ধি ও হ্রাসের কারণ হইয়া থাকে। চরক এ কথাটি একটু অন্য রকমভাবে বুঝাইয়া বলিয়াছেন, যথা—"সর্বদা সর্বভাবানাং সামান্যং বৃদ্ধিকারণমিষ্যতে"। যাহা হউক, এখানে রসবিশ্লেষণে সুশ্রুত-সংহিতা আলোচনা হইতেছে।

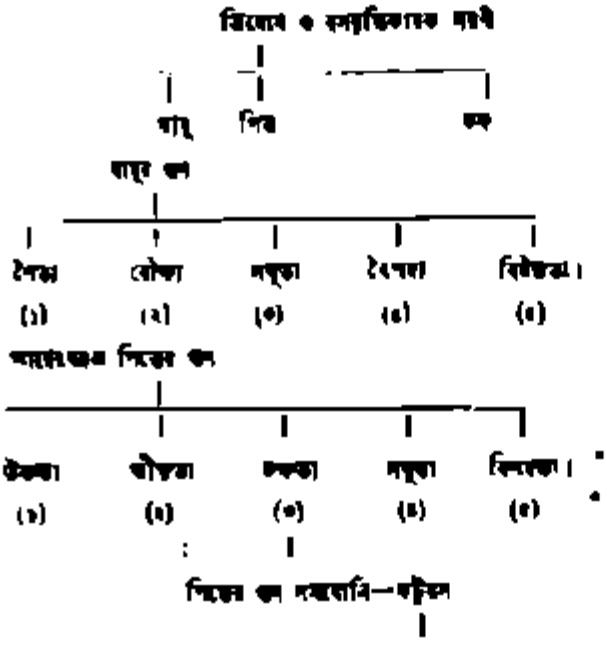


জল-সম্বন্ধযোনি—

বায়ুর জল সম্বন্ধ রস—

১। বায়ুর শৈত্য হইতে শৈত্যতা।
২। " শ্লেষ্ম — দ্রবতা।
৩। " মধুরা — মধুরা।
৪। " স্নৈগ্ধ — পিচ্ছিলতা।
৫। " বিষ্টব্ধতা — স্নৈগ্ধতা।

(আধারভূত পৃথিব্যপ্ তেজো বায়ু।)

ইহার—

জলসম্বন্ধ—বায়ু বৃদ্ধিকারক রস।

১। উষ্ণতা হইতে উষ্ণতা।　　২। তীক্ষ্ণতা হইতে তীক্ষ্ণতা।　　৩। লঘুতা হইতে লঘুতা।
৪। মৃদুতা হইতে মৃদুতা।　　৫। স্নিগ্ধতা হইতে স্নিগ্ধতা।　　সুতরাং গুরুত্বের বিপরীতগুণক।

লঘুতা, মৃদুতা ও স্নিগ্ধতা: বায়ুই তিনটী গুণ গুরুত্বের মধ্যে আছে।

যোগসংযোগ করের গুণ

| বায়ু (১) | স্নিগ্ধতা (২) | গুরুতা (৩) | শীতলতা (৪) | পিচ্ছিলতা (৫) |
|---|---|---|---|---|

করের গুণ সমবায়ি

মূল গুণ
১। বায়ুতা হইতে বায়ু।
২। স্নিগ্ধতা " স্নিগ্ধতা।
৩। গুরুত্ব " গুরুতা।
৪। শীতলতা " শৈত্য।
৫। পিচ্ছিলতা" পৈচ্ছিল্য।

তাই, গুরুত্বিকারক—গুরুতর।

ইহারা যোগসংযোগে অর্থাৎ বায়ু স্নিগ্ধ ও কফ সংযোগে গুরুতা, তন্দ্রা ও অনুলোমি ইহাদের ক্রিয়াবিজ্ঞানগত কারণে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এখানে ক্রিয়াযোগ—বায়ু স্নিগ্ধ ও কফের এবং ফলে সমবায়ী সমযোনি প্রবর্দ্ধিত হইল। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে ফলের বিরুদ্ধযোনির কথা বলা হইবে। যোনি শব্দটী সুশ্রুত অধিক ব্যবহার করিয়াছেন। যোনি শব্দের অর্থ এখানে উৎপত্তিস্থান বা নিবাসস্থান বুঝিতে হইবে।

(ক্রমশ)

---

বার্ষিকী

## আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদ

রবিবার, ১২ই ফাল্গুন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

আশুতোষ হলে ৬৬তম বার্ষিক অধিবেশনের প্রথম

অতিথি রাজা রাও শ্রীযুক্তেন্দ্র নারায়ণ রায়ের

অভিভাষণ

মাননীয় সভাপতি মহাশয় ও সমবেত সুধীবৃন্দ,

আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত হয়ে আমি সম্মানিত হয়েছি। আয়ুর্বেদ আমাদের বিশেষ গৌরব, বহু মনীষী ও পণ্ডিতগণ সমবেত হয়ে এই অধিবেশনে ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের আলোচনা করবেন এবং আমার স্থির বিশ্বাস, এই আলোচনার মাধ্যমেই অনেক মূল্যবান তত্ত্ব ও তথ্য বিবৃত হবে।

এই অধিবেশন ও আলোচনা যে কত মূল্যবান, তার প্রমাণ সেই অতিপ্রাচীন কাল সংহিতায় পাওয়া যায়। সেখানে উল্লেখ আছে যে, জ্ঞান লাভের তিনটী পন্থা—শিক্ষা, শোনানো এবং

আলোচনা। চরক সংহিতায় বলা হয়েছে, ঋষিদের এক সম্মিলনে ব্রহ্মর্ষি ভারদ্বাজ প্রশ্ন তুললেন, মানুষ এবং তার রোগের উৎপত্তি কী?

সভার পণ্ডিতমণ্ডলী নিজের অভিমত দিলেন এবং প্রত্যেকেই নিজেকে অন্যান্য বলে প্রমাণ করতে চাইলেন। এই বিতর্কে সভাপতি ভিক্ষু আত্রেয় উপদেশ দিলেন—সবাইকে আরও বেশী যুক্তিশীল ও বিজ্ঞানী হতে হবে আসল সত্যকে অনুসন্ধান করতে হবে।

আয়ুর্বেদশাস্ত্রে চরক ও সুশ্রুত প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করে গিয়েছেন প্রকৃতপক্ষে এই গ্রন্থ দুখানি বর্তমান আয়ুর্বেদশাস্ত্রীদের একমাত্র অবলম্বন চরকের অনুবাদ অবশ্য আরও অনুদিত হয়েছে। সুশ্রুতসংহিতার প্রতি অধ্যাপক হয়েছে। প্রাচীন কালেও আয়ুর্বেদশাস্ত্র সমস্ত পৃথিবীর দেহবিজ্ঞানীদের পথপ্রদর্শক ছিল। খ্রিষ্টপূর্ব আলেকজান্দার এ দেশের চিকিৎসাশাস্ত্র ও জ্ঞেয়বিদ্যার প্রতি অনুরাগী হয়েছিলেন। প্রাচীন আরব ও পারস্য দেশে চরক ও সুশ্রুতের অনুবাদ করা হয়েছে। খলিফা হারুন অল্ রশিদ ভারতীয় চিকিৎসকদের বৃত্তি দিয়ে নিজের দেশে নিয়ে গিয়েছেন এবং বাগদাদের প্রধান চিকিৎসালয়ের ভার ভারতীয় চিকিৎসকের উপরেই ছেড়ে দিয়েছেন।

আয়ুর্বেদশাস্ত্র অলৌকিক শক্তির অধিকারী। ভগবান্ বুদ্ধদেবের শত] আরোগ্যের কথা কে না জানে। কৌমারভৃত্য জীবকের কাহিনী আয়ুর্বেদের গর্বের জিনিস। ঋষি প্রবর্তিত এই শাস্ত্র কোন্ আদিকাল হতে আজ পর্যন্ত মানুষের রোগ নিরাময়ে কী অমোঘ সাধনই না করে চলেছে। এইত সেদিনের কথা—সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ এস রায়ান কবিরাজের সাধী জ্ঞান ও ঈশ্বরনিষ্ঠা যে কত অগাধ ছিল, তা আমরা সকলেই জানি।

আয়ুর্বেদ সম্বন্ধে সামান্য' একটি কথাই আমার বলবার আছে, কারণ আমি এই শাস্ত্রে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। ভাবপ্রকাশের মতে আয়ুর্বেদ অথর্ববেদের অন্তর্গত –কেউ বলেন ঋগ্বেদের উপবেদ। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে আছে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা এই শাস্ত্র বেদ সৃষ্টি করেন। ক্রমে ভারতীয় ঋষিগণ আটটি শাখায় এই শাস্ত্রকে বিভক্ত করেন এবং সাধনাবলে এই বিদ্যার জ্ঞানোন্নতি বিধান করেন।

বহুদিন আমরা ঘুমিয়ে ছিলাম নিজের দেশের মহান্ ঐতিহ্যকে অবহেলা করে, পরের কাছে ভিক্ষা করে দিন কাটিয়ে দিয়েছি। আজ ভারত যখন স্বাধীন হয়েছে, যখন জীবনের প্রতি শাখায় নূতন জীবনের স্পন্দন দেখা দিয়েছে, তখন ভারতের এই অমূল্য জ্ঞানভাণ্ডের খোলা সময়ের যেন আমরা নিতে পারি। তাই, আপনাদের কাছে আমার এই একান্ত অনুরোধ, আপনারা এগিয়ে আসুন শিক্ষার দীক্ষার সংঘবদ্ধ হয়ে, সাধনা ও সেবার আদর্শ নিয়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি সম্পন্ন হয়ে, কি রোগনিরাময়ের ক্ষেত্রে, কি ঔষধিতত্ত্বে, কি ভিষোজনির্ণয়ে, আপনাদের সমবেত শুভবুদ্ধি জাগ্রত হোক, আয়ুর্বেদশাস্ত্রের জ্ঞানোন্নতি বিধানে আপনারা অগ্রণী হোন, আপনাদের জয়যাত্রা অব্যাহত হোক।

ভারতের জাতীয় গভর্নমেন্টের কাছেও আমার এই নিবেদন—জাতির এই সর্বজনমান্য দিয়ে যেন আমাদের এই জাতীয় সম্পদ যথেষ্ট পরিমাণে সমাদৃত হয়, প্রকৃত উৎসাহ ও অর্থ সাহায্য লাভ করে—এই চিকিৎসা বিজ্ঞান যেন মানুষের কাছে কল্যাণহস্ত হয়ে আসতে পারে।

# অনুষ্ঠান-সূচী

## উদ্বোধন উৎসব

স্থান—আশুতোষ হল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

রবিবার, ১২ই ফাল্গুন, ১৩৭৪

( ২৪শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৮ ), বেলা ৪টা

### কার্যক্রম

১। মঙ্গলাচরণ

২। উদ্বোধন, প্রধান অতিথি এবং সভাপতি-বরণ ও মাল্যদান।

৩। সম্বর্ধনা-জ্ঞাপন—কবিরাজ শ্রীযামিনীভূষণ রায়, প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি, আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদ।

৪। উদ্বোধন—মাননীয় বিচারপতি শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়।

৫। প্রধান অতিথির ভাষণ—রাজ্যপাল শ্রীধরমবীর শাস্ত্রী।

৬। উপস্থিত, অভ্যর্থনাসমিতির বক্তৃতা

৭। সভাপতির অভিভাষণ—

কবিরাজ শ্রীযামিনীভূষণ রায়-বাচস্পতি-কবিরত্ন, আয়ুর্বেদশাস্ত্রী

৮। ধন্যবাদ—কবিরাজ শ্রীঅরবিন্দ নাথ মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক।

## দশম বার্ষিক ভারতীয় সংস্কৃতি সম্মেলন, ১৩৭৪

স্থান—আশুতোষ হল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

শুক্রবার, ১৭ই ফাল্গুন, ১৩৭৪

( ১লা মার্চ, ১৯৬৮ ) বেলা ৪টা

### কার্যসূচী

১। মাঙ্গলিক

২। সভাপতি বরণ ও মাল্যদান

৩। প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতির স্বাগত সম্ভাষণ—

৪। ভারতীয় সংস্কৃতির নানা ধারা সম্বন্ধে বক্তৃতা—অধ্যাপক শ্রীসুকুমার ভট্টাচার্য, অধ্যাপক শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, কবিরাজ শ্রীপ্রভাকর মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীপাঁচুগোপাল বসু, কবিরাজ শ্রীসুধাংশু মোহন ঘোষ, তন্ত্রাভিজ্ঞা শ্রীঅবনী কান্ত মৈত্র, সাহিত্য-ভারতী শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, পণ্ডিত শ্রীযোগেন্দ্র নাথ ন্যায়াচার্য, অধ্যাপক শ্রীকিরীশ চন্দ্র পাণ্ডী, অধ্যাপক শ্রীকল্যাণ কুমার গাঙ্গুলী, অধ্যাপক শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র মজুমদার, ডঃ শ্রীশিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, ডঃ অমৃতলাল ভট্টাচার্য, কবিরাজ শ্রীজয়ানন্দ আয়ুর্বেদতীর্থ প্রভৃতি

## বিভাগীয় সভা জনপ্রিয় বক্তৃতা-তর্কসভাসহ ক্ষেত্র প্রদর্শন

স্থান ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হল, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

সোমবার, ১৮ই ফাল্গুন, ১৩৭৪

( ২৬শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৮ ) বেলা ২টা

১। ঔষধিকিংবদন্তী বিভাগ

সভাপতি—কবিরাজ শ্রীঅমলাচরণ বৈদ্যশাস্ত্রী

প্রবন্ধ পাঠ :

ওষধে—কবিরাজ শ্রীঅজিতকান্তি ঘোষ পড়া, ভিষগ্‌রত্নতীর্থ, এল্-এ-এম্-এস্।

বাতব্যাধি—কবিরাজ শ্রীগোপাল-চন্দ্র সেনগুপ্ত, আয়ুর্বেদতীর্থ, এম্-এ-এম্-এস্।

তর্কসভাসভা :

বৈদ্য ও ডাক্তারদের মধ্যে ঔষধের ক্রিয়াবৈষম্য

সূচনা—কবিরাজ শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পঞ্চতীর্থ।

২। নারীর ক্রিয়াবিজ্ঞান বিভাগ

বেলা ৩৪ টা

সভাপতি—কবিরাজ শ্রীঅতুল চন্দ্র সেন, ভিষগ্‌ভীর্থ, এল্-এ-এস্-এস্

প্রবন্ধ পাঠ :

আয়ঘাত—কবিরাজ শ্রীহেমন্ত নাথ পাত্রী

ত্রিদোষতত্ত্ব—কবিরাজ শ্রীললিত মোহন শর্মা

আয়ুর্বেদে চক্ষু, পক্ষ ও প্রত্যক্ষবিজ্ঞান—পণ্ডিত শ্রীইন্দু চন্দ্র ভট্টাচার্য্য

আলোচনা : ঘোষ-বাবু-মতবিজ্ঞান

অবতারণা—কবিরাজ শ্রীবিজয়কালী ভট্টাচার্য, এম-এ

জনশ্রিয় বক্তৃতা :

বিষয়—ভারতের সমরনীতি ও আধুনিকীকরণ

বক্তা—অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরানন্দন সেনশাস্ত্রী।

মঙ্গলবার, ১৪ই ফাল্গুন, ১৩৭৪। ২৭শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৮।

স্থান—ষ্টুডেন্টস্ হল, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

৩। রসায়ন—বাজীকরণ বিভাগ বেলা ২টা

সভাপতি—কবিরাজ শ্রীমুরারি মোহন ঘোষ, কাব্যতীর্থ

প্রবন্ধ পাঠ :

রসায়ন—কবিরাজ শ্রীঅমরেন্দ্র প্রসাদ পাত্রী

বাজীকরণ—কবিরাজ শ্রীমন্মথ নাথ আচার্য, সাংখ্যতীর্থ

রসায়নের মূলতত্ত্ব—কবিরাজ শ্রীজ্যোতিষ্প্রিয় নাথ ভট্টাচার্য, এম-এ

আলোচনা : ধীর্যাতত্ত্ব

বক্তা—কবিরাজ শ্রীসূর্যকান্ত রায়, ভিষগ্‌ভীর্থ, এল্-এ-এস্-এস্।

৪। শল্য-শালাক্য বিভাগ বেলা ৫ টা

সভাপতি—কবিরাজ শ্রীরবীন্দ্র নাথ চৌধুরী, ভিষগ্‌রত্ন, শল্য-শালাক্য, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়—আয়ুর্বেদ বিভাগ

শালাক্য—কবিরাজ শ্রীচারুবালা বন্দ্যোপাধ্যায়

নেত্ররোগ—কবিরাজ শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র সেন

জনশ্রিয় বক্তৃতা : সংক্রামক ব্যাধি

বক্তা—কবিরাজ শ্রীসুবোধ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বৈদ্যশাস্ত্রী

সখ্যাপথ্য বিচার—কবিরাজ শ্রীকনিষ্কভূষণ রায়, ভিষগ্‌ভীর্থ, এল্-এ-এস্-এস্।

বুধবার, ১৫ই ফাল্গুন ১৩৭৪ (২৮শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৮)

স্থান—ষ্টুডেন্টস্ হল, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা বেলা ২টা

৪। জনস্বাস্থ্য—প্রসূতিবিজ্ঞান বিভাগ

সভাপতি—কবিরাজ শ্রীমনোরঞ্জন সাংখ্যতীর্থ

প্রবন্ধ পাঠ :

জনস্বাস্থ্য—কবিরাজ শ্রীজ্যোতিপ্রসাদ সেন, সাহিত্য-ভারতী

প্রসূতিবিজ্ঞান—কবিরাজ শ্রীবিমলেন্দু ভট্টাচার্য, বৈদ্যশাস্ত্রী

গর্ভাবস্থা সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ—কবিরাজ শ্রীরবীন্দ্র নাথ চৌধুরী

গোরাদিন ও লৌহের ঔষধরূপে ব্যবহার বিচার—শ্রীবীরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

আলোচনা : রসবিজ্ঞান

সূচনা—কবিরাজ শ্রীঅমরনারায়ণ সেন

৬। প্রসূতিতন্ত্র—কৌমারভৃত্য বিভাগ বেলা ৩টা

সভাপতি—কবিরাজ শ্রীসুশীল কুমার সেনগুপ্ত, ভিষগ্‌ভীর্থ

প্রবন্ধ পাঠ :

শিশুপালন—কবিরাজ শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র ভট্টাচার্য, ভিষগ্‌ভীর্থ, এল্-এ-এস্-এস্

প্রস্তুতির পরিকল্পনা—কবিরাজ শ্রীগোবিন্দ সেন, আয়ুর্বেদাচার্য

৭। যুক্তবিদ্যা—সমাজবিজ্ঞান বিভাগ　　বেলা ৪টা

সভাপতি—কবিরাজ শ্রীপ্রফুল্ল চট্টোপাধ্যায়, এম-এ, আয়ুর্বেদ-ভূষণ

প্রবন্ধ পাঠ :

বর্তমান সমাজ-মানস—কবিরাজ শ্রীঅরবিন্দ নাথ চট্টোপাধ্যায়, আয়ুর্বেদশাস্ত্রী

মনের উত্তেজনা ও তাহার প্রতিকার—পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণপদ মুখোপাধ্যায়

সেমিনার : পরিষদ-পরিকল্পনা

সূচনা—কবিরাজ শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র সেন, এম-বি

অপরিহার্য যুক্তি : ধর্মনীতি ও রাষ্ট্রনীতি

বক্তা—ডঃ শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

ডঃ শ্রীরমেন্দ্র নাথ সেন

অনু-বিচার—কবিরাজ শ্রীদেবেন্দ্র নাথ বৈদ্যশাস্ত্রী

বিশ্লেষণ

বাসরের মত এবারও নানা বিষয়ে আলোচনা ও প্রবন্ধপাঠের ব্যবস্থা রয়েছে—এক কথায় সমগ্র আয়ুর্বেদ-বিজ্ঞানের বিশিষ্ট চিকিৎসাধারার ওপর তা আলোক সম্পাত করবে। সুতরাং আয়ুর্বেদের ভিত্তিভূমি হতে কেমন করে ইহার নীতিগত উন্নয়নের বৈজ্ঞানিক ধারা বজায় রেখে অগ্রসর হওয়া যায়, তার দিকে সকলের দৃষ্টি দেওয়া কর্তব্য। সে-পথেই আয়ুর্বেদের বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠা প্রকাশের মূল্য বেশী তাড়াতাড়ি কিছু লক্ষ্যনীতি ও তার প্রকাশ হলেই একটা কিছু উত্তাবনা হলো না—বরং তাতে আয়ুর্বেদের বিশেষ বিজ্ঞানধারা ও প্রয়োগবিধি হতে বিচ্যুত হবার ফলে অনুসন্ধিৎসার চাহিদাটি হারিয়ে পড়ে যাচ্ছে। যার যা বলবার তা চিন্তা করে লিখে আনলে তথ্যও তাতে অনেক থাকে; আর 'আয়ুর্বেদ-ভারতী' পত্রিকায় ইহার প্রকাশের সম্ভাবনাও নিশ্চিত হবে। আপনাদের সকলের সহযোগিতা ও সহানুভূতি কামনা করি।

ঠিকানা :
আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান-পরিষদ
৫২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯
১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৮।

বিনীত—
কবিরাজ শ্রীবসন্তকুমার মজুমদার
অতিরিক্ত-সভাপতি,
আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদ।

---

* অনিবার্য কারণবশত বিশেষ দুঃখ সভাপতির অনুপস্থিতিতে কবিরাজ শ্রীবসন্তকুমার মজুমদার সেমিনারটি করেন।

# বাণী ও শুভেচ্ছা

1. Dr. S. Radhakrishnan,
Ex-President of India.

"Girija"
30. Edward Elliot Road,
Mylapore, Madras-4
January 31, 1968.

Dear Sri B. K. Majumdar,

It is a pleasure to know that the thirty sixth annual session of the Ayurveda Bijnan Parishad will be held about the end of February. There is a revival of interest now in Ayurveda and I wish very much that your conference will contribute to the popularisation of Ayurveda.

Shri Bagala Kumar Majumdar,
Founder-President, Ayurveda
Bijnan Parishad, 52 Mahatma
Gandhi Road, Calcutta.

Yours sincerely
Sd/- S. Radhakrishnan.

2. Sri V. V. Giri, Vice-President
of India.

Vice-President,
India, New Delhi.
10th January, 1968.

Dear Sir,

Thank you for your letter of the 26th January, '68. I send my best wishes for the success of the 36th session of the Ayurveda Bijnan Parishad.

The President
Ayurveda Bijnan Parishad,
52, Mahatma Gandhi Road,
Calcutta.

Yours faithfully,
Sd/- V. V. Giri.

3.

Prime Minister's Secretariat,
New Delhi.
January 30, 1968.

Dear Sir,

The Prime Minister has asked me to thank you for your letter and to convey to you her best wishes for the success of the thirty sixth Annual session of the Ayurveda Bijnan Parishad being held in Calcutta next month.

Shri Bagala Kumar Majumdar,
President, Ayurveda Bijnan
Parishad, Calcutta.

Yours faithfully,
Sd/- H. Y. Sharada Prasad,

4. Shri Mohan Lal Vyas
President, Gujarat Ayurveda
Vikas Mandal.

"Alakh-Chhaya"
13, Jawaharnagar,
Sarkhej Road, Ellisbridge,
Ahmedabad-7.

My dear Rajvaidya Kaviraj Shri Majumdar,

I am very much thankful for your letter dated the 26th January, 1968. I wish every success to your efforts in the uplift of Ayurveda in this country. Ayurveda is our great precious heritage. It is founded on fundamentals which are everlasting truth. This is borne out through centuries of experience of its existence.

May Lord Dhannantari help you and lead you to success.

With best regards,

Shri Bagala Kumar Majumdar,
Founder-President, Ayurveda
Bijnan Parishad, Calcutta.

Yours sincerely,
Sd/- Mohan Lal Vyas

5. E. M. S. Namboodripad,
Chief Minister,
Kerala.

Trivandrum
12th February, 1968.

**Message**

I wish all success to the 36th Annual Session of the Ayurveda Bijnan Parishad being held from 23th February, 1969 at Calcutta.

Shri Bagala Kumar Majumdar,
Founder-President,
Ayurveda Bijnan Parishad,
Calcutta.

Sd/- E. M. S. Namboodripad.

6. D. O. no. 745-G.

Raj Bhavan,
West Bengal,
Calcutta,
6th February, 1968.

Dear Sir,

I am desired to refer to your letter dated the 25th January, 1968 and to convey the good wishes of the Governor of West Bengal on the occasion of the 36th Annual Session of the Ayurveda Bijnan Parishad, Calcutta.

The Founder-President,
Ayurveda Bijnan Parishad,
62, Mahatma Gandhi Road,
Calcutta.

Yours faithfully,

Sd/- Asstt. Secretary tothe
Governor of West Bengal.

৭। মাননীয়-সভাপতি শ্রীযুক্ত ইলা পাল চৌধুরীর বাণী
কলিকাতা
২৩-২-৬৯

আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের ৩৬তম বার্ষিক অধিবেশনে আমি আন্তরিক শুভ কামনা জানাইতেছি। আয়ুর্বেদ আমাদের সাধক সমাজের মাত্র—এই সঙ্গে বৈদিক ও মানসিক ধারা জড়িত। এর সাধনা ও বিজ্ঞান কামনা করি। এদের একমাত্র আয়ুর্বেদশাস্ত্রের ঐতিহ্যটিই একমাত্র আরোগ্যলাভের উপায়। এই শাস্ত্র আমাদের বাঁচাইয়া রাখিতেই হইবে। ইতি ৰা: শ্রীইলা পাল চৌধুরী।

বিগত রবিবার ১২ই ভাদ্র, ১৩৭৪ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ হলে আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের ৪-দিন ব্যাপী ৬৯তম বার্ষিক অধিবেশনের উদ্বোধন অনেকমাননীয় বিচারপতি শ্রীপ্রশান্ত বিহারী মুখোপাধ্যায় এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন মাননীয় শ্রীযোগেন্দ্র নারায়ণ রায়। উদ্বোধন-প্রসঙ্গে বিচারপতি শ্রীমুখার্জি বলেন, আয়ুর্বেদ ভারতের নিজস্ব চিকিৎসা-বিজ্ঞান। ইহার উন্নতির জন্য সরকারের যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত—অবহেলা ইহার মৃত্যু অনুমানে হইবে। অধিকন্তু ইহার উৎকর্ষ ব্যাহত হইবে। যে সাধনার দ্বারা ইহার প্রতিষ্ঠা ও উৎকর্ষ হইয়াছিল সেই সাধনার প্রতীত অনুসরণে ইহার সেবা ও পুনরুদ্ধার সম্ভব হইবে। আমি পরিষদের উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি এবং এই কয়েক দিনের পরস্পর মতবিনিময়ের ফের নব নব উন্নতির পথ উন্মুক্ত হয়।

প্রধান অতিথি মাননীয় শ্রীযোগেন্দ্র নারায়ণ রায় আয়ুর্বেদের বিষয় আলোচনা করেন। তাঁহার অভিভাষণ অক্ষর দ্রষ্টব্য। কবিরাজ শ্রীযমলাভূষণ বসুমহাশয় সভাপতিত্ব করেন। তাঁহার অভিভাষণ আয়ুর্বেদ-ভারতীর পরবর্তী সংখ্যায় দ্রষ্টব্য। পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণলাল মুখার্জি বেদবন্দনা উচ্চারণপূর্বক সভারম্ভ করেন। অধ্যাপক শ্রীহরিপদ চক্রবর্তী, সাহিত্য-ভারতী শ্রীমতীকুমার মুখোপাধ্যায়, কবিরাজ শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, কবিরাজ শ্রীমতীকান্ত মৈত্র, কবিরাজ শ্রীসুধাংশু মোহন ঘোষ, কবিরাজ শ্রীললিত মোহন শর্মা প্রভৃতিও বক্তৃতা করেন।

বিগত ১৩ই ভাদ্রন হইতে মুলবার, ১৪ই ভাদ্রন, ১৩৭৪ কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হলে বিভাগীয় সভা-সমিতির বক্তৃতা-আলোচনা প্রভৃতি সুসম্পন্ন হয়। কবিরাজ শ্রীঅমলাচরণ সেন, কবিরাজ শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ সেন, কবিরাজ শ্রীসুধাংশু মোহন ঘোষ, কবিরাজ শ্রীহরীন্দ্র চন্দ্র চৌধুরী, কবিরাজ শ্রীযমলাভূষণ বসুমহাশয় (পরিবর্তে) কবিরাজ শ্রীপ্রভাকর ভট্টাচার্য প্রভৃতি যথাক্রমে কায়চিকিৎসা, শারীরক্রিয়া-বিজ্ঞান, রসায়ন-বাজীকরণ, শল্য-শালাক্য তন্ত্রযন্ত্র-প্রয়োগবিজ্ঞান এবং প্রসূতিতন্ত্র-স্ত্রীরোগতন্ত্র, ভূতবিদ্যা-সমাজবিজ্ঞান বিভাগে পৌরোহিত্য করেন। কবিরাজ শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী—অরোষ্টিক, কবিরাজ শ্রীললিত মোহন শর্মা—ত্রিদোষতত্ত্ব, কবিরাজ শ্রীহরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়—শারীর, কবিরাজ শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র সেন—বর্ণরোগ, কবিরাজ শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র ভট্টাচার্য—শিক্ষালয়, শ্রীনীলিন মুখোপাধ্যায়—সোহাগিনি ও সৌন্দর্য ব্যবহার, পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায়—বেদবিজ্ঞান ও আয়ুর্বেদ প্রতিভাস—কবিরাজ শ্রীঅরবিন্দ নাথ চট্টোপাধ্যায়—সমাজমানস প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন। অন্যান্য কবিরাজগণও বিভিন্ন বিভাগে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন।

### ভবিষ্যসম্ভাব্য

'ওষধি ও রাসায়নিক পদার্থের ক্রিয়াবৈষম্য' সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে কবিরাজ শ্রীযমলাভূষণ বসুমহাশয় উদ্ভিদের উৎপত্তি ও বৃদ্ধির কথা বলেন। তিনি বলেন আমরা যাহাকে সকল পদার্থের মূলে পঞ্চ-মহাভূত কাজ করে, গাছপালাও কি তাহাদের সহিত যোগের সাধিয়া বেশী তাই সংযোজনের ভয় বিশেষ কোন বিধি অবলম্বন করিতে হয় না। অপর-দিকে রাসায়নিক দ্রব্যের আঘাত যাহা প্রভৃতি অনেক

পদ্ধতির দ্বারা সমাক্ ব্যবহারের যোগ্য করিয়া লইতে হয়। দেহে যে বিভিন্ন স্রোত আছে তাহার মাধ্যমে বায়ু সকল যথাযোগ্য স্থানে নীত ও অন্তর্ভুক্ত হয় এবং মলাদি বাহির হইয়া যায়। দেহ-বায়ু-মলবিজ্ঞানের সূক্ষ্ম রহস্য এখানেই। কবিরাজ শ্রীসুরারি মোহন ঘোষ 'পরিবার-পরিকল্পনা' সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনাপ্রসঙ্গে উহার নৈতিক ও দৈহিক অনুপযোগিতার কথা বলেন। সংযমের উপর উহার যথাযোগ্য ব্যবহারে সমাজ মানবের অবনতি ঘটে না—আর রোগও হইবার সম্ভাবনা থাকে না। 'মনোবিজ্ঞান' সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে কবিরাজ শ্রীজগন্নারায়ণ সেন বলেন, তাহাদের ভয়াতুর, রোগের প্রতিষেধক ও বল প্রভৃতি সম্বন্ধে বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেন।

## জনপ্রিয় বক্তৃতা

অধ্যাপক শ্রীবিশ্বনাথ সেনশাস্ত্রী ভারতীয় সংস্কৃতির শাশ্বত মূল্যায়ন এবং আধুনিকীকরণ সম্বন্ধে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির মৌলিক ভিত্তি, ধর্ম, নৈতিক ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী, সেবাধর্ম ও বিশ্বমানবতা, অপরপক্ষে আধুনিকীকরণের অবনত চরিত্র, আত্মকেন্দ্রীকতা ও সামাজিক অসততা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করেন। অধ্যাপক শ্রীত্রিগুণ চন্দ্র শাস্ত্রী 'বর্ণনীতি ও গান্ধী' সম্বন্ধে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে আয়ুর্বেদের অমরত্ব, নৈতিক ও মানসিক সমতা রক্ষা প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং কবিরাজ শ্রীবিভূতিভূষণ রায় 'সংক্রামক ব্যাধি এবং পথ্যাপথ্য' সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

### দশম বার্ষিক ভারতীয় সংস্কৃতি সম্মেলন, ১৩৭৪

বিগত রবিবার ২৯শে ফাল্গুন, ১৩৭৪ ( ১লা মার্চ ১৯৬৮ ) আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের ৫৩তম বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে দশম বার্ষিক ভারতীয় সংস্কৃতি সম্মেলনে স্বাগত সম্ভাষণ জ্ঞাপনপ্রসঙ্গে কবিরাজ শ্রীবিমলানন্দ তর্কতীর্থ এবংসের বার্ষিক অধিবেশনের কার্যাবলী সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেন এবং তাহাদের সামাজিক আধিক ও নৈতিক আদর্শের সার্থক মূল্যায়ন এবং বর্তমানের অধিক ভোগ ও দুর্যোগের স্রোতে মানব-জীবনের চরম আদর্শের অপরিবর্তনীয়তা প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

সভাপতির আসনে অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরানন্দন সেন শাস্ত্রী বলেন—বিদেশী সভ্যতাকে সাদরে বরণ করিয়া ভারতীয় সংস্কৃতির অগ্রগতির বাহিকী, যোগ-যান ও অন্যান্য বহু ক্ষেত্রের অবদান বিশেষভাবে ক্ষেত্রে, সর্বোপরি, আধুনিক কালে যে বিভিন্নতা ও শত্রুতা মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছে তাহার স্থলে প্রেম ও বিশ্ববন্ধুত্ব আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্থায়ি শৃঙ্খলা আনিতে পারে এবং পৃথিবীকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারে।

অধ্যাপক শ্রীত্রিগুণ চন্দ্র শাস্ত্রী, কবিরাজ শ্রীসুরারি মোহন ঘোষ, শ্রীঅমলীকান্ত মৈত্র, শ্রীজগন্নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, কবিরাজ শ্রীহরিপদ ভট্টাচার্য্য, কবিরাজ শ্রীললিত মোহন শর্মা, কবিরাজ শ্রীবীরেন্দ্র চন্দ্র চৌধুরী প্রভৃতি ভারতীয় সংস্কৃতি-সমাজ-বর্তমান পরিবেশ প্রভৃতি সম্বন্ধে নানা কথার অবতারণা করেন। পরিশেষে সভাপতি, বক্তাগণ, উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণ, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ও ব্যাপটিষ্ট মিশনের কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাইয়া বার্ষিক সভা এই বৎসরের জন্য সমাপ্ত হয়।

সপ্তদশ বার্ষিক উৎসব প্রথমদিন পালন, ১৩৭৪
স্থান—টাউনহল, অলেক স্কোয়ার, কলিকাতা
সোমবার, ১৩ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৪ ( ২৭ মে, ১৯৬৭ )
বেলা ৫টা

কার্যসূচী

১। মঙ্গলাচরণ
২। উদ্বোধন ও সভাপতি বরণ ও মাল্যদান
৩। সভার্চনা-জ্ঞাপন—
কবিরাজ শ্রীযমলাকুমার মজুমদার
৪। উদ্বোধন—শ্রীবিজয় কুমার মাখাল, অধ্যক্ষ, পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভা
৫। আয়ুর্বেদ-বিজ্ঞানের বিবিধ বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা ও প্রবন্ধ পাঠ :
(ক) ত্বকের ও যৌনিক চিকিৎসার মৌলিক তত্ত্ব —কবিরাজ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর, পঞ্চতীর্থ
(খ) ত্বকের চিকিৎসা-পদ্ধতি ও পরীক্ষণ-বিধি—রাজবৈদ্য কবিরাজ শ্রীঅন্নদাচরণ চট্টোপাধ্যায়
(গ) 'বিমানস্থান' সম্বন্ধে আলোচনা—
কবিরাজ শ্রীসুশীল কুমার সেনগুপ্ত, ভিষগ্‌রত্ন
(ঘ) মিশ্র চিকিৎসার মূলসূত্র—
কবিরাজ শ্রীহেরম্ব নাথ শাস্ত্রী
(ঙ) ত্বকের স্বাস্থ্যনীতি—
অধ্যাপক শ্রীহিমাংশুশেখর সেনশাস্ত্রী
(চ) 'কল্পস্থানের' বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য—
কবিরাজ শ্রীসুরেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়
কবিরাজ শ্রীসুধাংশু মোহন ঘোষ, কাব্যতীর্থ
৬। উপস্থিত অতিথিবৃন্দের বক্তৃতা
৭। সভাপতির অভিভাষণ—
কবিরাজ শ্রীবৈদ্যেন্দ্র নাথ তর্কতীর্থ
৮। ধন্যবাদ—
কবিরাজ শ্রীঅরবিন্দ নাথ চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদক।

অষ্টাদশ আয়ুর্বেদীয় অধিবেশন সম্মেলন, ১৩৭৫
স্থান—টাউনহল, অলেক স্কোয়ার, কলিকাতা
বৃহস্পতিবার, ২৭শে বৈশাখ, ১৩৭৫, বেলা ৫টা

কার্যক্রম :

১। মাঙ্গলিকী
২। উদ্বোধক ও সভাপতি বরণ ও মাল্যদান
৩। নববর্ষে আরম্ভ ও সম্বর্ধনা-জ্ঞাপন—
কবিরাজ শ্রীযমলাকুমার মজুমদার
৪। উদ্বোধন—বিচারপতি
ঃ শ্রীপঙ্কজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৫। আয়োজনসূত্রে বিভিন্ন বিষয়সম্বন্ধে আলোচনা ও উৎকর্ষের উপায়-সম্বন্ধে বক্তৃতা ও প্রবন্ধ পাঠ :
(ক) ঘড়িবিজ্ঞানের চিকিৎসাপদ্ধতি—
কবিরাজ শ্রীকালিপদ রায়, ভিষগ্‌রত্ন
কবিরাজ শ্রীসুধাংশু মোহন ঘোষ, কাব্যতীর্থ
( বিশ্বনাথ আয়ুর্বেদ মহাবিদ্যালয় )
(খ) অন্নবিজ্ঞানের অভাব ও উৎকর্ষ সাধন—
কবিরাজ শ্রীসুরেশ্বর রায়, ভিষগ্‌রত্ন
কবিরাজ শ্রীসুশীল কুমার সেনগুপ্ত, ভিষগ্‌রত্ন
(গ) সংগঠন ও পরিচর্যা—
কবিরাজ শ্রীঅমরনাথ সেন ও শ্রীকালী মোদি
( আয়োজক মিলিক সোসাইটি )
(ঘ) অন্যান্য বোধের অনুশীলন ও বোধানুযায়ী পরীক্ষণের বিধান—
কবিরাজ শ্রীপ্রভাকর চট্টোপাধ্যায়, এম-এ
(ঙ) উদর-চিকিৎসা—
কবিরাজ শ্রীযমলাচরণ সেন
মিশ্র চিকিৎসা—কবিরাজ শ্রীহেরম্বনাথ শাস্ত্রী
( আয়োজন বৈদ্য শাস্ত্রপীঠ )

(৪) বস্তীবিদ্যা—কবিরাজ শ্রীমন্মথনাথ শর্মা
( বঙ্গবাসী হাসপাতাল )

৬। চিকিৎসা ও ব্যবস্থা—
অধ্যাপক শ্রীবিশ্বনাথ সেনশাস্ত্রী, এম-এ

৭। উপস্থিত অতিথিবৃন্দের বক্তৃতা

৮। সভাপতির অভিভাষণ—
কবিরাজ শ্রীনিত্যানন্দ ভক্ত বসুমদার

৯। ধন্যবাদ—কবিরাজ শ্রীঅরবিন্দ নাথ
চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদক।

## ২৮তম বার্ষিক আয়ুর্বেদীয় আরোগ্যশালা সম্মেলন ১৩৭৪

স্থান—ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হল, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা
সোমবার, ৩০শে বৈশাখ, ১৩৭৪, বেলা ৪টা
( ১৩ই মে, ১৯৬৮ )

কার্যক্রম :

১। বাদ্যসঙ্গীত

২। উদ্বোধক ও সভাপতি বরণ ও মাল্যদান

৩। প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতির নববর্ষের অভিনন্দন ও সম্বর্ধনা-জ্ঞাপন

৪। উদ্বোধন—ডঃ শ্রীহেমেন্দ্র চন্দ্র বসুমদার

৫। আয়ুর্বেদীয় আরোগ্যশালার উৎকর্ষের জন্য আনুষঙ্গিক আলোচনা—

(ক) আরোগ্যশালার বর্তমান অবস্থা ও উন্নতির উপায়—কবিরাজ শ্রীরামকৃষ্ণ শাস্ত্রী ও কবিরাজ শ্রীঅমলাচরণ সেন ( আমোদার বৈদ্যনাথপীঠ )

(খ) ঔষধ-নির্মাণ ও প্রয়োগ-বিধি—কবিরাজ শ্রীসুধীরচন্দ্র রায় ও কবিরাজ শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ ঘোষ (যাদবপুর যক্ষ্মা আয়ুর্বেদ কলেজ ও হাসপাতাল)

(গ) চিকিৎসা ও গবেষণা—
কবিরাজ শ্রীকবিভূষণ রায় ও কবিরাজ শ্রীসুধাংশু মোহন ঘোষ
( বিশ্বনাথ আয়ুর্বেদ কলেজ ও হাসপাতাল )

(ঘ) চিকিৎসার বৈজ্ঞানিকতা—
কবিরাজ শ্রীবিনোদ শাস্ত্রী
( আরোগ্যকরী আয়ুর্বেদীয় হাসপাতাল )

৬। মন্তব্য ও ব্যাখ্যা—
অধ্যাপক শ্রীবিশ্বনাথ সেনশাস্ত্রী

৭। উপস্থিত অতিথিবৃন্দের বক্তৃতা

৮। সভাপতির অভিভাষণ—
কবিরাজ শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র সেন

৯। ধন্যবাদ—
কবিরাজ শ্রীঅরবিন্দ নাথ চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদক।

---

## ২৮তম আরোগ্যশালা সম্মেলনের বার্ষিক বিবরণী, ১৩৭৪

বিগত ৩০শে বৈশাখ, ১৩৭৪, বেলা ৪টায় কলিকাতা ইউনিভার্সিটি হলে আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের উদ্যোগে ২৮তম আয়ুর্বেদীয় আরোগ্যশালা সম্মেলন ( ১৩৭৪ ) নির্ধারিত সভাপতির অনুপস্থিতিতে কবিরাজ শ্রীঅমলাচরণ সেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। নববর্ষের অভিনন্দন ও স্বাগত সম্ভাষণ জানাইয়া কবিরাজ শ্রীঅমলাকুমার বসুমদার বলেন, চিকিৎসার উৎকর্ষের জন্য বিভিন্ন আয়ুর্বেদীয় হাসপাতালের চিকিৎসকদের মধ্যে সহযোগিতা, অভাব-অভিযোগ, চিকিৎসার ব্যবস্থাদি সম্বন্ধে আলোচনা প্রভৃতি যেমন হাসপাতালের চিকিৎসার উন্নতি সাধন করে, তেমন আয়ুর্বেদশাস্ত্র ও আয়ুর্বেদ-

চিকিৎসকগণ সাধারণভাবে উপকৃত হইয়া থাকেন বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা ব্যাপারে। ব্যক্তিগত চিকিৎসা বিষয়ে যে-সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায় না। সুতরাং হাসপাতাল সংক্রান্ত রোগ-চিকিৎসা, রোগীর পরিচর্যা, ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহারে ফলাফল, রোগনির্ণয়, নার্সী বিজ্ঞানের ছাত্র প্রভৃতি সব বিষয়ে অনুশীলন চলিতে পারে।

কবিরাজ শ্রীরামকৃষ্ণবাগ্চী বলেন, চিকিৎসার গবেষণার জন্য সরকারের যে সকল সাহায্য করা দরকার তাহা হইতেছে না। পশ্চিম বাংলায় বলিতে কি, সরকারের কোন বাহির আয়ুর্বেদের জন্য আছে বলিয়া বোধ হয় না। দিন দিন আয়ুর্বেদ-চিকিৎসার অবনতি ঘটিতেছে। উহার উন্নতির জন্য সকলের চেষ্টা করা দরকার। কবিরাজ শ্রীসুধাংশু ঘোষ বলেন, পরিষদ যে আদর্শ নিয়া চলিয়াছে তাহা রূপায়ণে হাসপাতালের চিকিৎসাপদ্ধতির উৎকর্ষ, নানা রোগের ব্যবস্থাপত্র এবং বাহিরের বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ করা দরকার। কবিরাজ শ্রীকবিভূষণ রায় বলেন, নিম্ন পাঠ্য-তালিকা ও চিকিৎসা হইতে আয়ুর্বেদ অনেক পথে চলিয়াছে। কবিরাজ শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র ভট্টাচার্য বলেন, ভারতীয় সংস্কৃতির মূল সত্য ও অহিংসার অনুসরণ করিয়া চলা দরকার। আজ যে অসত্য ও অনুকরণ সর্বত্র বিরাজ তাহাতে আয়ুর্বেদের যথার্থ উৎকর্ষ ব্যাহত হইতেছে।

কবিরাজ শ্রীমল্লিকার্জুন তাল বর্মা বলেন, আয়ুর্বেদ শুধু চিকিৎসাশাস্ত্র নয়, দেহ মন ও আত্মার উন্নতির মাধ্যমে জীবন মুক্ত করার উপায়। কবিরাজ শ্রীহরি দাস বন্দ্যোপাধ্যায় আয়ুর্বেদের বিধান ও চিকিৎসকদের প্রথম সহযোগিতা আয়ুর্বেদের ব্যবস্থাপত্রের সব প্রথম করুন, এই প্রার্থনা করেন এবং ব্যবহার্য কয়েকটি ঔষধের ফলাফল সম্বন্ধে উল্লেখ করেন। কবিরাজ শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ সৈন্য ভারতীয় কৃষ্টি, চিকিৎসাপদ্ধতি ও মানবতার আদর্শের কথা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেন।

সভাপতি কবিরাজ শ্রীঅমলা চরণ সেন বর্তমানে হাসপাতালের চিকিৎসা, চিকিৎসা-পদ্ধতির উন্নতি, হাতে-কলমে চিকিৎসার নানা বিষয় শিক্ষা দিবার কৌশল, অধ্যাপক ও চিকিৎসকদের একদিকে সুচিকিৎসার জন্য চেষ্টা করা, অন্যদিকে মানবকল্যাণে ত্যাগ ও সেবাধর্ম অনুশীলনের কথা বলেন।

পরিশেষে পরিষদের সম্পাদক কবিরাজ শ্রীঅরবিন্দ নাথ ভাটাচার্য সভাপতি, বক্তাগণ ও উপস্থিত অন্য মহোদয়গণকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং তাঁরা আয়ুর্বেদের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনকল্পে কবিরাজদের কর্তব্যের কথা উল্লেখ করেন।

# কবিরাজ—কুলতিলক গঙ্গাপ্রসাদ সেন

কবিরাজ শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ সেন

(১৩৭৪এর 'শ্রাবণ-মাঘ' সংখ্যার পরবর্তী মেঘ অংশ)

বঙ্গীয় ১২৯১ সনের কার্ত্তিক মাস হইতে আয়ুর্বেদের গৌরব-মহিমা ও মহিমা প্রচারার্থে এবং মৌলিক জ্ঞান-বিজ্ঞান অন্বেষণার উদ্দেশ্যে "আয়ুর্বেদ-সঞ্জীবনী" মাসিকপত্রের প্রবর্তন করিয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ও মধ্যমপুত্র যথাক্রমে কবিরাজ ভগবতীপ্রসন্ন সেন ও কবিরাজ হরিপ্রসন্ন সেন মুদ্রণকার্য্যের পরে নিযুক্ত ছিলেন। গঙ্গাপ্রসাদের আদেশ ও উপদেশক্রমে তদীয় ভ্রাতা, পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র ও ভাগিনেয়ের বহু মূল্যবান প্রবন্ধ তাহাতে প্রকাশিত হইত।

"গঙ্গাপ্রসাদ কলিকাতার মধ্যে একজন বিখ্যাত কবিরাজ। ইনি প্রত্যহ সন্ধ্যা সাত ঘটিকা হইতে নিজগৃহে রোগীদিগকে ঔষধ দান, নিজ ভাগিনেয়কে আয়ুর্বেদ শিক্ষা দান করিতেন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের কলিকাতা দরবারে ইনি গবর্ণমেণ্ট হইতে প্রশংসা-পত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।" —গঙ্গাপ্রসাদ সেন প্রসঙ্গে "সেকালের কথা আলোচনা।"

"বহু চিকিৎসকগণের পরিত্যক্ত বহু রোগগ্রস্ত রোগীকে তিনি আরোগ্য করায় তাঁহার চিকিৎসা-নৈপুণ্য ও ধার্ম্মিকতার কথা চারিদিকে বিস্তৃতিলাভ করিল এবং তাঁহার দ্বারে রোগীর ভিড় বাড়িতে লাগিল। তিনি তাঁহার বিপুল সঞ্চিত অর্থ ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, দরিদ্র ও সাধু-সন্ন্যাসীদিগকে দান করিয়া দিয়াছেন। বহুতর পূজা, অতিথি-সেবা-প্রতিষ্ঠা, অন্নসত্র এবং যার নামে কেহ পার্শ্বে দুই পয়সারোগের সঞ্চিত সম্পত্তি করিয়া দিয়াছেন।"—বিপিন চন্দ্র বসু, সম্পাদক "ভারত" সাপ্তাহিক পত্র।

"তাঁহার সময়ে ডাক্তারী চিকিৎসার প্রতিষ্ঠা সাধারণ লোকের অনুরাগ ছিল। কিন্তু তাঁহার চিকিৎসা গুণে অচিরেই লোকের আয়ুর্বেদে বিশ্বাস জন্মিতে আরম্ভ করে। অকাল বয়সেরও উপর তিনি যৌবনের সহিত আয়ুর্বেদানুমোদিত চিকিৎসা করিয়া নষ্টযৌবন আয়ুর্বেদের যশ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।"

"গঙ্গাপ্রসাদ সেন কবিরাজ" প্রসঙ্গে "জীবনী কোষ" ভারতীয় ঐতিহাসিক, ২য় খণ্ড, ৩৫৮ পৃষ্ঠা, পণ্ডিত শশীভূষণ বিদ্যালঙ্কার সঙ্কলিত—

"কুমারটুলীর কবিরাজগণের মধ্যে চিকিৎসা-নৈপুণ্যে, ঔষধ প্রস্তুত প্রণালীর বিশুদ্ধতায়, অতি সামান্য ঔষধ বিক্রির প্রকার ইহাঁরই অনুসরণানুরাগে প্রয়োগ করিয়া অতি চমৎকার ফল প্রদর্শন করিবার অদ্ভুত শক্তিতে, ব্যবসায় নৈপুণ্যে, সৌজন্যে, আয়ুর্বেদশাস্ত্রের অনুরাগ বাস্তবিকতা শক্তির প্রতি অকপট বিশ্বাসে গঙ্গাপ্রসাদ সেন শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। ব্যবসায় বিদ্যাবিনোদের অন্তে তিনি যথার্থই গঙ্গার প্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন এবং স্বীয় শিষ্যগণের হৃদয়ে আয়ুর্বেদের প্রতি

অতঃপর উক্ত সভায় কবিরাজ মহাশয় উপস্থিত হইয়াছিলেন।"

কবিরাজ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম্, এ, জ্যোতির্ভূষণ, রসসিন্ধু মহাশয় "মুষ্টিযোগ চিকিৎসা" পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়াছেন।

ভারতপ্রসিদ্ধ কবিরাজরূপে সুপরিচিত থাকিলেও আজ তিনি (মুখবন্ধে) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের স্বনামধন্য চিকিৎসকরূপেও পৃথিবীর শিক্ষিত ও ভক্তজনসমাজে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। মুখোপাধ্যায় পরমহংসদেবের অন্যতম ধর্ম্ম সাধনমূলক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত" পৃথিবীর প্রধান প্রধান ভাষায় অনূদিত হইয়া স্বঃসিদ্ধরূপে গঙ্গাপ্রসাদের মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বিঘোষণ করিতেছে। শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণদেব স্বয়ং চিকিৎসক গঙ্গাপ্রসাদ প্রসঙ্গে যে সমস্ত উক্তি করিয়াছিলেন তাহা উদ্ধৃত করা হইল—

"যখন আমার কাশি যায়ো, গঙ্গাপ্রসাদ সেনের বাড়ে লবে সেন গঙ্গাপ্রসাদ বল্লে, ঘরদোরটী মেরে লবে, কিন্তু জল খেতে পাবে না; যেখানে জল খেতে পাব। সকলে বল্লে, জল না খেয়ে কেমন করে আমি থাকবো। আমি বোল্লাম, আর জল খাব না। "পরমহংস"।" আমি ত পাড়িছাস নই—রাজহাঁস; দুধ খাব।

ঈশ্বর জানেন। তিনিই এরূপে চিকিৎসক, গঙ্গাপ্রসাদ বল্লেন, আপনি আজ জল খাবেন না। আমি ঐ কথা কেবলমাত্র বলে ছেড়েছি। আমি জানি তিনি সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, ২য় ভাগ, ৮ম খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ এবং ২য় ভাগ, ১৭ খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ।

তাঁহার বাড়ীআসার ও চিকিৎসার কতকগুলি অত্যাশ্চর্য্য বিচিত্র কাহিনী কিংবদন্তীরূপে পরিণত হইয়াছে। তিনি বংশপরম্পরাক্রমে আয়ুর্বেদের প্রায় সমুদায় সাময়িক পত্রিকা, মহারাজ, রাজা, মহিমার, নবাব ও তাঁহাদের অবর্ত্তমানে বা বহুবর্ষের পূর্বে চিকিৎসা করিয়া বহু সম্মান যশ, অর্থ ও পুরস্কারাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারী কলিকাতার রাজপথে, যখন মহারাণী ভিক্টোরিয়া "ভারত সাম্রাজ্ঞী" অভিধা গ্রহণ করেন, তখন তিনি হিন্দু চিকিৎসাবিজ্ঞানে পারদর্শিতার নিদর্শনস্বরূপ তদানীন্তন বঙ্গলাট লর্ড লিটন কর্ত্তৃক মহারাণীর স্বাক্ষরিত সম্মানপত্র পাইয়াছিলেন। ডাঃ দুর্গাচরণ রায় প্রণীত "বেঙ্গলিজ্ অর্গো আথরন," কিংবা চন্দ্র বসুলিখিত "বাঙ্গালার গৌরব" প্রবন্ধমালায় কবিরাজ শ্রীলালচন্দ্র সেন ও ভূষণচন্দ্রীয় কবিরাজদ্বয়ী"—"সাপ্তাহিক ভারত" পত্র (বিদ্যোদয় মিশন হইতে প্রকাশিত)—পণ্ডিত কৈলাস চন্দ্র জ্যোতিষার্ণব সঙ্কলিত "জ্যোতিষ প্রকাশ" গ্রন্থ—পণ্ডিত কালীপদ মোহান্তী প্রণীত "বঙ্গের পারিবারিক ইতিহাস," জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার সঙ্কলিত বংশ পরিচয় (৮ম খণ্ড, ১ম অধ্যায়, ৬ পৃষ্ঠা) এবং লোকনাথ প্রণীত 'দি মডার্ণ হিন্দু অফ দি ইণ্ডিয়ান চিফস্, রাজাজ এণ্ড মিনিষ্টারস্' প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁহার জীবনী ঘটনাবলী, চিকিৎসার বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি নানা তথ্যপূর্ণ আলোচনা রহিয়াছে।

তাঁহার যশের মেরুদণ্ডের একটী উজ্জ্বল ও উৎকৃষ্ট নিদর্শন—যখন ১৩০১ সালে, ইং ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে যখন বিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্র "বঙ্গবাসী" রাজদ্রোহের

অভিযোগে অভিযুক্ত হন, তখন তিনিই একমাত্র বিনাবিচারে অনুরোধক্রমে একমাত্র "বঙ্গবাসী" পত্রের পক্ষ সমর্থনপূর্বক লক্ষ টাকার জামীন হইয়া উক্ত পত্রের সত্বাধিকারী, সম্পাদক, প্রকাশক ও মুদ্রাকরগণকে হাজতবাস হইতে মুক্ত করিয়া আনিয়াছিলেন।

"ধর্ম, কর্ম ও সাহিত্য তথা বাঙ্গালার উপর যথার্থ অনুরাগ ছিল বলিয়াই গঙ্গাপ্রসাদ ইংরাজ রাজপুরুষদের রোষকষায়িত লোচন উপেক্ষা করিয়া "বঙ্গবাসী"র যোগীন্দ্র চন্দ্র বসু প্রভৃতিকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। সেকালে ইহা অল্প সাহসের কথা ছিল না। রাজদরবারের গঙ্গাপ্রসাদের সেই সময়ে অক্ষুণ্ণ সম্মান ছিল।.....

তিনি সেই সব কুৎসার না করিয়া ধর্ম ও ন্যায় পথ অবলম্বন করিয়া সরলমতি বীরকে সর্বতোভাবে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই বিষয়ে তিনি নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিক, ধর্মপ্রাণ—বিরাট পৌরুষের পরিচয় দিয়াছিলেন। ইহার মহান অবদান আজ অনেকেই জানেন না।"

—"লোক সেবক", মঙ্গলবার, ১৫ই চৈত্র, ১৩৪৪।

কুসুমবন্ধু সেন লিখিত প্রবন্ধ "আয়ুর্বেদের এক গৌরবময় যুগ।"

"গঙ্গাপ্রসাদের দেশহিতৈষণায় খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো। দেশবাসীর হৃদয়ে তাঁর সিংহাসন আরও নব ঐশ্বর্যে খচিত হলো। গঙ্গাপ্রসাদ শুধু কবিরাজ নন, বাংলার জননায়ক।"

—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর শাস্ত্রী লিখিত প্রবন্ধ "দেশহিতৈষী কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেন।"

—'হিতবাদী' ৪র্থ চৈত্র ১৩৬১।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—

"বঙ্গবাসী পত্রিকার বিরুদ্ধে আনিত রাজদ্রোহের অভিযোগ—"সাংবাদিকের মর্যাদা রক্ষায় কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেন।"

( তথ্যপূর্ণ সংবাদ চিত্র )

—হিতবাদী, ২৬শে ফাল্গুন, শুক্রবার, ১৩৬১

( সাপ্তাহিক পত্র )

এই মর্মস্পর্শী মহাত্মা বঙ্গাব্দ ১৩০৭ সালের ২৬শে অগ্রহায়ণ, সোমবার, কলিকাতা কুমারটুলীস্থ গঙ্গাধামে গঙ্গালাভ করিয়াছিলেন। ইংরাজী ৯ই ডিসেম্বর, ১৮৯০ খৃষ্টাব্দ।

আয়ুর্বেদ চিকিৎসা-জগতে গঙ্গাপ্রসাদের অপ্রতিহত প্রভাব—

প্রসিদ্ধ "জ্যোতিষ-প্রকাশ" গ্রন্থের ৭১৪ পৃষ্ঠায় ( পণ্ডিত কৈলাসচন্দ্র জ্যোতিষার্ণব সঙ্কলিত ) জনপরিচয় বিভাগে অবতারে মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ দ্বারকানাথ সেন কবিরত্নের প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে :—

"ইহার জন্মকালীন জন্মে ও কর্মাধিপতি শনি বিদ্যা ও লাভাধিপতি বৃহস্পতির সহিত ক্ষেত্র বিনিময় বা দৃষ্টি সম্বন্ধে আবদ্ধ হওয়ায় তাঁহার কোন সন্তান লোকের মৃত্যু হইতে জন্ম ও যশোলাভ সূচিত হইতেছে। কুমারটুলীর সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেনের মৃত্যুর পর অল্প দিনের মধ্যেই ইহার যশোরাশি চতুর্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল।"

গঙ্গাপ্রসাদের বাসস্থান : ৯১ নং কুমারটুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৫

# দিল্লীর পথে

আচার্য শ্রীযদুনাথ সরকার

বিচিত্রের আহ্বান চিরকাল থেকে মানুষকে ঘরছাড়া করে, এমন কি, দেশছাড়াও করে—কখনো প্রয়োজনে, কখনো অপ্রয়োজনে। মনের মোহকে মিটাবার জন্য বীরেরা পথ আগ করে বিপদের দুর্গমতা হাসিমুখে বরণ করে থাকে। এ তার সকলে—জন্ম হতে তাঁর চরণ এর অভ্যাসে বাঁধিয়ে সর্বদা ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাই দেখি ঘরের পড়ার মধ্যে তাঁকে আবদ্ধ পড়া, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সকল ব্যবস্থা করে দিলেও তার অবসুরে মন ঘরের আনাচে-কানাচে খেলার মোহ কেটে খেলে গ্রামে গ্রামে, দেশ-বিদেশে পাড়ি দিতে তাকে পাগল করে তোলে। প্রকৃতির লালনপালনে দেহ ও মনের ক্ষুধা যেটে কতকটা—মানুষে মানুষে যে চিরন্তন সম্বন্ধ তা অনুভব করবার জন্য পৃথিবীর বহুকে যে বিচিত্রের খেলা চলছে তা নিরীক্ষণ করবার ফলে তাকে চিরপথিক করে তোলে—সে নিজের গণ্ডিতে নিজেকে নিয়ে থাকতে তার না—পারে না। যখন যাতায়াতের সুবিধা ও সুযোগ ছিল না তখনো সে অজানার বিদেশে চলে গেছে বহু পথে—কাঠের নৌকা পড়িয়ে পাড়ি দিয়েছে অকূলের পথে—সে এক অদ্ভুত অভিযান। বিজ্ঞানের ঐতিহ্যের সঙ্গে তার মনের ক্ষেত্রে মিলন করে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে মানবমনের অনাস্বাদিতপূর্ব গগনবিহারে—তার জন্য তারবার অদম্য প্রেরণা যে নানাপথে বিস্তার লাভ করেছে তাকে নব নব সৃষ্টির ভোগ তার বহুবিচিত্র পথ মুখরিত করে তুলেছে—সেখানেই তার অবাধ্য মুক্তির প্রকাশে।

মানুষ মানবের, আবার অন্যদেশে—তার বাড়ীর সঙ্গে যে মানুষটে—যে দেশের প্রকৃতি তার কল্পনার রাজ্য সৃষ্টি করেছে—যে আকাশ বিচিত্র লীলায় প্রকাশে তার উদারতার বৈজয়ন্তী উড়িয়ে দিয়েছে—প্রকৃতির বহুমুখে বিচিত্র বর্ণের চমৎকৃত ফুলফলের সৌন্দর্যে সুশোভিত করেছে—যা তার জীবনকে ঐশ্বর্যময় ও মাধুর্যপূর্ণ করে তুলেছে—যা তার জন্মভূমির প্রতি ধূলিকণা—তার চিত্তরাজ্যের আনন্দ ও পরিতৃপ্তির কারণ, তার জীবন যাত্রায় ও স্বার্থের বিচিত্র বন্ধনে যতই আবদ্ধ থাক না কেন। তাকে টেনে আনে নিজের দেশের বাইরে—সেখানের দুর্গমতা তাকে পীড়িত করে—লাঞ্ছিত করে চিত্তের স্বচ্ছন্দতা, ব্যর্থ করে সকল আশা আকাঙ্ক্ষা। অপরপক্ষে তার আরামে আবদ্ধিত মন কোন দুর্গমতাকেই স্বীকার করে না—তার ঐশ্বর্যে মনের ঐশ্বর্য কোন দীনতা প্রাপ্ত করে না। ফুলেফলের বাহিরা যেমন তার বৈজয়ন্তীর—তা যতই অকিঞ্চিৎকর হোক না কেন—সুখর করে সজ্জিত করে রাখে তার অন্তরের আসনে—সেখানে তার অভাবের তাড়না নেই—আত্মতুষ্টি বিরাজ করে সর্বাঙ্গসুন্দর আসনায় সুষমায় বর্ণাঢ্যতায়।

তার বিদেশ ভ্রমণ দেখাকে সমৃদ্ধ করবার জন্য, অন্তর্দৃষ্টির অভাব মোচন করবার উদ্দেশ্যে অপূর্বকে পূর্বের চারিপাশে মনের মুক্ত—এক কথায়, তার জ্ঞান ও উদ্দেশ্য তার মানুষটির সর্বাঙ্গীন ঐতিহ্যের কাছে নিবেদিত করবে বলে। আমার দিল্লী

আলো আকস্মিক ও অল্প আয়াসে হলেও ইহার তাৎপর্য আমার দেহ ও মন অপূর্ব আবেগে উদ্বেলিত করে তুলেছে। জীবনের যেন্নীর তার সমস্ত আত্মীয় পরিজন নিয়ে কেটেছে তাদের হাসিকান্না, সুখদুঃখ চলচ্চিত্রের মত অতীতের গহ্বরে বিলীন হয়েছে—মুহূর্তে মুহূর্তে মেঘে মেঘে স্পষ্ট আলোকের আনন্দ-নিমেষের বিলীয়মান রবিকার অন্তরালে। দূরে বহুদূরে দূর হতে কত বিচিত্রের মধ্যে চলছি—একটা অনাগত আনন্দ-নিশ্চিত জীবিত লক্ষ্যে কবিতের জন্য মনটাকে বিজ্ঞি করলেও আমার করলো ধীরে ধীরে চলবার দৃঢ়সংকল্পের আন্দোলন। আত্মীয় স্বজনের যেন্নী পার হয়ে যখন রেলগাড়ী ষ্টেশনের গণ্ডী পার হয়ে পশ্চিমের দিকে চলল, সঙ্গে সঙ্গে আমার মন কিন্তু কেন্দ্রিত হয়ে অন্ত পরিবেশের টানে নিবিষ্টের আড়ষ্ট হয়ে যেতে লাগল। কী সুখের আলিঙ্গনে আজন্ম মাঝে মাঝে কর্তন মৃত্যুর ভয়ত্রাস বাধিত—তারই কীর্তি মৃত্যু, মৃত্যুর মুখোমুখি প্রকৃতির ঐশ্বর্যের পাশাপাশি একটা অসোজন্য ভয় ও ভৈরব—তত কষ্ট করে তারই কৃতিকার্য করে চলেছে জলে, স্থলে ও ব্যোমে—সেই পবনে বহ্নি, সেই অম্বু, আকাশের উজ্জ্বলতা। কোনমতে ছবিনের অনন্ত বোঝা বয়ে চলেছে—ট্রেন-যাত্রী তাদের দিকে ভ্রূক্ষেপও করে না—উহাদের মত ধূলি ও ধূলি ধূসরিত করে ছুটে চলেছে ট্রেন। মনে হয় যেন লৌহময় জড়পদার্থেরও ঐ দৃশ্য অসহ্য হয়েছে। দূরে পোয়োবাড়ী-আকাশের মাটির আকাশে আবদ্ধ। তারই পাশে ঘরছাড়ার বসতবাটী নির্বাসনের বিলম্বিত ছন্দের ঐক্যতানে বজায়মান। তবু ঐ কৃষক দিবারাত্রি কী খাটুনি খাটেনজনের জন্য—মুখে একটী কথা নেই—অতি সাধারণ লোক, মাটির মানুষ। জোড়াবলদ যেমন নির্বিঘ্নে সারাদিন খানবিচালি খেয়ে জাবি রাত করে যাচ্ছে কৃষকও তেমনি তার সারাদিন খাটুনির পরে ফেলে যেয়েছে অল্পে—দিবান্তে লাঙলের ফলাটার যেন তার অন্তরের ও বাহিরের গ্লানি ও ক্লেদ মুছে মুছে ফেলেছে—নানা সমস্যায় জর্জরিত হয়েও কর্তব্যের কথাটুকু পরক্ষণে বিস্মৃত হচ্ছে না।

একদল ঐশ্বর্যশালী, তার বিপরীত রবি-কবলে ধূসর, কখনো ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ, মানুষের দুঃখে ব্যথিত যেন—বর্ষার জলে স্নাতবিত ও উৎফুল্ল বৃক্ষরাজিকে সমুখ পশ্চাতে উদ্ভাসিত। চারিদিকের ঐশ্বর্যের সমারোহ তার চিত্তরাগে বিরাগ আনায় না—দুরবস্থার ঔদাসীন্যতা তার চিত্তাকর্ষণ আনায় করেছে। তবুও তার কৃষ্ণ সাধনার ফাঁকে ফাঁকে প্রবহমান্ত্রী অজ্ঞাত আনন্দে উৎসারিত হয়ে উঠেছে, আর গান করেছে—হরি দিন যো গেল, সন্ধ্যা হল পার করো আমারে.....। ঐ হয়তো বাটুনির ধরোও প্রকৃতির সৌন্দর্যলক্ষ্মীর করোল, পাখীর তান অজ্ঞাতসারে তার কণ্ঠে সুর দিয়েছে—ধরার ধর ধর ধারা ছন্দের সুরা বাহিয়ে চলেছে। ধরিত্রীপ্রকৃতি যখন এমনি করে বিবিধ প্রকারে আত্মহারা, কর্তন অন্ত করে ট্রেন তখন হু হু করে চলেছে সেই অপরূপ সৌন্দর্যলোকে কোমল আকাশের রস ভঙ্গ করে। যাত্রিগণ অর্ধেক শোকায় ঘর নিজ নিজ কেবিনে বৈধবাধিত। ক্ষণাবের ক্ষুব্ধতা যেন মনে কত আঘাত করে সীমাহীন নশ্বরতার সংস্পর্শে—কোথাও ধূলি মোট বহে, ভিক্ষুক ভিক্ষা মাগে, কোথাও পথিক আকাশের দূরের পানে পা বাড়াচ্ছে—কোথাও অন্তহীন, বন্ধহীন অর্থাপনের কল্পকথা নাচে নিজের ঐশ্বর্যশালী বিরহ রবি প্রকট করে। কি সমাজ! কি সভ্যতা—এই তার ছল।

আমি পথযাত্রী কিছু সময়ের জন্য, ক্ষুদ্র

দিয়েছি। এই ক্রমপরিবর্তন লক্ষ্য করছি, আর ভাবছি আমি কোন বিশেষ অঞ্চলের না বাহিরের—এই সমবেদনা ও বেদনা—সহানুভূতি কি শুধু লোকের কাছেই লিখিত, না সৃষ্টিরও লেখকের পরিবেষ্টনের অনেকের স্বার্থবলি। টেনিসনে দেখেছি—'Man for the field Woman for the hearth……, সেখেরাও কৃষিকার্যে ব্যস্ত—ঘরের গুরি পুরে যাচ্ছে। কী কঠিন ও কঠোর তারা! কোমলতা আজ অন্তর থাকে কাহিকে পরিণত হচ্ছে। কিন্তু আজ যে সুন্দরের সব কাজে মেয়েরা মেরে যাচ্ছে, এতে কি সমাজ, সংস্কৃতি কি শালীনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে না একটা অযোগ্য বিপর্যয়ের দ্বারা নিম্নে দুর্নীতির স্রোত বয়ে যাচ্ছে। সুলতানার বা কৃষ্ণকান্তের কথা বাদ দিলেও এটা কি অনুভবের রাজ্যের সমস্যারূপে মনে হয় না? ছোটোলোকে কাজে ছোড়া বলে নিমিত্তের বর্ষণ করে যাচ্ছে—আর স্বাধীনতাবঞ্চিত কৃত্রিম-আবহাওয়ে ফলে মানব সমাজ উপকৃত আজ নয়—প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে। যে যান করে সেই শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র বেশী—যে কোন কাজে লাগে না তার জীবনের বোঝা আজও পরিবহ হয়—এ এক অদৃষ্টের পরিহাস না আদর্শ সমাজ-ব্যবস্থার অব্যবস্থা!

বাড়ি চলতে চলতে বাংলার সীমানা পার হয়ে বিহারের সালমাটি অনুচ্চ পর্বতের পাশ দিয়ে ছুটেছে। চোখে পড়ে সমুখ প্রকৃতির ঐশ্বর্যের পাশাপাশি মানুষের কি দুর্দশা! কী কষ্ট স্বীকার করে কৃষক পাহাড় কেটে জমি তৈরি করে—তার ফের তাতে আবার জলসেচ না হলে কি দুঃখ তাদের সঙ্গে করতে হয়—এ যেন একটা অভিশাপ। ঘরে বাইরে যৌথ জীবনের আবহ-বিধানের স্পর্শ তাদের উপরকে ভোগ করতে হয়। প্রকৃতিকে বলে এরা মানুষ চিরদিন কাছে পাবিয়েছে। প্রথম প্রথম এ প্রায়শ্চিত্ত সকলের ভোগ করতে হয়। সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে অরণ্যচারের মঙ্গলকর স্বার্থপরতার অপরাধে এক শ্রেণীকেই তা বাধ্য হয়ে নিতে হচ্ছে। পেটের অন্ন জোটাতে তাকে বের হতে হচ্ছে লাল মাটির তাকে। তীব্র দহন পরিতে বলয় লাঙল টেনে চলেছে চিরদিন। কৃষক ও বলদ এক অভেদ বন্ধনে সমাজ-বন্ধনকে দৃঢ়ই করে রেখেছে। তার ওপর উপায়ও উঠেছে কিন্তু তাদের অবস্থার পরিবর্তন হল না। যার সেই বলদের—অন্ন সেই অন্ন—উপাদানের—সেই অভাবের। মেয়ে পুরুষ যেটেও এই দুর্দিন উত্তীর্ণ হতে পারলে না—খরা-অনাবৃষ্টির রস বিশুষ্ক, দৃষ্টি প্রসারও তা বলবান করে তুলল না। মাটির ঘর, জীর্ণ চাল, ছিন্ন বস্ত্র ও শীর্ণ দেহ সেই হৈমন্তের দুর্দি প্রতিফলিত করছে। সুদক্ষিণ বাটিকায় তরুশ্রেণীর পাখার নীচে দুপুর-রোদে ক্লান্তপ্রতিবিম্বিতের নীরস লোভার আশায় উৎকণ্ঠাব্যাকুল বাক্যবিস্তারের খোরাক এরাই জোগাচ্ছে।

বিহারের খাদ্য ও সম্পদ অনেক—জলবিনে কৃষির দুর্ভিক্ষের রসনা শুষ্ক-প্রাণ ক্ষীণ। লোকগুলি পোকামাকড়ের মত দুঃখের ও অভাবের তাড়নায় সমুদ্বিগ্ন—এ কি অদৃষ্ট না প্রকৃতির অনাচার অত্যাচার, রুক্ষ প্রকৃতি পাষাণসদৃশ নির্মম—পশুর ও শুষ্ক ঘাসের নীরস বেদনার ব্যথা ও বিহ্বলতা। জনতাই মানুষের, এমন কি, পশুর জীবন দুর্বহ করে তুলেছে—নিষ্ঠুর প্রকৃতির বুকফাটা ক্রন্দনে মানুষ নিস্পেষিত অভাজন। অনাবৃষ্টি দুঃসহনীয়তাকে বৃদ্ধিতার স্নিগ্ধতা অপহরণ করেছে। প্রয়োজনের

অতিরিক্ত বর্ষণে যেমন মাটি ভরে যেয় সন্তানাদি তেমন বর্ষণের অভাবে ধরিত্রীর বুক ফা-ফা করতে থাকে। প্রকৃতির প্রাচুর্য মানুষের স্নেহ ও কৃপণতায় ক্ষুধা-বিধুরতা সহজ সন্তানের ন্যায় প্রকৃতির প্রাচুর্যে প্রসাদিত। তবে তার বিরুদ্ধে নালিশ নিরর্থক—মানুষ অন্নের বিরুদ্ধে নালিশ করে পার পায় না। তাই সেখানে বহু আরাম বিলম্বিত। বিজ্ঞানের দৌলতে তার কিছু সুরাহা হয়েছে সত্য কিন্তু প্রকৃতির স্নেহের প্রাচুর্যের তুলনা হয় না। বিজ্ঞান প্রকৃতির স্নেহালের উপর নির্ভর করে থাকতে পারে না। তাই তার নিজস্ব পথ খরচ-সাপেক্ষ। বাংলার সবুজ রূপ প্রকৃতি দেখেছি তার স্বভাব ও মানুষ—তার উর্বরতা। বিহারের কঠিন আবরণের নীচে লাল মাটির উর্বরতা তুলনীয়—দুটি যা স্নেহের তলাই তার তুলনায় আপন নির্দোষিতা করতে পারে। তখন দুঃখেরই অভাব তখন তার জঠরের অনল উর্বরতা আমল খোঁজা বিবর্ণ তরল—মাটিতে আমল তুলার চাষাবাদ। সেখানে বর্ষণের অনিশ্চয়তা মানুষের কাছে কিছুটা লাঘব হল সত্য—মোটা রেখে চেহারা সাধা কঠিন রস হল—এক সমাজের ও অনমনীয়তার অধীশ্বর হয়ে প্রকৃতির সৌন্দর্য ও মাধুর্যের কপর তার জীবনবিবর্তনীল।

গ্রীষ্ম শেষে বিহার পার হয়ে উত্তর প্রদেশের বিস্তীর্ণ প্রান্তরের আমল হিল্লোলের মধ্য দিয়ে—মাটির ঘর, ইটের দেয়াল, মাথে মাথে দুক একটি কি দালিয়। সাধারণ ঝিকিমিকি যেন সমস্ত উত্তর প্রান্তরের সৌন্দর্যকে যোগন রূপ দান করেছে। গ্রীষ্ম যেখানে কত নারি নারি কুমার স্ত্রী পুরুষ, ছেলে-পেলে উৎকর্ষ হয়ে সন্তুষ্টির দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে। কাছেই রাজপথ। সারা প্রকৃতি যেন সবুজ মাঠ ও সমস্তক্ষেত্র—স্থানে স্থানে সরল বৃক্ষরাজি বিবিধ গাছি ও গাছের। ইঙ্গিত করছে। মজাকিরাম পল্লীর ভিতর পর দিয়া ছুটে চলেছে, আর মনে হল মাঠে মাঠে সজীবতা ও স্বাস্থ্য উপচে পড়ছে। বিশালের নিদারুণ দৈন্য-দুর্দশার দুঃস্বপ্ন পর উত্তর প্রদেশের প্রাকৃতিক উর্বর ক্ষেত্র, অধিবাসীর স্বাস্থ্যোজ্জ্বল মুখশ্রী চিত্তকে পরাই বিনোদিত ও অভিভূত করল। তাদের দেহের সরলতা, পরিচ্ছন্ন ও কর্মব্যস্ততা নিঃসন্দেহে নিশ্চিন্ত মনের বৈকল্যহীন চেহারা প্রকটিত করছে। প্রকৃতিগত কোমল কঠোরের মত কৃষকরমণী কী কঠিন কাজ করে যাচ্ছে ক্ষেতখামারে। অবস্থাপন্নের নিষ্কর্মা জীবনের সৌন্দর্যের কাছে এই কর্মঠ জীবনের মূল্য অনেক বেশী। রমণী যে শুধু বিনোদনের জন্য নয়, কঠিন সংসারের দৈনন্দিন অন্ন ও স্বাস্থ্যে তার সহযোগিতা কর্মক্লান্ত কৃষক হৃদয়ে প্রসাদিত কল্পনার মুক্ত হিল্লোলে অনুরাগের স্পর্শ লেগে যাবে। সুখে দুঃখে অর্ধাঙ্গিনী সত্যই ভালবাসা ও মনের সহযোগিনী রূপে প্রতিভাত হয়। জীবন-নাট্যের পাদপ্রদীপের কত লোকের সমাগম হয়ে যাবে তার ইয়ত্তা নেই—পিতামাতা, ভাইবোন, আত্মীয়স্বজন ও অন্তরঙ্গ বন্ধুর মধ্যে পরিচয় ও ভালবাসা—আত্মীয় স্বজন ও অপরিচিতের সহিত বিশিষ্ট সম্পর্ক। এক স্থর চলে যায়, অন্য স্থর এসে সেই শূন্যস্থান পূর্ণ করে—কালের ব্যবধানে তারা স্মৃতির পট হতে মুছে যায় কিন্তু নিঃস্বার্থ বন্ধুত্ব বন্ধনে যে মিলন ও মনের আবিষ্কারগুলো তার তুলনা হয় না।

পৃথিবীর ঘটনাবলী চিরদিন একস্থিতের মত প্রবহমান—মুখে মাঝে একটু অবস্থান্তর ঘটে যায় মাত্রির মেই নিজ কৃতি-কুকৃতির বশ—বিচার করি, তত্ত্ব করবার প্রয়াস করি সমস্যা সমাধানে করার মত সমস্যা যেটা যায় অবিচ্ছিন্নভাবে; কেন না কোন ভাব কি অভাব চিরস্থায়ী নয়। প্রত্যেক পর প্রশ্ন উঠিত হচ্ছে এই চঞ্চল বিশ্বের কোন্ বিচার করতে।

* ১৯৬৮ সালের ভূমিকা যাদের কাহিনী

(ক্রমশঃ)

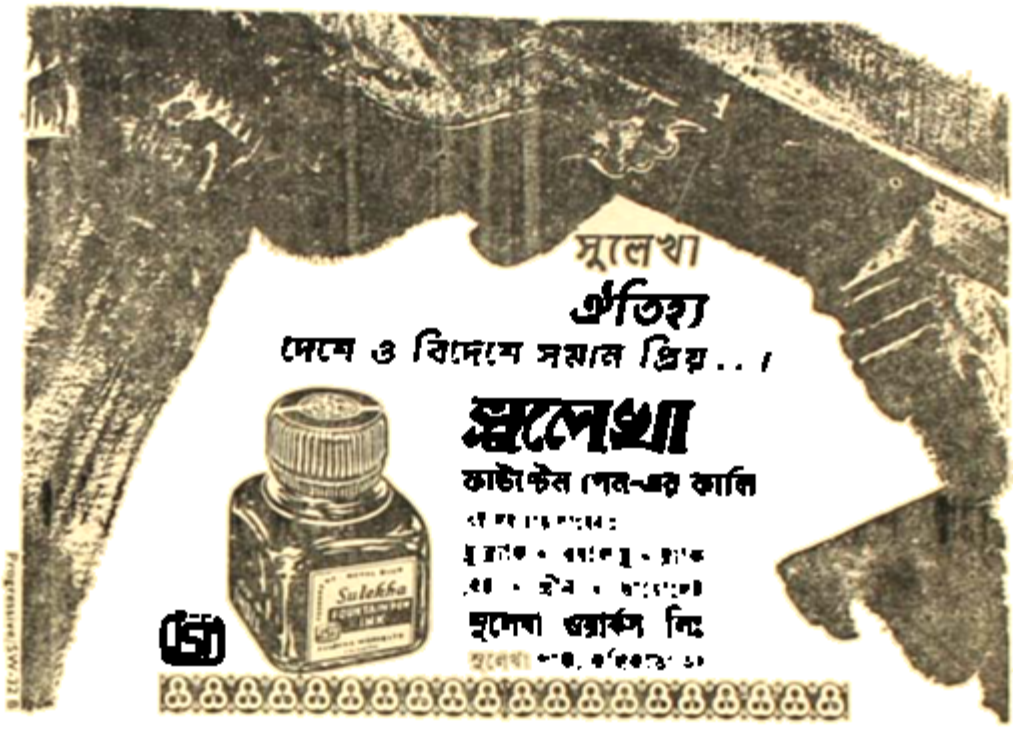


## আয়ুর্বেদ-ভারতী'র বিজ্ঞাপনের হার

'আয়ুর্বেদ-ভারতী' বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির ত্রৈমাসিক পত্রিকা, বিশেষভাবে আয়ুর্বেদ-বিজ্ঞানের। ইহার আমার ৮ বৎসর আরম্ভ। ইহাতে এককালীন বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্যের হার—

প্রচ্ছদ পৃষ্ঠা :

| | | | |
|---|---|---|---|
| প্রথম অর্ধাংশ পৃষ্ঠা — | ১৫০৲ | সাধারণ পৃষ্ঠা— | ৮০৲ |
| দ্বিতীয় পৃষ্ঠা — | ১০০৲ | সম্পাদকীয় পত্র বা অন্যান্য | |
| তৃতীয় পৃষ্ঠা — | ৯০৲ | প্রবন্ধাদির মধ্যে বিশেষ | |
| চতুর্থ পৃষ্ঠা — | ৬০০৲ | বিশেষ স্থানের হার— | |
| | | ১০০৲ বা তদূর্ধ্ব | |

বিজ্ঞাপন বা অন্যান্য বিষয়সম্বন্ধে যথাযথভাবে পূর্বাহ্নেই 'আয়ুর্বেদ-ভারতী'র পরিচালক-সম্পাদকের নিকট করিতে হইবে। বিজ্ঞাপনের টাকা তুলি রাখিবার সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক বর্ষ এবং পত্রিকায় বিজ্ঞাপন বাহির হইবার তারিখের মধ্যে সম্পূর্ণ দিতে হইবে। ইহা ব্যতীত বিজ্ঞাপন বিভাগে প্রকাশিত হইবে।

'আয়ুর্বেদ-ভারতী' কার্যালয়,
৫২, মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা-৯

পরিচালক-সম্পাদক,
আয়ুর্বেদ-ভারতী।

## AN APPEAL

### The Ayurveda-Bharati

A Multilingual Journal of Ayurveda and Indian Culture—an Organ of the Ayurveda Bijnan Parishad has stepped into its eighth year. Its pages are adorned with thoughtful articles of erudite Scholars. The articles bear testimony to the vast lore of Ayurveda and its unique exposition of the Indian system of Medicine and research that were carried on throughout the centuries—the checkered culture of India. To support and subscribe it is to help & uplift the science of Ayurveda as well as the Indian mind and spirit.

*Founder-Editor, Ayurveda-Bharati.*
*Office* : 52, Mahatma Gandhi Rd., Cal.-9

A revolution in Ayurvedic Medicine...

*Baidyanath medicines* are Manufactured in 5 big Rasayanshalas by Ras-Shastries (Chemists) and for their effectiveness enjoy the confidence of the Medical profession all over the country and abroad.
*Baidyanath* medicines are a symbol of Revolution in the world of Indian Medicine.

SHREE BAIDYANATH AYURVED BHAWAN PRIVATE LTD. CALCUTTA

SHREE
**Baidyanath**
AYURVED BHAWAN
PRIVATE LTD.
CALCUTTA · PATNA · JHANSI · NAGPUR · ALLAHABAD

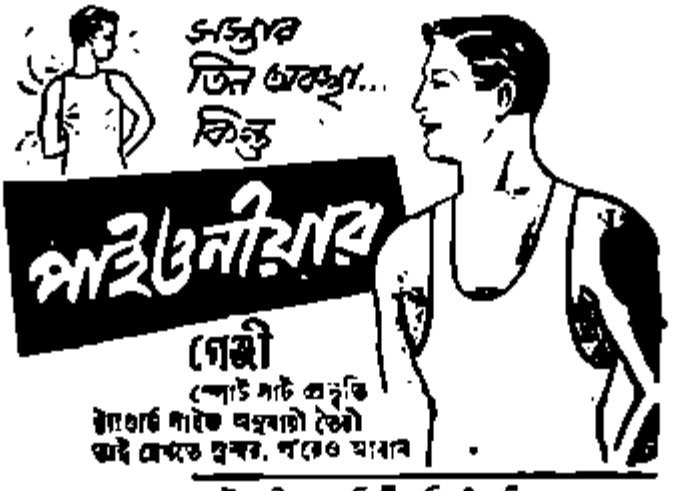


পাইওনীয়ার নিটিং মিলস্ লিঃ


The 'Ayurveda-Bharati'is printed by the Founder-Editor Kaviraj Bagala Kumar Majumder in the Classic Press at 21. Patuatola Lane, Calcutta-9 and

*The Ayurveda-Bharati, a multilingual Quarterly Journal of Ayurveda & Indian Culture*

# আয়ুর্বেদ-ভারতী

প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক

কবিরাজ শ্রীবগলাকুমার মজুমদার, এম-এ, আয়ুর্বেদাচার্য

আয়ুর্বেদ-ভারতী ফাউণ্ডেশন

৪১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭০০০৯

প্রতি সংখ্যা ৭৫ পঃ | ৮ম বর্ষ—শ্রাবণ ১৩৭৪ | বার্ষিক—সডাক ৭৫, টাকা মাত্র

## 'আয়ুর্বেদ-ভারতী'—সূচীপত্র, শ্রাবণ, ১৩৭৫


| | বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| ১। | বাঙ্ময় চীন ( কবিতা ) | আয়ুর্বেদাচার্য কবিরাজ শ্রীনগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় | ১০ |
| ২। | সম্পাদকীয় | | |
| ৩। | ঐশ্বর্য ( কবিতা ) | অধ্যাপিকা শ্রীমতী মালতীলতা মৈত্র | ৬৬ |
| ৪। | আয়ুর্বেদ-পদ্ধতিতে গর্ভ-পরীক্ষা | কবিরাজ শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ দেব | ৬৭ |
| ৫। | স্বপ্নের | কবিরাজ শ্রীনগেন্দ্রনাথ [illegible] | ৭৫ |
| ৬। | The Principle of Ayurveda—<br>A Synthesis—Ayurvedacharya Kaviraj Sri Bepalakumar Majumdar | | ৭৯ |
| ৭। | পুস্তিকাপরিচয় | সম্পাদক | ৮২ |
| ৮। | বিবিধ প্রসঙ্গ | | ৮৭ |
| ৯। | স্বপ্নের | শ্রীমতী রেবা চট্টোপাধ্যায় দেব | ৯০ |
| ১০। | গাছগাছড়া থেকে বিষ্ঠি | কবিরাজ শ্রীনরেন্দ্র চন্দ্র আচার্য | ৯৭ |
| ১১। | আহার ও আহারবিধি | কবিরাজ শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ দেব [illegible] | ৯১ |
| ১২। | সংক্ষিপ্ত বসন্ত রোগ চিকিৎসা ও বিবিধ দুষ্টিকোণ | কবিরাজ [illegible] | ১০০ |



# হাওড়া কুষ্ঠ-কুটীর

রুগ্ন মানবের সেবায় নিয়োজিত সুপ্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান

প্রাচীন ও আধুনিক

চিকিৎসা বিজ্ঞানের
অপূর্ব সমন্বয়ে
নবীন পদ্ধতিতে

## বাতরক্ত ও অবল্ম রোগ আরোগ্য

ঘৈ ছাড়া গায়ে চুলকানি হয়, অসাড়তা, আঙুলের বক্রতা, একজিমা, সোরাইসিস্, দুষ্ট ক্ষত ও অন্যান্য জটিল রোগের আরোগ্য করা হয়। সাক্ষাতে অথবা পত্রে ব্যবস্থা লইবেন এবং বিনামূল্যে বিবরণী পুস্তক পাঠ করুন।

**হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর** প্রতিষ্ঠাতা : পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা

১ নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া। ( ফোন : ৬৬-১৩৫১ )

শাখা—৩৬এ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯ ( পুরবী সিনেমার নিকটে )

'সত্যানেব জয়তে নানৃতম্'

# আয়ুর্বেদ-ভারতী

প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক—কবিরাজ শ্রীবগলাকুমার মজুমদার, এম-এ, আয়ুর্বেদাচার্য

ত্রৈমাসিক
২য় সংখ্যা

শ্রাবণ—১৩৭৫
July-Aug., 1968

৮ম বর্ষ
Vol. VIII.
No. 2

## মাটির টান

শ্রীবগলাকুমার মজুমদার

নিদাঘ শিখরে বন্দী মৃত্তিকা নীহারিকা
তপনের কিরণজালে বিদ্যুৎ-মহিমা—
নয়নের নিমন্ত্রণ ঊর্ধ্বলোকে লক্ষ্যহীন
মাটির মায়ার টানে মন্থর মনে বিষাদি
ঘুমে ঘুমে মুকুলেরে দিয়েছে আশ্রয়
তেমনি অন্তরের ক্ষুধারা লাগে তব
প্রাণে চিরাবাধি—
তাই তো মুগ্ধ আসে রস নিতে অন্তরে
ব্যথা পেয়ে ফোটে কলি সুবাসিয়ে নিখিলে,
উদয়ে তরঙ্গমালা তাহে তীর ভাঙ্গিয়া
চকিত ওঠে পল্ল তব তপনে হরিয়া
আলোকির পল্লবচ্ছন্ন আঁখি আকুলি—
রক্তিম কিশুক ঘনে নিম্ন অগ্নি আলি
জাগাই প্রলয়ি—
তব বেলা ঘনিল অস্তাচলে অন্তরালে
বিশ্বতির মহাযবনিকা ঘিরিয়া ঘিরে,
মনে নাই তব না কথা আবরি অন্তরিকা
আকাশের নীলিমা-লাঞ্ছিত নিম্ন বাসন্তিকা
স্বপনের বেলা ঘরে যে বিতানচারিণী
এস মোর শূন্য মনে বিচিত্র রঙ্গিনী—
বিশ্বের আকৃতি।

— —

# সম্পাদকীয়

'আয়ুর্বেদ-চাইনী' শব্দটির পরিচয় করল। খুব তোড়জোড় যেমন উৎসব সৃষ্টি উৎসব করে সাধারণের ভিতে ছুটে চলে—পড়ার চাপে না, 'আয়ুর্বেদ-চাইনী'ও তেমনি জনের সঙ্গে প্রসারিত করে পরিপূর্ণ প্রজ্ঞায় সুখ-ভোগে উপনীত হতে চাই। প্রাবণের জলধারা ঘাস-তোলা যা কিছু আছে অসবরণ ও অনাবৃত, তাদের স্নান ও প্রাণবান করে তোলে নদিন-স্রোতে ঘন ঢেউ ও আবর্জনা ধুয়ে মুছে ফেলে—যত কলুষতার বিষিয় জলের অন্তরে উদ্ভাসিত করে তোলে। চিকিৎসা করে উৎসব নূতন সৃষ্টির তরঙ্গে। সুস্থতার যা কিছু নব নব দানে পূর্ণ করে উঠল—যা ছিল পরমুখ, আত্মকেন্দ্রিক তা হয়ে উঠল সর্বজনীন—কোন বাঁধ বা বাধা প্রজা-বিস্তারের পথে আর অন্তরায় হইল না। আর্থিকসৃষ্টি সহজ ও সাধারণের নানা পরিবেশে চিকিৎসার সৃষ্টির প্রকাশ ভারতীয় জনের জীবন যেন খুঁজিয়ে তোলে—উদ্ভিত হল প্রভাত সূর্যের দিগন্তব্যাপী উজ্জ্বল রশ্মিজাল।

বছরের পর বছর ঋতু-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতি যেমন নব নব রূপ—সুন্দর প্রভাবের পরিধান করে লক্ষ্মীর বৈচিত্র্যে, তেমন জনের বিচিত্র বিকাশে সাধনা ও সংস্কৃতির পাশে পরিবেশে স্বয়ংস্ফূর্ত হয়ে উঠল বিচিত্র ঐশ্বর্যের উৎস। মূল জীবনে যে ভাবনের পল্লব ছিল তা নানাভাবে নানা প্রবন্ধে বিভিন্ন লেখকের লেখনী-মুখে উদ্ভাসিত হল। আয়ুর্বেদ ও আধুনিক বিজ্ঞানে জ্ঞান আহরণ ও বিষয়বস্তুর বিস্তৃত ক্ষেত্র উদ্ভাসিত—বিজ্ঞানের আলোচনা ও সুস্থাস্থ্যের অনুভূতি, চর্যা ও প্রয়োগ-বিদ্যার সার্থক পরিণতি তা-ই এই সংখ্যার নানা বিষয়ে বেরোবার করল; ফলে জীবন্ত ও সুস্থ, পরিচ্ছন্নতত্ত্ব ও স্বাস্থ্য সমাচার, রোগ ও চিকিৎসা, ওষধি ও ঔষধ-নির্মাণের তাবৎ বিষয় খুলে গেল। আয়ুর্বেদের মৌলিক তত্ত্ব ও তথ্য তাঁর বিজ্ঞান-ভিত্তির উপর।

এই উদ্যোগে যোগদান করেছেন পণ্ডিত, কবিরাজ, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, ছাত্র, অধ্যাপক, অনুবাদকেরা; কারণ জীবন-ধারণের সহিত চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ—পূর্বেই বলা হয়েছে; তাই এখন যেমন দেখছি তার দেশের অন্তরঙ্গতায় বালক, বৃদ্ধ, বিজ্ঞান-সীমা প্রভৃতি বৌদ্ধযুগের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিটি ছাত্রের স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সম্বন্ধে পড়া ও জানার বিধান ছিল। আয়ুর্বেদ ধর্মশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, সাহিত্য কি বিজ্ঞান পর্যায়ের আয়ুর্বেদের কোন-না কোন বিষয়ের উল্লেখ বা উদ্ভিত উদাহরণ না থাকা, এমন কি, প্রয়োজনের তাগিদেই হোক, আদেশেই হোক—ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞান আয়ুর্বেদ-চীনের বৈজ্ঞানিক অভিধা ও আধুনিক জনকল্যাণের ভক্ত এতটা সম্মান ও সমাদরের ছিল। যেখানে প্রাণের মুক্তামুক্তি, অনুসন্ধিৎসুর মনে আয়ুর্বেদের প্রতি, দেশীয় ঔষধের প্রতি তত বিশ্বাস—গাছগাছড়ার গুণাগুণ জানা—কোন কোন সময়ে রোগ নিরাময়ের ঔষধ প্রয়োগসুলভতা—বলতে কি, অনেকের মনে বাড়ী-পর কার কৃষিত সুস্থ-সুরক্ষা ছিল না বলেও,

কোন কোন বিষয়ে সঠিক অভিজ্ঞানের বিষয়বস্তু অনুকূলিত থাকত থাকে। আড়াই শত বছরের বৃটিশ শাসন তাকে নিমূল করতে পারেনি যেমন পারেনি ইংরেজী ভাষার সঙ্গলকে শিক্ষিত করে তুলতে। সাহেবিয়ানা এসেছে ইংরেজ আমল পর। স্বাধীন ভারতে আয়ুর্বেদের বিরুদ্ধে ত্রিমুখী আক্রমণ চলছে—একটি পাশ্চাত্যজ্ঞানমুগ্ধ স্বাধীন সরকারের দিক থেকে, আর একটি পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিদদের, অন্যটি আয়ুর্বেদী শিক্ষাদিক্ষার উদ্যোক্তা 'কবিরাজদের নিজস্ব থেকে। আমি এই কথিত আত্মবিস্মৃতি মুছলমান মত মিলিয়ে যাবে। তা হলেও সন্দেহ নেই যারা—আধুনিক বিজ্ঞানের যৌলিক তথ্যানুসন্ধী যারা তারা একে ঠিক পথে চালাতে বদ্ধপরিকর হবে। আর উচিত এমনই দৃষ্টিভোগ হচ্ছে

দ্বিতীয়তঃ শ্রেণি—বৈদিক বিভিন্ন নানা উদ্যোগে দেশের রীতিনীতি, আচার ব্যবহার, জীবন ও আদর্শের, এমন কি, আয়ুর্বেদের নিজস্ব ধারার চলার অধিকারকে সংকুচিত করে আনবার অপচেষ্টা চলছে—সাহে আছে রাজনীতির অন্যোক্ত সংঘর্ষ ও উদ্যমনা। তবে শক্তি ও সৃষ্টিধর্মী প্রতিভা চলছে —পাশ্চাত্য যা কিছু তাকে অনুকরণ করার বিমূঢ় আগ্রহ চরিতে প্রকাশমান। উচিত যা ইংরেজের তথা আয়ুর্বেদের চর্চা বা অনুশীলনের ক্ষেত্র তৈরী করবার সক্রিয় শক্তি প্রয়োগ করা এক কথা, আর সরকারী সাহায্যে তাদেরই বৈজ্ঞানিক উদ্যমে দিয়ে আয়ুর্বেদের অবক্ষয়ের ক্রমপরিণতি প্রবল করে তোলা আর এক কথা।

পরাধীন ভারতে ছিল ইংরেজ শোষণের স্বাধীনতার পর যেন পরদেশী মনোভাবে বেশী আঘাত। বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার অন্ধ অনুকরণ তাড়নায় ক্রিয়াশীলতুল্য। অন্যান্যদের সাথে ও সমকক্ষতার স্পর্ধা দেখানে অনুপ্রাণিত হতে চলেছে। তাই যেখানে অর্থোপার্জনের সুযোগের আধিক্যের অনুকূলের অনুপ্রাণ ঘটছে। কিন্তু অভাব বা ক্ষিপ্রগতি অনুপাত। জীবন ও আদর্শের সহিত আচরণ ও অর্থোপার্জনের পন্থার সামঞ্জস্য বিধান করতে হবে। আয়ুর্বেদ শুধু চিকিৎসা শাস্ত্র নয়, এবং আছে জীবন-ধারণের আদর্শ অনুসরণ মানুষ বা জাতির আদর্শ-সাফল্যের উপদেশামৃত। কেননা, আয়ুর্বেদ আছে কেবল সুস্থ দেহ নয়, সুস্থ মনে সুস্থ জীবনের অনুসরণে আদর্শ সমাজ গড়বার তাহিত চিকিৎ-সকের। আছে 'উত্তরে' সংস্থে—অভিজ্ঞানের সাথে—মূল্য মোটেরের চালিকে অনুকূলের শুদ্ধি, আরো, শুদ্ধ আকেও বরবাদ করবার সভ্যতা অনুশীলন করতে রাজী নয়। তাই আমার মনে হয়, আয়ুর্বেদের প্রতিষ্ঠা ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা সমান করে তুলবে।

ফুলের বাগানে নানা বর্ণের ফুল থাকে—বিভিন্ন তার সুবাস। চিকিৎসাজগতে বিভিন্ন প্রণালীর চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রত্যেকটিই বৈশিষ্ট্য আছে। আজ যা বিজ্ঞানের পথে সকলেরই প্রত্যেক আছে; বিশেষত আয়ুর্বেদ-বিজ্ঞান প্রাচীনত্বের মোহ সমস্ত নীতিবিহীন। ইহার তোত্তিপাশ্চাত্যের নীতির সহিত ছিল নাই। অবশ্য পঞ্চভিন্নাদে সমস্ত নীতির আলোচনাই আছে কিন্তু আয়ুর্বেদ সরকারী ক্ষেত্রের সরকারী নীতির ক্ষেত্রের অনুকরণ করে কেন নীতির পথে সমস্ত চিকিৎসা-বিজ্ঞানকে চালিত করেছে।

আয়ুর্বেদ অনুসরণের পাত্র নয়, মানব কল্যাণে যোগ বিধানের এর অন্তরে নীতি ও ক্রিয়াশীলতা অন-স্বীকার্য। ইহা বড় আশার কথা যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আয়ুর্বেদ-কলেজটি প্রতিষ্ঠা

করতে অগ্রসর হয়েছে। উপাচার্য ডঃ এস. এন. সেন আয়ুর্বেদ প্রাচীন হলেও চিকিৎসার নবীন ও মূলনীতি—এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও ভাষা ইত্যাদির সহায়তা গ্রহণে এর প্রসার ও বিশুদ্ধ শিক্ষার ব্যবস্থা করতে চেষ্টাশীল। আমরা তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। নিম্ন শিক্ষার মূলতঃ আজ পশ্চিমবঙ্গে কেন, সমগ্র ভারতবর্ষে আয়ুর্বেদশিক্ষার মান ও সঠিকতা বিচ্যুতি ও অবনতির সম্মুখীন হয়ে এসেছে। তাই পঠনতালিকা বিশুদ্ধ আয়ুর্বেদভিত্তি হওয়া দরকার। মেডিসিনে কবিরাজী পড়ান হয়। ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে বিশুদ্ধ ইঞ্জিনীয়ারিং পড়ান হয় কিন্তু আয়ুর্বেদ কলেজে ডাক্তারী মিশ্রিত আয়ুর্বেদ পড়ালে না হয় কবিরাজী, না হয় ডাক্তারী। এই অদ্ভুত ও অবাঞ্ছনীয় অবস্থা হতে আয়ুর্বেদকে রক্ষা করবার সর্বাত্মক চেষ্টা করা প্রয়োজন। তা না হলে আয়ুর্বেদ-চিকিৎসার বৈশিষ্ট্য ও ঐশ্বর্য বৃদ্ধি পেতে পারে না। কেন্দ্রীয় সরকার যে বিশুদ্ধ পঠনতালিকা প্রবর্তন করেছেন এবং আয়ুর্বেদের সামগ্রিক অগ্রগতি ও পরিচালনার জন্য যে বিভিন্নমুখী আয়ুর্বেদ কাউন্সিল গঠিত হওয়ার আয়োজন চলেছে সত্বরে, তা অত্যন্ত আশাপ্রদ। এর সমস্ত সম্প্রসারণের সহানুভূতি ও সক্রিয় সহযোগিতা আমরা কামনা করি।

'আয়ুর্বেদ-ভারতী' কেবলমাত্র ভারতে নয়, ভারতের বাইরে বিদেশে ও সুদূর বিশ্বে ইতিমধ্যে সমাদর লাভ করেছে। ক্যালিফোর্নিয়ার 'আমেরিকান লাইব্রেরী অব মেডিসিন' তাঁর গ্রাহক এবং ইলিনয়, ইউনিভার্সিটি সিরিয়ালস্ ডাইরেক্টরিতে তাঁর অন্তর্ভুক্তি হয়েছে। যারা তাঁর গ্রাহক, অনুগ্রাহক, পাঠক ও সহানুভূতিশীল বন্ধুর সকলকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। যে সেবা ও জ্ঞানবিস্তারের কঠিন ও দুরূহ কর্তব্য আমরা গ্রহণ করেছি তা যেন সকলের আন্তরিকতা ও সহায়তায় জ্ঞানদিগন্তে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে, এই কামনা। বন্দেমাতরম্।

---

ও

## ॥ ঐকতান ॥

ধার্মিক কথাশিল্পী শ্রীঅবনীনাথ মৈত্র

অন্তরের ঐকতানে ভিড়ে যায়
জানার প্রবাহ বাঙ্ময়ী চিরায়ণে—
আলোকিত অণু পরমাণু
আনন্দ অর্জনে এনে দেয়
আঁধারে-আবৃত জীবনে
বিবেক-বলয় :
সুদূরের স্পর্শ, জ্ঞানের আলো
প্রকৃতির ঐকতান।

---

# আয়ুর্বেদীয় পদ্ধতিতে পথ্য-গবেষণা

( ১৩৭৫ বৈশাখ সংখ্যার পরবর্তী অবিচ্ছিন্নাংশ )

আয়ুঃঋতেষু ঋষিকল্প যোগেন্দ্র যোষ কাব্যতীর্থ,
অধ্যাপক, বিশ্বনাথ আয়ুর্বেদ কলেজ, কলিকাতা

গত সংখ্যায় প্রাচীন পথ্য গবেষণার সূত্রকাল-সম্বন্ধীয় আংশিক আলোচনা করা হইয়াছে। এবারে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের পথ্য ও ক্রিয়া গবেষণা-সম্বন্ধী প্রকাশিত হইতেছে।

প্রাচীন যুগের ঔষধ, পথ্য, খাদ্যপ্রস্তুত প্রভৃতি যথাকালে সংগ্রহ করিয়া রাখার ব্যবস্থা, ঔষধের পরীক্ষকেরা বিদ্যমান প্রভৃতি সমস্যার অসদ্ভাব ছিল না। প্রস্তুত ছিল এবং এসব সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা, প্রচেষ্টা এবং উপায়ও প্রয়োজনানুসারে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। তাহার জন্য ব্যবস্থা ছিল আমন্ত্রণ প্রাপ্ত, শুষ্কপক্ক প্রস্তুত, সন্ধানসংবিধানিকত্বপ্রাপ্ত, ক্বাথ, কল্ক, আসব-অরিষ্ট প্রভৃতি প্রস্তুত ক্রিয়া-দ্বারা দ্রব্য ও পথ্যের সারাংশ গ্রহণ এবং ঔষধের মধ্যে আমার কোন্ অংশ দ্রবণীয়, কোন্ অংশ শুষ্কণীয়, কোন্ অংশ 'ছিবড়ে' জাতীয় তাহা বাহির করা, ঔষধের গুণাগুণ নিরূপণ ইত্যাদির ব্যবস্থাও অবশ্যই আধুনিক বিজ্ঞানের অনেক বর্ধিত, পেটেন্ট, প্রোটিন, স্নেহ জাতীয় পদার্থ তৈরী প্রভৃতি প্রকৃতিকালেজে বাহির করা হইত। নামের ও পদ্ধতির কিছু কিছু পরিবর্তন হইয়াছে মাত্র। তাহেই এ সমস্যা কিছু নূতন নয়।

এককালের মত করণা হইতে আলকাতরা, স্পিরিট হইতে ভিটামিন 'ডাবাবিল' তৈরী না হইলেও ভিটামিন ক্রমশ হইতে তিনি প্রস্তুত হইত, খনিজ মৃত্তিকা হইতে স্বর্ণ বাহির করা হইত, বিষ্ণুর হইতে মুক্তা বাহির করা হইত, বায়ুবলা হইতে ঔষধ প্রস্তুত বিধি—শুক্তি, প্রবাল ইত্যাদি বায়ু-মন্ত্রের ভস্ম প্রস্তুতের ব্যবস্থা তখনও ছিল এবং এখনো সেই অবস্থা-পদ্ধতি প্রচলিত আছে। কিভাবে এই সকল দ্রব্য প্রস্তুত হইত প্রাচীন রসশাস্ত্রে তাহার বর্ণনা, পদ্ধতি ও বিধি দেওয়া হইয়াছে।

আধুনিক "অটোক্লেভ" জন্তুর বহু পূর্বে পরীক্ষিগণ ও ঔষধিগণ তাল পাত্রায়, মৃৎপাত্রে, মাটির গর্তে, প্রস্তর ঘরে অগ্নির করিয়া, মোহিত করিয়া রসশালায় রাখিয়া দিতেন এবং তাহা দেখিয়া সেবনের উপযুক্ত শুদ্ধতার ভাবে কালে প্রয়োগ জ্ঞান লাভ করিত।

চরক ও সুশ্রুতের পরবর্তী কালে মহাত্মাগণ-কার ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের গবেষণা-শৈলী আলোচনার পূর্বে তাঁহার সম্বন্ধে একটু পরিচয় আবশ্যক।

বর্তমান সময়ে গ্রন্থকর্তার ভূমিকা ছাড়া যাজ্ঞবল্ক্যের বিস্তৃত ইতিহাস কিছু জানিবার উপায় নাই।

প্রাচীনদিগের কাহারও মতে অগ্নি ও বায়ুর সন্তানরূপে সত্য-প্রেরণায়; আবার মুক্তক এবং কল্পিতে যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির আবির্ভাব। ইহা লইয়া অনেক গ্রন্থ আছে। কিন্তু অনেকে আছেন যাজ্ঞবল্ক্য যে চরক ও সুশ্রুত হইতেও অনেক পরবর্তীকালে

অষ্টাঙ্গহৃদয় সহজ সংস্কৃত ভাষায় সরলভাবে অষ্টাঙ্গ হৃদয় রচনা করিয়াছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

বিশেষ করিয়া চরকের সাবয়বিক ভারতিবিদ্যা-তন্ত্র ও সুশ্রুতের চিকিৎসাঙ্গ ভিন্ন বাগ্ভটের গবেষণার প্রধান উপজীব্য। কাশ্মীরের ইতিহাস রাজতরঙ্গিণীর মতে বাগ্ভট আইনের রচনার পূর্বে-কার লোক। তিনি রসায়ীকৃত কাশ্মীরের অধিপতি জয়াপীড় বিনয়াদিত্যের সমকালীন ছিলেন। বাগ্ভট সিন্ধু প্রদেশীয় বৈদিকাচার-পরায়ণ সিংহগুপ্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন, পরে কোন পণ্ডিত জ্ঞানী বৌদ্ধগুরু বরণ করিয়া বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

দেবেন্দ্র নাথ সেন ও উপেন্দ্র নাথ সেন গুপ্ত লিখিত 'অষ্টাঙ্গহৃদয়ের কৃতিত্বে তাঁহারা এরূপ উল্লেখ করিয়াছেন—"এবং ভিন্ন ভিন্নস্থানে বসবাসি হেতু বাগ্ভট: সিন্ধুদেশবাসী ব্রাহ্মণ: বৈদিকাচার-পরায়ণ আসীৎ পশ্চাৎ তদপি বৌদ্ধাচার্য্য গুরুদেব-মাশ্রিত্য বৌদ্ধধর্ম্মী অভবৎ। কাশ্মীররাজতরঙ্গিণী-মতেনাপি কাশ্মীরপতি জয়াপিড়স্য সমসাময়িক:। ইতি, অষ্টাঙ্গহৃদয়কার:। ইত্যলং পল্লবেন।"

দেবেন্দ্রের চিকিৎসক অধিনীকুমার ব্রাহ্মণ, ইন্দ্র, ভরিবন্ধন প্রভৃতির বিষয় হইতে অগ্নিবেশাদি ঋষিগণ নিজ নামে যে সকল ভিন্ন ভিন্ন আয়ুর্বেদ-তন্ত্রশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন সেই সকল গ্রন্থের সারসঙ্কলন বাগ্ভট কর্তৃক অষ্টাঙ্গহৃদয় নিবন্ধ হইয়াছে।

তাই, অষ্টাঙ্গহৃদয়ের সূত্রস্থানের প্রথম অধ্যায় হইতেই বাগ্ভট। গবেষণা সুরু করা। তিনি চরকের "অগ্নিবেশতন্ত্রস্য কৃৎস্নো বিধিরুপদেশ:" এই রীতিতে অনুসরণ করিয়া এবং অগ্রাধিকার দিয়া শরীর রোগ পদার্থের বা রোগের মূল ত্রিবিধ দোষ-ধাতু-মলকে লইয়া গবেষণা আরম্ভ করেন এবং উপক্রম: ত্রিবিধ বিষাট গ্রন্থ হইতে-সুশ্রুত হইতে মূলতন্ত্র সংগ্রহ করিয়া নিজে অপর একটি বিষাট ও বিপুল গ্রন্থ রচনা করেন। তাহার নাম হেন অষ্টাঙ্গ-হৃদয়। ইহা চরক সুশ্রুত হইতে অপেক্ষাকৃত অনেকটা সহজ সরল সংস্কৃত ভাষায় রচিত।

সূত্রস্থানেই বাগ্ভটের গবেষণা অপূর্বরূপে বর্ণিত হয়। সেজন্যই বাগ্ভটের সূত্রস্থানকে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। বলা হইয়াছে—"ত্রিস্থানে বাগ্ভটো জ্যেষ্ঠ: সূত্রস্থানে বাগ্ভট:।"

## দোষতত্ত্ব

যাহা শরীরকে দূষিত করে তাহাকে দোষ বলা হয়। এই অর্থে আয়ুর্বেদের তিনটি মূল উপাদানকে এক সঙ্গে ত্রিদোষ নামে অভিহিত করা হয়। এই তিনটি মূল উপাদান-পদার্থের নাম বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা বা কফ। ইহারা বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া বা দূষিত হইয়া শরীরে নানাপ্রকার রোগ সৃষ্টি করিয়া থাকে। এই তিনটি পদার্থ—যাহা দ্বারা দেহ ধারিত, যাহা বিশ্বের যাবতীয় পদার্থে বিদ্যমান এবং যাহাদের সাম্যাবস্থা স্বাস্থ্যের হেতু,বৈষম্যাবস্থার প্রধান হেতু-বিশেষে তাহাদের আবার ত্রিবিধত্ব করা হইয়াছে।

দোষ-বায়ু-মলতত্ত্বের অথবা প্রথম বায়ু-পিত্ত-কফ-তত্ত্বে ত্রিদোষতত্ত্ব এক বিরাট বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব। এই ত্রিদোষতত্ত্ব লইয়া আজ হইতে তিন পঞ্চাশ বৎসরের অধিক আধুনিক বিজ্ঞানী, আয়ুর্বেদের বহু বহু পণ্ডিতগণ বহু মৌলিক গবেষণা-মূলক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ত্রিদোষের এক বিকৃত ব্যাখ্যা আয়ুর্বেদে রহিয়াছে যাহার সম্যক্‌জ্ঞান থাকিলে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সময়ের যে কোন প্রকার আধি ব্যাধি হইতে না কেন চিকিৎসকের বিভ্রান্ত হইবার কারণ থাকে না এবং রোগ-নির্ণয়ে কোনই অসুবিধা

হয় না। সেজন্য ত্রিদোষকে প্রথম স্থান দিয়া বলা হইয়াছে দোষ-ধাতু-মলতত্ত্ব। দোষ, ধাতু এবং মল এই তিনটির পৃথকভাবে এক একটি বিভাগ।

## ধাতুতত্ত্ব

রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এই সাতটি মূল পদার্থ লইয়া দেহ গঠিত, তাই ইহাদের বলা হয় সপ্ত ধাতু। সুশ্রুত শুক্র ধাতুর পর ওজসকে আর একটি ধাতুর মধ্যে গণ্য করিয়া অষ্ট ধাতু আখ্যা দিয়াছেন; আপাতদৃষ্টিতে ইহারাই মূল দেহ-ধারক বলিয়া ইহাদের ধাতু বলা হইয়াছে। রক্ত-মাংসে গড়া দেহের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সত্তার ধাতু, শিরা ও স্নায়ুর আণবিক অবস্থান অবশ্যম্ভাবী।

সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হইতে স্থূল দেহের ক্রমবিবর্তনে আয়ুর্বেদ-অন্বেষণের বিশেষ অবদান। বাগ্ভট পূর্ব ঋষিদের এই বিধিটি আয়ত্তে করিয়া ক্রমে সূক্ষ্ম হইতে স্থূলে নামিয়া আসেন এবং দোষ-ধাতু-মলতত্ত্ব আরম্ভ করিয়া তাঁহার অন্বেষণাকে প্রবর্তিত হয়, ব্যাখ্যাত হয়, ক্রমবিবর্তিত হয়।

## মলতত্ত্ব

দেহের অন্তরস্থ ধারণীয় বৈশ্ব অংশের পদার্থের মলাংশকে আয়ুর্বেদে মল আখ্যা অভিহিত করা হইয়াছে। উহার আয়ুর্বেদীয় পারিভাষিক অপর একটি নাম বিট্। উহা অত্যন্ত ব্যাপকার্থক। আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ভাষায় উহার কতকটা পরিচয় দিতে হইলে বলিতে হয় "ওয়েষ্ট প্রোডাক্টস্ অব্ দি নাসেন্ট্ দেল অর মাটারস্"। মল, মূত্র, ঘর্ম, নানাপ্রকার সাধারণ দেহ রস-রক্তাদি হইতে বাহির হইয়া ক্লেদরূপে পরিণত হয়—সেজন্য মলের মধ্যে গণ্য। মল বলিতে কেবল পুরীষকেই বুঝায় না। ত্রিবৃৎ, পদার্থ ও পদাশ্রয়—পদার্থবিজ্ঞানেই একটি সাধারণ একটি অন্যতম অংশ যা অনাবশ্যক বর্জমান। অনাবশ্যক মল সম্বন্ধে যে অপ্রয়োজনীয় তাহা নয়। উহারও একটা প্রয়োজনীয়তা আছে। তবে সপ্ত ধাতুবৎ পুরীষ-মূত্র-ঘর্মাদি শরীরের ক্লেদরূপে বাহির হইয়া যাওয়ায় তাহাকে প্রধানত মল বলা হয়। বাগ্ভট ঋষির বিভাগের দোষ-ধাতু-মলতত্ত্ব বিশ্লেষণ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে তাঁহার অন্বেষণা-শৈলী কতকটা বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি ক্রমে সূক্ষ্ম হইতে স্থূলের দিকে অগ্রসর হইয়াছেন।

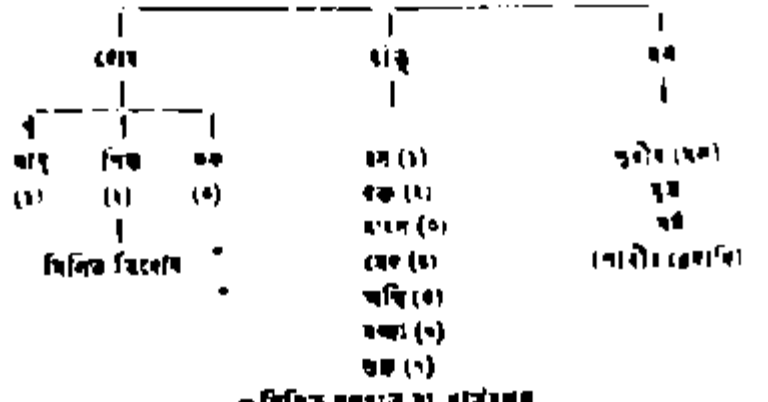

—ত্রিবিধ সপ্তধাতু বা ধাতুসপ্তক

ত্রিদোষ সপ্ত ধাতু বা মাতৃপঞ্চক

দোষ-ধাতু-মলসম্বন্ধে অধিকতর আলোচ্য বিষয় নয়। ত্রিদোষ অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত ও কফ যাবতীয় পদার্থের সত্তার ও বিকৃতির মূল উৎস বলিয়া এই তিনটি মৌলিক উপাদান সংক্ষেপে বলা হইল। উহারা বিশ্বের যাবতীয় পদার্থে বর্তমান। এখনে আলোচ্য বিষয় পথ্যাপথ্যের সুকঠিন পথ্যাপথ্য-অধ্যায়ে ধাতুগুলি সম্বন্ধীয় কিছু বলা যাবে।

সপ্ত ধাতুগণের কথা উল্লেখ করিয়াই বাগ্ভট, চরকের অনুসরণ করিয়া মাতৃপঞ্চকের কথা বলিয়াছেন। সূত্রস্থানের প্রথম অধ্যায়ে উহা প্রায় চরকের অনুরূপ এবং পূর্ব সংখ্যায় সুশ্রুতের মত উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া এখানে আর পুনরাবৃত্তি করা হইল না।

আলোচ্যস্থলের প্রথম অধ্যায়ে আমরা দেখিতে পাই, বাগ্ভটও দ্রব্য, গুণ ও কর্মের অনুদ্দেশ্য করার উচিত।

ত্রিদোষের ক্ষয়, বৃদ্ধি ও সমতার সহজে মূল শ্লোকের—

"বৃদ্ধিঃ সমৈঃ সর্বৈরাঃ বিপরীতৈর্বিপর্যয়ঃ"

এই পঙ্‌ক্তির ব্যাখ্যা করিতে গিয়া অরুণ দত্ত তাঁহার টীকায় বলিয়াছেন—"প্রবয়ো ধাতুকায়ঃ কর্মণীয়ানাঃ" কর্মণীয় পদার্থের অর্থ ধাতুকায়ক অর্থাৎ ধাতুর ধাতু বাড়ায়ক বলিয়া যাহাদিগকে কৃত করিয়া থাকে।

"ধাতাধিক্যা ধাতুকায়া পার্থিবাদ্যাঃ মাতরৌষাঃ ত্রিবিধা ত্রিবিধে"।

এখনে মত হইতে অন্য গ্রন্থের বিধি এবং আরও অনেক প্রকার মাতৃ গ্রন্থের আভাস পাওয়া যাইতেছে, যেমন আট, নয়টা ইত্যাদি। তিনি আরও বলিয়াছেন :—"ত্রৈকল্পেন ত্রয়াণাং প্রেমাণঃ"। ত্রৈকল্প পদার্থ অর্থাৎ তার পদার্থ, যথা—দুগ্ধ-জাতীয় পদার্থ, পায়স দুগ্ধ, মাংসের দুগ্ধ, ঘৃতিকা, দধিকার, মাংসিকার, ঘৃতিকা ইত্যাদি।

এখন যেমন বৈজ্ঞানিকরা খাদ্যের সাহায্যে সম্পর্কে শ্বেতসার, খনিজ, লবণ জাতীয় কার, স্নেহ, খাদ্যপ্রাণ ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া উহাদের একটি একটি পারিভাষিক নাম দিয়াছেন, 'ভ্যাটি', 'সুগার', 'কার্বোহাইড্রেট' প্রভৃতি সেগুলোর বৈজ্ঞানিকগণও ঐরূপ করিতেন। আয়ুর্বেদ অধ্যয়ন অধ্যাপনার আমরা তাহার বহু প্রমাণ পাই। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করিতেছি, যথা—অম্লরস, ক্ষার দ্রব্য, স্নেহ পদার্থ, সার পদার্থ, নির্যাস, ক্বাথের ইত্যাদি।

উহার পরেই আমরা দেখি বাগ্ভটে

"সমলং তোয়মত্যচ্ছমন্তরীক্ষমিতি ত্রিধা"।

সমল জল, তোয়ক্ত জল ও অন্তরীক্ষ জল—এগুলো এই তিন প্রকার জল।

জল

(১) সমল (২) তোয়ক্ত (৩) অন্তরীক্ষ।

পূর্বে যে মৃদুরাদি রসের কথা বলা হইয়াছে উহা ত্রয়োদশী। উহা না থাকিলে রসাদির কোন অস্তিত্ব থাকে না। ঋষি বাগ্ভট উহার অনুশ্লেষের একটি শ্লোকে যে ব্যাপকার্থক শব্দ সংক্ষেপোক্তি করিয়াছেন, অরুণ দত্ত উহার কি সুন্দর ব্যাখ্যা করিয়াছেন দেখুন—

"প্রায় ত্বপ্যনারাভ্যত্রয়ো ত্রয়ঃ যত্র ত্রিপ্রকার-ত্রিত্বাত্ত পরিসমাপ্তি।" উদাহরণ প্রকরণে পরবর্তী ভেষজ ত্রিপ্রকারা ত্রয়ঃ। অনেক প্রকারের ত্রিত্ব, অথবা অনেকত্ব উক্তিলক্ষ্য প্রকারান্তরেণাভিহিতঃ। যং মৃদ্বিত্যাদ্ যেনাদ্য পদমাদি উক্তমনন্ত।"

সমস্ত দ্রব্য বলিতে কি বুঝায় আচার্য সুশ্রুত উদাহরণ দিয়া দেখাইয়াছেন—ত্রিগুণাত্মক দ্রব্যের মূল শ্লোকের অন্বয়ক্রম ঠিক রাখিয়া একটী দ্রব্যের তিনটি বিভিন্ন উদাহরণই তিনি গ্রহণ করিয়াছেন। সমস্ত দ্রব্য কাহাকে বলে? যে সমস্ত দ্রব্য ত্রুটির বা বিকৃত দোষকে প্রশমিত করে তাহাকে সমস্ত দ্রব্য বলে। এই দ্রব্যগুলি কি? যথা—"তৈলম্, ঘৃতম্, মাক্ষিকম্"।

(১) সমস্ত দ্রব্য

তৈল　　ঘৃত　　মধু (ত্রিগুণ জাতীয় পদার্থ)

এখানে তৈল ও ঘৃত উভয়েই স্নেহ জাতীয় পদার্থ হইলেও উহাদের গঠনপ্রণালী রূপ বা আকৃতি পৃথক এবং গুণের ক্ষেত্রবিশেষে পার্থক্য রহিয়াছে এবং প্রস্তুত প্রণালীও উহাদের পৃথক। সেজন্য আচার্য তৈল ও ঘির পৃথক দুইটি বিভাগ করিয়াছেন।

১। "তত্র তৈলম্—স্নেহোক্ত যৌবন যোগাত্মকম্ বাতবিনাশনীয়গুণ সমস্তম্"

তৈলম্—স্নেহ, উক্ত গুণসমূহের সমষ্টিরূপী যাহা বা বায়ু উহার বিনাশ করিয়া যাহা ও যাহাকে প্রশমিত করে।

২। ঘৃতম্—গৌরব, শৈত্য ও মৃদুতা গুণযুক্ত হইয়া ঘৃত পিত্তনাশক হয়। উভয়ই শিরা সায়ুদের স্নেহ পরিপুষ্টি করে।

"সর্পি বাতপিত্ত শৈত্যমার্দবগুণ যোগাত্মকম্ বিনাশনীয়গুণ সমস্তম্।"

৩। "মধুক শ্লৈষ্মিকানাম্ কফমেদোঘ্নমাত্মিনাশনীয় গুণ সমস্তম্।"

মধুর দ্রব্য—কফনাশক কথার গুণযোগে কফ নাশক হয়।

(২) কোপন দ্রব্য

অরুণ দত্ত বলিয়াছেন—"যৎ বাতাদীন্ দোষান্ প্রকোপয়তি বাতুন ঘৃণাদীন্ ধাতুন্ মূত্রাদীন্ মলাংশ্চ কোপয়তি তৎ কোপনম্।"

যে দ্রব্য বায়ু, পিত্ত ও কফ এই ত্রিদোষকে এবং রস, রক্ত, মাংস প্রভৃতি সপ্তধাতুকে ও মূত্র পুরীষাদি মলীয়ভাগকে দূষিত বা দূষিত করে তাহাকে কোপন বলে।

(৩) আবারক দ্রব্য

দোষ বায়ু ও মলাদি নিজ নিজ স্থানে সম্যোবস্থায় অবস্থান করায় যেসমস্ত যে দ্রব্য তাহাই আবারক দ্রব্য। "যত্ত আবারকম্ভবতি তদ্বেদোক্তিকম্।"

আত্রেয়সংহিতার সূত্রস্থানে ৩২ শ্লোকে পথ্য সম্বন্ধীয় প্রথম উল্লেখ দেখিতে পাই। যাপ্যযাপ্যি চিকিৎসা সম্পর্কে আচার্য বলিয়াছেন—

"দেহস্যাবাধকরো যাপ্যঃ পথ্যাভ্যাসাদ্বিপর্যয়ে"

(অ: শ্লোক, চি:)

সাধ্যলক্ষণ অতিক্রান্ত হইয়াছে অথচ রোগীর আয়ু ও বীর্য প্রয়োজনমত পথ্যাদি আহার-বিহার প্রভৃতির দ্বারা রোগকে রোগমুক্ত রাখা অর্থাৎ চিকিৎসার, পরিচিকিৎসার পালন করিয়া সুস্থ সবল-রূপে দিন যাপন করাকে বলা হইয়াছে যাপ্য। চিকিৎসক বলিয়াছেন—

"পথ্যোপচার বিহারে যাপ্য যাপনীয়ঃ, যাপ্যো প্রত্যাখ্যেয়ঃ" ... ...তস্মাদ্বিকারোপচার-বিহার-সেবনাদ্যো পাঃ।

ইহার পরেই আর একটু অগ্রসর হইলে আমরা পাই মূল শ্লোকের এই লাইনটী—"অন্তর্জানায় সরকা বায়বেয় বলাহরা:"

( অষ্টাঙ্গহৃদয়, আয়ুষ্কামীয়াধ্যায়, ৪র্থ শ্লোক )

আর যা যায় পথ্য লবণে জান, ( আর বলিতে এখানে যাবতীয় খাদ্য বা পথ্য বুঝিতে হইবে ) তার সংরক্ষণ, কি উপায়ে তাহাকে পচনশীলতাজনিত বিকৃতি অবস্থা হইতে মুক্ত করিয়া তার সংরক্ষণ করা যায় সে বিষয়ে জান—যাহাকে রসায়নবিজ্ঞান 'প্রিজার্ভেশন্ অব্ ফুডস্' বলে। এসম্বন্ধে প্রত্যেক যাত্রাজান, আয়ুর্বেদ-বিজ্ঞানের নিজস্ব ধারায় গবেষণায় এ সবই আছে। বলাবাহুল্য সেই বিশিষ্ট ধারা অবলম্বন করিয়া তাহার গবেষণা করিয়াছেন।

টীকাকার বলিতেছেন—"ইহা চরক সৌশ্রুত ইতি, একোদ্দিষ্ট:। যেন আয়ুষ্কামীয়ো বিনয়স্থো অনুষ্ঠাতা রোগানুৎপাদনীয়ো ব্রতাধিষ্ঠানীয়ো অন্নরক্ষণবিজ্ঞানীয়ো অন্নরক্ষো ব্যায়ামিকীয়ো ব্রতাধিষ্ঠানীয়ো বলকরীয়ো ইত্যাদি।"

লবণ বিশ্লেষণাদি পরীক্ষানিরীক্ষার পর বহুদিন অভিজ্ঞতা হইলে কিরূপ পথ্য দিতে হইবে সে সম্বন্ধে বাগভট আভাস দিয়েছেন—

"লঙ্ঘনং স্বেদনকালো যবাগূর্ভিক্ষ বলং"

( অষ্টাঙ্গহৃদয়, চি:, ১১ শ্লোক )

টীকা.....ভক্তাদ্যি যাগু: পেয়া: কল্যাদি বিজ্ঞেয়া বলং। লঙ্ঘনাদি ক্রিয়ার পর কাহাকে যবাগু, কাহাকে বিলেপী ক্রম পথ্যাদিরূপে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

অষ্টাঙ্গহৃদয়ের উত্তরস্থানের শেষের আর একটী উদাহরণ দিতেছি।

"লবণানি নিষেবৈতদ্বিধা: বর্জ্যানি বর্জয়েৎ
লঘু: মূলফলাদ্যশী সর্বদুষ্টৈ বিমুচ্যতে।"

( অ-হৃ-৩৭ শ্লোক )

ইহার টীকায় অরুণ দত্ত বলিতেছেন—"তত্র পঞ্চরসলবণস্য তৈলঘৃতক্ষীর পিণ্ড-পিণ্ডাক্ষ ভক্ষণেষু অন্নপানেষু যজ্ঞদানেষ্বাদিষু পবিত্রিতস্য তৈলস্য তত্ত্বিধেষু চতুর্থেষু অহোরাত্রেষু ব্যতীতেষু কর্ম: নিষেবে। যেন তৈলেনাক্ত পুনঃ উদ্বর্তন পুনঃ স্নানেষু ভোজনে বা। অনন্তরমপরাহ্নেঽহ্নোলবণানি যবাগূ শিবিরাণি নিষেবে।" স্নেহপানের পাঁচ ছয় দিন পর স্নেহবস্তি ও লবণবস্তির মূলের হয় যা যাক, যব পচনাদ্য দ্রব্যের যবাগূ প্রস্তুত করিয়া এক পক্ষ কাল প্রধান পথ্যরূপে আহার করিলে ব্যাধিই বলিয়াছেন—সর্বদুষ্টৈ বিমুচ্যতে" অর্থাৎ এই পথ্যটী সর্বপ্রকার দুষ্ট দোষ হইতে ব্যাধিকে মুক্ত করে। এরূপ আরও বহু দৃষ্টান্ত রহিয়াছে।

নিশ্চয়ই বাগভট বিনা পরীক্ষায়, বিনা গবেষণায় আশ্রয়ে ইহা লিখিয়া যান নাই। ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ে বিক্ষিপ্ত আকারে থাকিলেও সমস্তগুলি সুসম্বদ্ধ ও পারিপাট্যরূপে বিশ্লেষণ করিলে বাগভটের গবেষণা-শৈলী এইরূপ দাঁড়ায়—

•

•

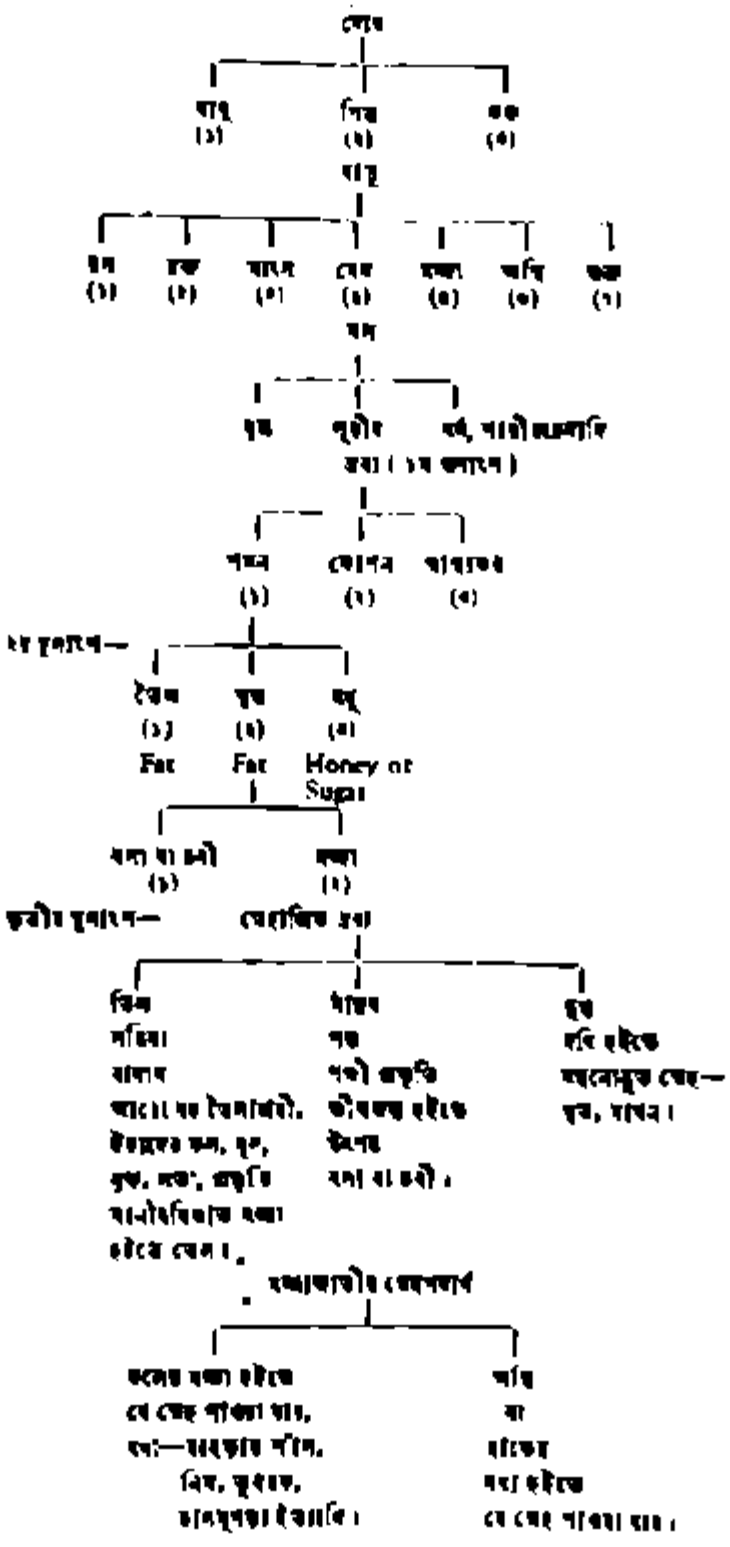
স্নেহ
বায়ু (১)
পিত্ত (২)
কফ (৩)
বায়ু
ঘৃত (১)
তৈল (২)
বসা (৩)
স্নেহ (৪)
মজ্জা (৫)
অস্থি (৬)
ত্বক (৭)
ঘৃত
ঘৃত
দুগ্ধ
দধি, শারীরজলাদি
তৈল (১ম প্রকার)
পদ্মজ
(১)
স্নেহজ (২)
আম্বুজ (৩)
২য় প্রকার—
বৈল্ব (১) Fat
ঘৃত (২) Fat
মধু (৩) Honey or Sugar
বসা বা চর্বী (১)
মজ্জা (২)
তৃতীয় প্রকার— স্নেহাক্ত দ্রব্য
ত্বিদ সম্ভিবা বাসায় থাকে। যে বৈসাদিরী, উদ্ভিদের ফল, মূল, বৃক্ষ, লতা, প্রভৃতি স্থাবরবিভাগ বলা হইতে পারে।
মাংস পক্ষ পক্ষী প্রভৃতি জীবজন্তু হইতে উৎপন্ন বসা বা চর্বী।
দুগ্ধ দধি হইতে অম্বুজাত স্নেহ— ঘৃত, মাখন।
মজ্জাজাতীয় স্নেহপদার্থ
অস্থির মজ্জা হইতে যে স্নেহ পাওয়া যায়, যথা—মস্তকের শাঁস, মিষ, শূকরের চামড়ার চর্বিবি।
অস্থি বা অস্থির মজ্জা হইতে যে স্নেহ পাওয়া যায়।

বাগভটের মতে সুপক্ক কলের মজ্জা হইতে তৈল নিষ্কাশনের একটি নিখুঁত সুন্দর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বর্তমান ছিল। নিম্নলিখিত শ্লোকটি হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। উহার শেষের দুই পংক্তি আমি পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি।

পক্কিম সমুদ্রতীরস্থ দ্রুবক নামক বৃক্ষ-পল্লবের কল বর্ষাকালে সুপরিপক্ক হইলে (এই কল বর্ষাকালেই পাকে) শুষ্ক করিয়া উহার মজ্জা হইতে কিভাবে তেল বাহির করিতে হয়, সে সম্বন্ধে বাগভট বলিতেছেন—

"মজ্জা ফলস্যাভ্যাহৃত্য শোষয়িত্বাঽঽতপে মৃদৌ।
তিলবৎ পীড়য়েদ্ যোগ্যাং তাময়েদ্যা মৃদুজ্বরং
তৈলং সংজায়তে দ্রুবাঃ পক্কোন্মিলিতকল্পয়োঃ
অবস্থাবং করীষে পক্কয়োঃ নিবাপয়েৎ।"

টীকাকার অরুণদত্ত বলিতেছেন—

"দ্রুবস্য মজ্জা দৃষদ্যুপরিতলে পশ্চিম সমুদ্রতটোদ্ভূতা-
দীতীত্যাদিনা বিশেষয়তি তোয়সিক্তে নিকটতরস্থ
প্রতিপাদয়তি।"

তোয়ে দ্রুবস্যো ফলমাংসে সুপক্কানি ফলানি
দৃষ্টানাং।

ফলেভ্যোঽনন্তরং মজ্জা গৃহীত্বা শোষয়িত্বা মৃদু দূষয়িত্বা চ তিলবৎ যোগ্যাং পীড়য়েৎ, মৃদুজ্বরং কারয়েৎ।

শুদ্ধ তৈলং নিক্ষ্য পুনঃ পক্কে তোয়কল্পে ঘাবৎ পক্কং ভবতি তাবৎ নিবাপয়েৎ যন্ত্রপীড়িতস্য প্রতিচ্ছায় মিশ্রীভূতং তৈলং তদ্ধ বিজ্ঞেয়ং নিবাপয়েৎ।"

'যন্ত্র পিড়িতস্য' এই শব্দটির দ্বারা এখানে পাওয়া যাইতেছে যে বাগভটের পূর্বে যন্ত্রের দ্বারা তৈল হইতে তেল এবং ঘৃত নিষ্কাশনের উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছিল। 'তোয়ে ও মৃদুজ্বরং' এই অংশের অর্থ এখানে পাওয়া যাইতেছে। আর একটি বিধি ছিল ঐ জলে ফিরাইয়া অগ্নিতপ্ত করিয়া তাহার জলীয়াংশ শোষণ করিয়া তৈলাংশ বাহির করিয়া লওয়া হইত। এই যন্ত্রগুলির নাম ছিল—'নিষ্পাবন যন্ত্র', 'উদ্ধখলযন্ত্র', পেষণ যন্ত্র, ঘানি ইত্যাদি।

সেকালে এই সকল যন্ত্র পশুশক্তি, মানুষের হস্তচালিত শক্তি দ্বারা পরিচালিত হইত। এখনকালে সেস্থানে বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবহার প্রচলন হইয়াছে। তথাপি এখনও অনেক উচ্চশিক্ষিত আয়ুর্বেদবিদগণ পূর্বোক্ত প্রাচীন বৈজ্ঞানিক অন্বেষণাবলী অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের নিজস্ব অন্বেষণাগারে বা রসশালায় ঔষধ প্রস্তুত করিয়া নব নব ঔষধ আবিষ্কার ও তাঁহাদের চিকিৎসার্থে সাফল্যের সহিত চালাইয়া যাইতেছেন। অন্যান্য নব্য বিজ্ঞানের "হৈমা-হোমো-হৈপাটোমাইসিন" সৃষ্টির নব্য বিজ্ঞানবাদী বৈদ্য, এলোপাথী চিকিৎসার কোন কোন উচ্চ শ্রেণীবাসীর চিকিৎসায় সম্পূর্ণ বোধমুক্ত হইতেছেন। উহা আমরা আমাদের আয়ুর্বেদীয় রসশালাগুলিতে প্রতিদিন প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছি।

কিন্তু আমাদের দেশের রাজনীতির পরিচয়ে অথবা রাষ্ট্রনৈতিক মুখতর দেশকর্মী বিদেশে যাইয়া অবশ্য ইংরাজীতে যা তা আবোল তাবোল বকিয়া আসেন। সে দেশের রাজনীতিবিদ্ উচ্চশিক্ষিত পণ্ডিত ব্যক্তিগণ যখন ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের বিষয় জিজ্ঞাসার ও জানিবার আগ্রহ লইয়া এদেশে আসেন তখন এই সকল ভারতীয় রাজনীতি-বিশারদগণ কোন চক্ষে দেখিয়া মূল্য দেখেন, কোন দেখেন বলিতে পারি না। উহার ফলে এই সকল ব্যক্তিগণ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত, এমন কি, নিজ নিজ মাতৃভাষায় রচিত অপূর্ব স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানযুক্ত আয়ুর্বেদ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছুই পড়াশুনা করেন না এবং কোন

করেন না। অথচ এই শ্রেণীর ব্যক্তিগণই আয়ুর্বেদ কলেজ-হাসপাতালে, বা অপর কোন আয়ুর্বেদীয় গবেষণা-প্রতিষ্ঠানে আয়ুর্বেদ সম্বন্ধে কিছু বলিতে গিয়া মারাত্মকরূপ ভরিয়া বলেন—"ইহা আয়ুর্বেদ ভাল বটে, তবে ইহার বৈজ্ঞানিক গবেষণা হওয়া প্রয়োজন।"

যাহারা বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য টাকা চাওয়া গেল, যাহারা বিজ্ঞানীর মর্যাদা প্রদান করিলেন এবং মর্যাদাদের অনুকূলে দেখাইয়া দর চাপা দেওয়ার চেষ্টা সুরু হইল এবং ইহা চিরকাল চাপা পড়িল। বিষয় বিষবৎ বলেন করিয়া ইহাই চলিয়া আসিতেছে। এদিকে সরকার মুখে আঠারখানা, চিকিৎসকরা ঢালাও ভোলা-প্রলোভনের চিকিৎসা-বিজ্ঞানের কৃত্রিম গবেষণার নামে যে কত কোটী টাকা অপচয় করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই এবং তাহার বেলায় অর্থের অভাবও হয় না।

সিকার, সভাতার মূলে প্রথমির ইন্দো-আমেরিকান ও ভূমধ্যসাগরের রাষ্ট্রেই যেন ভাগীকালের ভার না ভাসাইয়া দিয়াছে। সুতরাং এখনাবস্থায় ভারতীয় নিজস্ব সংস্কৃতি আয়ুর্বেদ-বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রভৃতির কি উন্নতি আশা করা যায়! অবশ্য বিদেশ হইতে ভারতে যাহাদের যে সমৃদ্ধি অনেকাংশে হয় নাই, উহাদের হাতে পড়িয়া বিশ্ব অনেকেই তাহার আশা দেখা দিয়াছে। উহার প্রতিরোধ করা দরকার।

---

বিজ্ঞান বিভাগ

## সুশ্রুত

কবিরাজ শ্রীউমাচরণ ঠাকুর, পঞ্চতীর্থ

সুশ্রুত—প্রাচীন ভারতের চিকিৎসাবিজ্ঞান আলা-আলোচ্য শাস্ত্রের গ্রন্থ, গ্রন্থের গ্রন্থকারের নাম সুশ্রুত। গ্রন্থকারের নামেই গ্রন্থের নাম।

সুপ্রাচীন ভারতে আয়ুর্বেদিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের দুইটী ধারা বা সম্প্রদায়, যাহাচিকিৎসা বিজ্ঞানটি ভারতের সম্প্রদায়ের প্রথা আলা-আলোচ্য ধারাটি সুশ্রুত-সম্প্রদায়ের বলিয়া ভারতের ও বহির্ভারতে বহুকালের প্রসিদ্ধি। বৈদিক সূত্রপাঠে এইরূপ সাম্প্রদায়িক নামের পাওয়া যায় না এবং পৌরাণিক আলোচনাতেও ব্রহ্মা, দক্ষ, অশ্বিনীকুমার, ধন্বন্তরি, বিশ্বামিত্র প্রভৃতিকে আয়ুর্বেদবিদ্ এবং চিকিৎসাগুরু বলা হইয়াছে, কিন্তু তাহারা যে আয়ুর্বেদবিজ্ঞানের এক একটী ধারা-বিজ্ঞানেরই গুরু বা অন্যান্যক ছিলেন এরূপ আলোচনার উল্লেখ নাই, তথাপি বহুকাল হইতে অজ্ঞাত কারণেই আমাদের ধারণা হইয়াছে আয়ুর্বেদের দুইটি সম্প্রদায়। মহাভারত ও বহু পুরাণে জানা যায়, সুশ্রুত নামে দুইজন চিকিৎসক ছিলেন—একজন "দিবোদাসবিদ্", অপর জন "ঋষি-আয়ুর্বেদবিদ্"। আধুনিক প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন, উভয়ে অভিন্ন। পৌরাণিক উপাখ্যানে আরও জানা যায়, কাশীরাজবংশীয় (বর্তমান, বারাণসীর নিকটবর্তী) রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের পুত্র

যুক্তকর্ম বিধানদিলেন তাঁরা যাজুষ ঋত্বিক নামে পরিচিত হইলেন, যাহারা নিজেরা যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেন না। তিনি বেদত্রয়ীর অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন। যুক্তকর্মের সহযোগী ও সহপাঠী ছিলেন ঔদবহের, বৈরভদ্র, ঔরভ্র, পৌষ্কলাবত, সত্যবীর্য, পোষ্পরক্ষিত প্রভৃতি, যথাকালে সকলেই আচার্যপদবি লাভ করেন এবং পরে নিজ নিজ নামে এক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন, কিন্তু সকলের গ্রন্থের অপেক্ষা যুক্তক-প্রবীর গ্রন্থই উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয়—গুরু আশীর্বাদে। সেই হইতে যুক্তকের নামের গ্রন্থই ভারতে প্রাধান্য লাভ করে। সেই যুক্তকের নামে চারখানি গ্রন্থ প্রচলিত হয়, একটি 'যুক্তকসংহিতা', অপরটি 'আরণীয়ক-সংহিতা'। আধুনিক পণ্ডিতগণ বলেন, আরণীয়ক-সংহিতার বিষয়-বিন্যাস দেখিয়া মনে হয় এই সংহিতাটি খৃষ্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দির কোন বৌদ্ধ বৈদ্য রচনা করিয়াছেন। আর ঐ শতকেই প্রাচীন যুক্তকসংহিতাটির প্রতিসংস্কার করা হয়—সেই নবীন যুক্তকসংহিতাটিই এখন লভ্য সংহিতা—তিনি আরণীয়ক রচনা করেন এবং যুক্তকের প্রতি-সংস্কার করেন তিনিই জীবক। বিষ্ণুমিত্রের বাণীপুত্র অথবা যুক্তকপুত্র যুক্তই জীবক, এ প্রসঙ্গের খোঁজ পাওয়া যায় "অগ্রবস্তুক" ও "ভিষক্‌তীয় তন্ত্র" নামক গ্রন্থে। জীবক তক্ষশীলায় অধ্যয়ন করেন এবং তক্ষশীলার সহিত আয়ুর্বেদশাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করেন এবং আয়ুর্বেদের পণ্ডিতমহলে ঘোষণা করেন। যুক্তকসংহিতাটি যে আকারে এখন পাওয়া যায় তাহার রচনা শৈলী "সূত্র ভাষ্য" অর্থাৎ চরকের মত গদ্যসূত্র, শিল্পসূত্র, একটি সূত্র এবং প্রতিসংস্কৃতসূত্র ক্রমেই যুক্তক-সংহিতা রচিত হইয়াছে। গুরু বিশ্বামিত্রের উক্তি গুরুসূত্র, বিশ্বামিত্রের উক্তি শিল্পসূত্র, সম্প্রদায়ের আচার্যের উপদেশ একটি সূত্র (কোন আচার্য বলেন) এবং প্রতিসংস্কারকের সূত্রই চতুর্থসূত্র (অথোবাচ ভগবান্‌···), যুক্তকের প্রসিদ্ধ টীকাকার 'ভল্লন' বলিয়াছেন আমাদের সংহিতা প্রতিসংস্কৃত। ঐতিহাসিকরা বলেন, খৃষ্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতকের আমাদের এবং তাহোপরি শতাব্দির 'ভল্লন', এবিষয় এক ভল্লন দ্বারা পরিচালিত, চরকসংহিতা, সুশ্রুতসংহিতা, মাধব কর প্রভৃতি যুক্তকের প্রসিদ্ধ টীকাকারদের কেহ মনে নি যে, প্রতিসংস্কারক হিসাবে আমাদের যুক্তকে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। তাঁহারা অতিমাত্র সম্মানে চরিত্রই বিদ্বের আমাদের 'আমাদের' বলিয়া থাকে করিয়াছেন। মহাকবি বাণভট্টবিরচিতার কন্যার বলিয়াছেন, আমাদের করিবারের সভা-পণ্ডিত ছিলেন। আধুনিক ঐতিহাসিকরা বলেন, বিক্রমাদিত্যের রাজত্ব কালে আমাদের জন্ম—তক্ষশিলায় বিদ্যালাভ। পরে বৌদ্ধধর্মের অনুরাগী হইয়া অর্থ করেন, তাই মহাযানপন্থিরা 'মহাচার্য' সম্প্রদায়ের। চীনের রাজদূতের 'বৌদ্ধ সংগীতি' আহ্বান করেন। এই সময়েই তিনি 'আমাদের' উপাধি লাভ করেন। সেই-সময়েই করিবারের, তাহা সমাজ দুই জন বিখ্যাত পণ্ডিত ও চিকিৎসকের জ্ঞান লাভ হয়—একজনের উপাধি "চরক", অপর জন "সুশ্রুত"। দুই জনই নবীন চরক ও নবীন সুশ্রুত বলিয়া আখ্যাত হন। নবীন সুশ্রুতের প্রতিসংস্কৃত সুশ্রুত গ্রন্থই অনুবাদের পাশা "সুশ্রুতসংহিতা" তবে তাঁহার পূর্বে যে সুশ্রুতসংহিতা ছিল তাহাকেই খৃষ্টিয়দের 'বৃদ্ধ সুশ্রুত' বলিয়া ভল্লপাণি, বিজয়রক্ষিত, ডল্লন মিশ্রও বিশ্বনাথ প্রভৃতি ভাষ্যকারের টীকা গ্রন্থ-গুলিতে উল্লেখ করিয়াছেন।

সুশ্রুত সংহিতা গ্রন্থটি আয়ুর্বেদের অন্যতম

আয়ুর্বেদ গ্রন্থ হইলেও উহার পাঁচটি স্থানেই গ্রন্থ-বিভক্তি। সূত্রস্থান, নিদানস্থান, শারীরস্থান, চিকিৎসাস্থান ও কল্পস্থান—প্রতিটি স্থানেরই আবার অনেকগুলি অধ্যায়, প্রতিটি অধ্যায়ে বিষয়বস্তুর নির্দেশ। সুশ্রুত সংহিতায় "উত্তরতন্ত্র" নামে একটি পৃথক্ বিভাগ আছে। উত্তরতন্ত্রের বক্তব্যগুলি পূর্বপূর্ব স্থানেরই সারসংক্ষেপ এটি গ্রন্থকারেরই অভিমত, সমগ্র সুশ্রুত সংহিতায় শল্য-চিকিৎসারই প্রাধান্য। শল্য শব্দটি ব্যুৎপত্তিগত, শল্যের একটি অর্থ তীক্ষ্ণ অস্ত্র—দ্বিতীয় অর্থ শরীরে যেসব অপাং অর্থাৎ বায়ু-পিত্ত-কফই প্রাকৃতিক, ঔপসর্গিক ও নৈমিত্তিক কারণে শল্য হয়। তাহারই উপশম-পদ্ধতি, সেই পদ্ধতি শাল্যতৌত্রিক। শল্যতন্ত্রের ঊর্ধ্বে অতি-লৌকিক বস্তুর অস্তিত্ব থাকিলেও প্রাকৃত রোগ-নিদানের ক্ষেত্রে সেই অতিলৌকিক সত্তার সহিত চিকিৎসকের কোন সম্পর্ক নাই। এইটিই সুশ্রুতের প্রতিজ্ঞাবাক্য। সুশ্রুতসংহিতার সহিত চরক-সংহিতার প্রধান পার্থক্য চরকের অতিবস্তু ক্ষেত্রের ঊর্ধ্বে আত্মার স্বরূপ অস্তিত্ব অন্বেষণকরণেই তাহার ক্ষেত্রে প্রবেশ। তাহার পর চতুর্বেদী পুরুষ আসি। তিনটি চিকিৎসক, আর সুশ্রুত বলেন, মন্ত্র কোথায় আত্মার অস্তিত্ব থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু চিকিৎসক আত্মা ও প্রাণের অস্তিত্ব বোঝেন শরীরীর দোষিতে, দোষিতে দুষ্যতা সম্প্রাপ্তিই চিকিৎসকের প্রাথমিক ও প্রধান কর্তব্য। তাহাদের প্রাচীন সুশ্রুত বিশ্বাসটি পরবর্তীকালে দৃষ্টিপূত হয়। অন্ধ বিশ্বোকেটিসের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তিনি তাহাকেই তাঁর পূর্বধারণা বলিয়া স্বীকার করেন। সুশ্রুতসংহিতায় শল্য-চিকিৎসার উপযোগী শস্ত্রাদির অস্ত্রের বর্ণনা আছে। তৃতীয় প্রকারের বেণী শস্ত্রবন্ধনীর (বাণ্ডেজ) উল্লেখ আছে। বাঁশ-কাঠের তৈরী যন্ত্রসমূহের (স্প্লিন্ট) উল্লেখ আছে কয়েক প্রকারের এবং শরীরের এক স্থানের রক্ত তাহিয়া অন্য স্থানে জোড়া দিবার সুন্দর পদ্ধতিরও বর্ণনা করা আছে। শরীরের খুব গভীর স্থানে শল্য উদ্ধারের জন্য এক প্রকার চুম্বকের ব্যবহার, মস্তিষ্কের মধ্যে অস্ত্র প্রবেশ করাইয়া স্থানীয় পীড়া উপশমের জন্য সন্ধানিনী চুর্ণের ব্যবহার, (সজ্জন-গন্ধ করা) গর্ভস্থ সন্তানের রূপ, আকৃতি ও অবস্থান জানিবার পদ্ধতি, তাহাকে বিকলাঙ্গরূপে প্রসব করান এবং নিজের সাংঘাতিক পীড়ার উপশমের জন্য চিকিৎসক কি কি বিষয় অবলম্বন করিবেন তাহার উপদেশ, অস্ত্রচিকিৎসা ও আকস্মিক দুর্ঘটনায় চিকিৎসকের কোন্ কোন্ উপায় অবলম্বন করিতে হয় তাহার বিস্তৃত বর্ণনা সুশ্রুতের প্রতিটি স্থানের শেষের অংশে বর্ণনা করা আছে। চক্ষুর আকৃতি, তাহার ব্যাধি কত প্রকারের হইতে পারে, তাহার উপশমের জন্য কি কি অস্ত্রের প্রয়োজন, রোগীকে কি অবস্থায় বসিয়া চক্ষুর চিকিৎসা সাধন করা যায় সুশ্রুতে তাহার বিস্তৃত বর্ণনা আছে। আধুনিক সার্জারি বিদ্যার যাহারা শ্রেষ্ঠ বা'ক তাহাদেরও বিস্ময় উৎপাদন করে, যে কত প্রাচীন আয়ুর্বেদিক শৌল্যকী বিদ্যায় অভিজ্ঞ, ও উহাদের অস্ত্রাগারে অস্ত্রোপচার, ক্ষত নিরাময়, সূত্র যন্ত্র-সংযোজন (স্কিন্ গ্রাফ্টিং), রক্তির অঙ্গাদির (মুখমণ্ডলের পীড়াদি) প্রভৃতি চুম্বীকরণ প্রভৃতি বিস্ময়কর বিদ্যার চর্চা হইয়াছিল। তাহাদের সুশ্রুতে আরও কয়েকটি শল্য-চিকিৎসার ক্ষেত্রে নির্দেশ পাওয়া যায়—ভ্রূণের ব্যাধির সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম লক্ষণ, ভ্রূণের আকৃতি, ভ্রূণের ক্রিয়া, আকস্মিক দুর্ঘটনায় উহার উপায়াদি।

এই সুশ্রুত সংহিতা গ্রন্থখানির আরও বৈশিষ্ট্য

যে ভারতের প্রাচীন দার্শনিক মতবাদগুলিকে একত্র করিয়া তাহাদের নিজস্বের কোন কোন অংশকে চিকিৎসক তাহার নিজের অভিমত পার্শ্বে রাখিয়া স্বকীয় অভিমতের বৈশিষ্ট্য বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিবেন তাহারই পরিচয়-সূত্র নির্দেশ করিয়াছেন, যেমন পঞ্চমহাভূত, ত্রিদোষবাদ, সপ্তধাতুবাদ, ত্রিমলবাদ, প্রকৃতিবাদ, বাহ্যোপাদানবাদ ও সাংখ্যের প্রকৃতিবাদ, (শারীরস্থানের প্রথম অধ্যায়ে) জীববাদ ইত্যাদি। আয়ুর্বেদের প্রাচীন দুইখানি গ্রন্থ চরক ও সুশ্রুতেই ভারতের পাশ্চিত্য তীক্ষ্ণ তাহারা মনে করেন সুশ্রুতের দার্শনিক মতবাদের আলোচনা নাই, ওটি সাংখ্যের কর্মবাদ, অর্থাৎ প্রকৃতি-পুরুষবাদকেই সুশ্রুত অনুসরণ করিয়াছেন মাত্র। কিন্তু ইহা সত্য নয়। বর্তমান সময়ে যে সাংখ্যীয় টিকার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ঈশ্বরকৃষ্ণের কারিকা পাওয়া যায়, তাহা পুরাতন-টিকাকারদের আমলে ছিল না, তবে মহাবুদ্ধি কপিলের এবং পঞ্চশিখাচার্যের প্রবর্তনসূত্র ছিল যাহার পরিভাষা সূত্রগুলির সহিত সুশ্রুতসংহিতার পরিচয় ছিল। সেই জন্যই এই সংহিতার শারীরস্থানে সাংখ্যের পরিভাষাগুলির উল্লেখ স্থানে স্থানে রহিয়াছে, কিন্তু সাংখ্যের কর্মবাদের অধিকার সুশ্রুতসংহিতায় দৃষ্টিগোচর হয় নাই। একটি বিশেষ স্থলীর সুশ্রুত উল্লেখ করিয়াছেন—"কৃতেকাঃ চি পরম ঘন্যাং বাহ্যি চিন্তা চিকিৎসিতে পক্ষ ঘন্যকৃতেকাঃ অবৌলিাং অবৌলাদি তবহি, যেকাংপক্ষ চিকিৎসা চিন্তা বাহ্যীয়ি, বৈদ্যাবস্থা যেকাং পীড়া নিস্তারয়ি"—সকলের হইতেই প্রাণীর যেন, সেই যেন বিষয়েই চিকিৎসা করা, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা পীড়া দূর হয় না। সাংখ্য বলিয়াছেন, প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগই দুঃখের কারণ। সুশ্রুত হইতে প্রকৃতির বিয়োগ জ্ঞানই দুঃখনিবৃত্তির হেতু। সুশ্রুত বলিয়াছেন, সুখ দুঃখ এক একটি পরিভাষা, মাত্র। সুখ ও দুঃখ বলিয়া উহাদের বিশিষ্ট কোন সূত্র নাই। বিশিষ্ট সূত্র হইতেছে প্রাণীদের প্রাণ। প্রাণের রক্ষাই চিকিৎসাশাস্ত্রের লক্ষ্য। সেই প্রাণের অধিষ্ঠান শোণিতে। শোণিতের অভাব প্রাণের অভাব। সকলের হইতেই যেন সৃষ্ট হয়, শোণিত-প্রাণ তাহাতে রক্ষিত হয়। যেরূপ প্রচুর না হইলে প্রাণের প্রাচুর্য ও রক্ষিত হয় না, প্রাণই জীবন, জীবন বা প্রাণই শোণিত। এই সূত্রটি সাংখ্যে পাওয়া যায় না। সুশ্রুতের এই মতবাদই সুপ্রাচীন চিকিৎসা-দর্শন। এই সংহিতাটির উপর অন্তত যে সময় দুইজন ব্যক্তি করেন "সুশ্রুত শ্লোক কারিকা", সময় সময় দুইজনের কারিকা মুদ্রণের, এবং মুদ্রণের টীকা, সময় দুইজনের সুদীর্ঘ আচার্যের ও শ্লোকবার্তিকার তাহার অতীব সংক্ষিপ্ত টীকা, সময় এলাহাবাদের পরমেশ্বর এবং কাশীর আচার্যের পুত্র চন্দ্রট আচার্যের ও ডেল্লনাচার্যের টীকা (তেরোশত দুইজনের) এবং একাদশ দুইজনের চক্রপাণির টীকার নাম ভানুমতী (বীরভূমের বন্দ্যঘটীয় গ্রামের অধিবাসী), তেরোশত দুইজনের ভল্লন আচার্যের টীকা (এই টীকাটি সময় সময় পাওয়া যায়, ইনি মথুরার নিকটে জাজালা গ্রামের অধিবাসী) সুশ্রুতের বৈশিষ্ট্য এবং প্রাধান্যকে আসন করে। তাহা ছাড়া অধিকন্তু সুশ্রুত আচার্য ধন্বন্তরের ভায় হারাণ চন্দ্রত উনবিংশ দুইজনে সুশ্রুত সংহিতার 'সুশ্রুতার্থ সন্দীপন' নামক একখানি টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। এই সংহিতা সুশ্রুত শুধু ভারতেই নয়, বহির্ভারতেও ইহার প্রাচীনত্ব সর্বাধিক পরিচিত হইয়াছে। এ বিষয়ে যাঁহারা আরও বেশী জানিতে ইচ্ছা করিবেন তাঁহারা ইচ্ছা করিলে লেখকের সহিত

যোগাযোগ করিতে পারেন। এই গ্রন্থগুলি অনুশীলন করিতে :—

(1) Dr. Hoernle—Susruta-Samhita.
(2) Professor Wilson—The Materia Medica of the Hindus.
(3) Dr. P. C. Roy—The History of Hindu Chemistry, vols I & II.
(4) Keith's H. S. L.—p. 511.
(5) A. F. R. Hoernle—Studies in Medicine in Ancient India, Oxford, 1907.
(6) B. N. Seal—Positive Sciences of the Ancient Hindus, Delhi, 1958.
(7) G. N. Mukherjee—History of Indian Medicine, Vols I & III, Calcutta, 1923.
(8) G. N. Mukhopadhyaya—Surgical Instruments of the Hindus, Cal, 1913-14.

# The Principle of Ayurveda—A Synthesis

Ayurvedacharya Bagala Kumar Majumdar, M.A.,
Founder-President—Ayurveda Bijnan Parishad, Calcutta.

## Sources of life

( *Contd. from Magh Number, 1371 B.S.* )

Variety is the sauce of life. Mind cannot remain static in the array of constant changes all around, but becomes a pawn in the hands of nature which goads it in the world of affairs and allurements whether helpful to the growth of the body and mind or destructive to the mental equilibrium and physical equipoise. The flower of the garden is the result of the unity of contents comprising its structure, colour and fragrance, above all, a whole make-up. Man likewise is a composite character made up not only of the tissues in particular proportions but also of the medley of hopes and aspirations, virtue and vice, power and inertia—a checkered soul, to march forward or to lag behind—all tending to realise certain purposeful activities either for self or other self. The highest pinnacle of glorious life and the lowest ebb of hellish existence are running parallel or predominating one at the cost of other in the same crucible of thought and culture or thoughtless and uncultured beastliness. The whirlpool of propensities and tendencies makes or unmakes the greatness and lowliness of his nature

in the vortex of his fulness or wanton vacuum.

Out of the physical is born the mental or the concious or the two coincide or separate in the march of life-force. But a body without conciousness is not immune from decay. So it is the life-force or conciousness, the sine qua non of a grand journey towards fulness or decay when it is no more. A child in embryo like a seed in the core of mother earth growing into a tree, develops under the influence of conciousness of the mother or its latent life-force until at a certain stage of the formation of its body it becomes manifest. The different foods formed out of the five elements ( pancha-bhutas ) are transformed into the tissues, how miraculous it is, through digestion to build up the body of the mother—consequently developing the embryo into the body form with different proportions of the tissues or Dhatus having Tridoshas ( i.e., Vayu, Pitta and Kafa ) as the principles to guide and guard the balance or imbalance as the case may be.

The trend of climate and the nature of food of parents, their constitution and diseases together with their mental condition reflected in the production of the embryo, its character and health predominated either with one or other of the Tridoshas, work to a great extent to form the character of the child – its manhood in course of time though environments have no less influence upon its gradual growth. The outward influence compared with the inner one seems to be greater but the former helps to trigger up the inborn faculties variegated as they are, to channel into different avenues for full realisation. Man has not a single mind but many minds, figuratively speaking, or one mind taking shapes of different colours in connection with different circumstances. He is noble (sattvic), active (rajasik) and indolent ( tamasik ) all at once predominating one or the other in season and out of season, in some persons or generally reflects double qualities or the whole of Triguna, indeed the whole of a composite character. In like manner, the three principles of Vayu ( wind ), Pitta ( bile ) and Kafa ( phlegm ) remain balanced in a healthy body but when diseased there arises imbalance between the three. As a result he becomes a victim of disease. There is another principle called Triyoga comprising of ayoga ( unpractised ), atiyoga ( excess of practice ) and mithya-yoga ( false practice ). This is applicable to all works of life, serving as the sentinel to keep balance in thought, body and speech. The cause of all inequities in life whether in the case of ailments or other factors, is based upon this Triyoga. A man imbibes in him the balance or predominance of one or other of the tridoshas and as such he

becomes naturally a victim of Vayu, Pitta or Kafa or of all three. His character and the mode of attack of diseases are mostly determined by tridoshas or triyogas both in the physical and mental planes or in all spheres of life.

Hence as there is unity of life so there is unity of disorder and its antidotes. But Tridoshas are both Dosha ( blemishes ) when they create disorder in the body but are Dharus ( preserver ) when they preserve the body in balance. But the quantum of tissues in the body varies according to its original formation resulting in some being bony some fleshy, some rickety and so on, according to its proportion of the assimilable power of certain Dhatus and predominance of one or other of the humours. It is a peculiar coincidence beginning in the embryo carrying on as man grows in years and decaying prematurely due to ailments and duly also for aging.

The great science of Ayurveda has inculcated rules and regulations of health and hygiene as also dietetic system describing the various kinds of foods and their properties to be used in different circumstances to lessen the excess or make up the decay of tissues specially in old age or decay due to protracted illness. The process of growth and decay runs parallel throughout life in different proportions but growth predominates in younger age or upto the middle age as decay in old age. The fundamental rule of hygiene is to conduct the system in such a way as to keep it secure from the untoward effects of seasonal discrimination as also to keep the power of digestion in tact to make up for the constant loss due to wear and tear of the body and various other factors both internal and external with food suitable for particular conditions of health. So rules of health for seasons, daily and nightly habits are not based upon any artificiality but are meant to adjust the body with the natural order of ideal health and to increase its resisting power to counteract attacks of diseases whatever may be the utility of vaccines and antibiotics. The special achievement of Ayurveda, barring its wonderful contributions to the science of treatment, is its elaborate and effective description of rules and methods of health, food and habits, life and longevity etc., to keep at bay attacks of diseases and to enjoy a long and healthy life with increasing resisting power, ideal equilibrium, equity and morale of a high moral and social order.

To be continued...

## সুক্তিরত্নমালা

প্রাণাচার্য

ধীরস্তৈলৈরভ্যঙ্গং মূর্ধি তৈলং বিবর্জয়েৎ।
নিষ্ঠুরং কুপলৈঃ সার্ধং পাষাণাস্তর্ঘৃষ্টিকঃ॥

অষ্টাঙ্গ—সূ—৩—২২

ধীমান ব্যক্তি তৈলের দ্বারা সর্বশরীরে ও মস্তকে মর্দন এবং কুপল লোকের সহিত হস্তপদাদি চালনা বা ব্যায়াম করিবে।

ন বেগান্ ধারয়েদ্ধীমান্ জাতান্ কৃত্রিমকৃত্রিমান্:
ন ক্ষেত্রেণো ন বাতস্য ন ঘর্মাঃ অক্ষয়োর্নিধৌ॥
নোন্মাদস্য ন জৃম্ভায়া ন বেগান্ ক্ষুৎপিপাসয়োঃ
ন বান্তস্য ন নিদ্রায়া নিশ্বাসস্য শ্রমেণ চ॥

চ—সূ—৭—২

ধীমান ব্যক্তি মূত্র, পুরীষ, শুক্র, অধোবায়ু, বমি, হাঁচি, উদ্গার, হাইতোলা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্ষেত্রের জল, ঘুম অথবা শ্রমজন্য নিশ্বাসের বেগ ধারণ করিবেন না।

ইমাঃ তু ধারয়ে বেগান্ হিতৈষী প্রেত্য চেহ চ।
সাহসানামশস্তানাং মনোবাক্কায় কর্মণাম্।
লোভ শোকভয় ক্রোধমান বেগান্ বিধারয়েৎ।

চ—সূ—৭—২৩

যিনি ইহ ও পরলোকে কল্যাণ ইচ্ছা করেন, তিনি এই সকল বেগ ধারণ করিবেন, যথা—অনুচিত সাহসের বেগ, মনোবেগ, বাক্‌বেগ, কর্মবেগ, আর লোভ, শোক, ভীতি, ক্রোধ ও অভিমানের বেগ ধারণ করিবেন।

ব্যায়ামঃ কর্মসামর্থ্যঃ স্থৈর্যঃ ক্লেশসহিষ্ণুতা।
রোগক্ষয়োঽগ্নিবৃদ্ধিশ্চ ব্যায়ামাদুপজায়তে॥

ব্যায়াম হইতে দেহের লঘুতা, কর্মসামর্থ্য, দৃঢ়তা, কষ্টসহিষ্ণুতা (যাহা দ্বারা কঠিন শক্তি, বিশেষের জন্য। বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মের হ্রাস) এবং অগ্নিবৃদ্ধি (পরিপাক শক্তির বৃদ্ধি) হয়।

শ্রমঃ ক্লমঃ ক্ষয়স্তৃষ্ণা রক্তপিত্তং প্রতামকঃ।
অতিব্যায়ামতঃ কাসো জ্বরশ্চাপ্যতিবর্ততে॥

অতিব্যায়াম দ্বারা শ্রান্তি, ক্লান্তি, ক্ষয়, তৃষ্ণা, রক্তপিত্ত, প্রতামক রোগ, কাস, জ্বর ও বমি হয়।

## বিচিত্র প্রসঙ্গ

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রিসভার আয়ুর্বেদ-পাঠ্যক্রম ব্যাপারে প্রায় সমস্ত রাজ্যে গৃহীত হইয়াছে কিন্তু দুঃখের বিষয়, পশ্চিমবঙ্গ আয়ুর্বেদ পরিষদ তাহা গ্রহণ করেন নাই। এই পঞ্চাশ বৎসরেও শিক্ষাপাঠ্য-তালিকায় বিষয়ের ফল রাজ্যের অনুরূপ হইল না, ইহা আশ্চর্যের বিষয়। আয়ুর্বেদে গভীর জ্ঞান ও ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা লোপ পাইতেছে। অতএব তাহারা এক নয় একোপাধি যদি পূর্বতন পাঠ্য-তালিকা যদির আকারে গ্রহণ করুন, আর নয় কেন্দ্রীয় আয়ুর্বেদ—পাঠ্যক্রম যথাযথ বা অল্পবিস্তর পরিবর্তন করিয়া গ্রহণ করুন। সরকার ও পরিষদ-কর্তৃপক্ষকে এই বিষয়ে অবহিত হইতে অনুরোধ করিতেছি।

পূর্বতন উপদেষ্টা মণ্ডলীর অবসর গ্রহণের পর শুনিতেছি পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক আয়ুর্বেদের জন্য একজন স্পেশাল অফিসার এবং বাঙ্গিনী ভবন আয়ুর্বেদ কলেজের জন্য নূতন অবাক নিযুক্ত হইবে। শুনিতে মাহিনার এই সব নিযুক্তিই বড় কথা নয়। আসল কথা হইল, কলেজ হইতে ডাক্তারী শিক্ষা এবং আয়ুর্বেদীয় হাসপাতালে ডাক্তারী চিকিৎসা বন্ধ করিতে হইবে। উহার জন্য আয়ুর্বেদে সর্বাঙ্গীণ জ্ঞান লাভ করিবার পথ প্রশস্ত করা দরকার—প্রচুর অর্থ সাহায্যও প্রয়োজন; আর ডাক্তারী কিছু শিখিতে হইলে তাহাকে আয়ুর্বেদের পরিভাষা ও বিজ্ঞানসম্মত করিয়া শিক্ষা দিতে হইবে। সরকার, পরিষদ ও কলেজকর্তৃপক্ষ কি এই বিষয়ে সচেষ্ট হইবেন? তবে আয়ুর্বেদ রক্ষা পাইবে; নচেৎ যে তিমিরে সেই তিমিরেই আয়ুর্বেদের অবলুপ্তি ডাকিয়া আনা হইবে।

——

# স্বস্থবৃত্ত

বৈদ্যশাস্ত্রী কবিরাজ শ্রীঅমলা চরণ সেন,
ভিষগাচার্য্য কবিরাজ, সুলাম্বিটেকেট—আয়ুর্বেদ বৈদ্যশাস্ত্রপীঠ, কলিকাতা।

স্বস্থবৃত্তের কথা বলিতে হইলে 'স্বস্থ' ও 'বৃত্ত' এই দুইটী পদের অর্থ যে ঋষি আয়ুর্বেদের অধি সভায় করিয়াছেন তাহা চিন্তা করিলেও মন আনন্দে আকুল হয়। 'স্বস্থ' পদের ব্যাখ্যায় সুশ্রুত বলিয়াছেন—

সমদোষঃ সমাগ্নিশ্চ সমধাতুমলক্রিয়ঃ।
প্রসন্নাত্মেন্দ্রিয়মনাঃ স্বস্থ ইত্যভিধীয়তে॥

অর্থাৎ যাহার দোষ সাম্যভাবপূর্ণভাবে দেহাভ্যন্তরে সমস্ত আহারে বা স্থানে বিদ্যমান, আহার হইতে রসরক্ত উৎপাদনে ও অন্নরূপে যথাযথভাবে সক্রিয় এবং যাহার মোহক্রিয়া ও মলক্রিয়া যথাযথভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং যাহার আত্মা ইন্দ্রিয় ও মন প্রসন্ন তিনিই স্বস্থ। অত্র কথায় এই কথা কয়টীর তাৎপর্যগত সমস্ত ব্যাপারটী অনুধাবন করায় অর্থ হইল সমস্ত আহারের সমস্ত রস এবং এই রসকে করার অর্থ হইল দেহ কলাপ্রত্যঙ্গে যাবতীয় অংশের সন্নিবেশ। সংক্ষিপ্তভাবে এই কথা কয়টীর অন্তর্নিহিত তত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি :

ধাতু—আয়ুর্বেদে ধাতু একটী এমন ব্যাপকভাবে প্রচলিত হইয়াছে এবং আয়ুর্বেদের যাহা এই ধাতুসমূহের অর্থ না জানিলে কিছুই জানে নাই বলিয়া বুঝিতে হইবে। সংক্ষিপ্ত ভাষায় আয়ুর্বেদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—'ধারণাদ্ধাতবঃ' অথবা যাহা ধারণ বা রক্ষা করে তাহাই ধাতু। ধাতুর ধারণ ব্যাপারে চরক বলিয়াছেন 'একধাতুকঃ' পুরুষ অর্থাৎ ধাতু অর্থে দেহের কোন আত্মা, আবার 'ষড় ধাতুকঃ' পুরুষ অর্থাৎ পঞ্চ মহাভূত ও চৈতন্য বা চেতন আত্মা এই ছয়ের সমবায়ে পুরুষ, আবার 'চতুর্বিংশতিকঃ ধাতুপুরুষঃ' অর্থাৎ সাংখ্যদর্শনে যে চতুর্বিংশতি তত্ত্বের সমাবেশ আছে অর্থাৎ মহাভূত - ক্ষিতি, জল, তেজ মরুৎ ও ব্যোম, অহঙ্কার, বুদ্ধি, অব্যক্ত, পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচ কর্মেন্দ্রিয় ও মন এবং পাঁচটী ইন্দ্রিয়ার্থ অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ রূপ, রস ও গন্ধ এই আট প্রকৃতি ও ষোল বিকৃতি মিলিয়া ২৪টী ধাতু। সুশ্রুত ইহার সহিত পুরুষ তেরজ আত্মার সমবায়ে ২৫টী করিয়াছেন। এই সার্বদৈহিক ব্যাপার যে কেবলমাত্র বুঝান যাইবে না তাহা আয়ুর্বেদের ঋষি সমাজ বুঝিয়াই ধাতুকে আয়ুর্বেদের ভাষায় বুঝাইবার জন্য বলিয়াছেন —

নহ্যতে দেহকলাদি র লিঙ্গাং র ৬ মাত্রয়ং
দোষিতয়াপি যা বিদ্যাং দেহ চৈতন্য ধারণাৎ।

অর্থাৎ দেহধারণে বায়ু, পিত্ত, কফ ও দোষিত বলিয়া যাহা ধরা হয় বা রক্ষা করা হয়; সুতরাং দর্শনশাস্ত্রের পঞ্চমহাভূতকে ত্রিদোষের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিয়া বায়ু, পিত্ত, কফ ও দোষিতকে ধাতুপর্যায়ে আনা হইল। আবার দোষিতকে ধাতুপর্যায়ে আনার অর্থ হইল রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এই সাতটী পরিণামী ধাতুকেও ধাতুসংজ্ঞা দেওয়া হইল। সুতরাং সুশ্রুত ধাতু অর্থে বায়ু পিত্ত কফ এই ত্রিদোষ ও রস রক্ত মাংস মেদ অস্থি মজ্জা ও শুক্রকে ধাতু বলিয়াছেন। দর্শনশাস্ত্রে দেহের যাবতীয় অন্ন-

প্রত্যক্ষ সূত্রের এই বায়ু, পিত্ত, কফ ও শোণিত ও তাহাদের পরিণামফলরূপ যে রস ও ক্ষেত্রের সৃষ্টি তাহাতে বিভিন্ন বায়ু ও রসের সমবায়ে ক্ষেত্রে শিরা, স্নায়ু, ফুসফুস, হৃদয় প্রভৃতি বিভাগে মানুষের সৃষ্টির অন্তরালে সৃষ্টি হয় তাহার পরিচয় দিয়াছেন। সুতরাং বায়ু, পিত্ত, কফ ও শোণিতের পরিণামীরূপে যাবতীয় ক্ষেত্রে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির সৃষ্টি; এই পরিণামী রূপকে বুঝিতে দর্শনশাস্ত্রের দৃষ্টি দিয়া না দেখিলে বুঝিবার উপায় নাই। বিশ্ব ব্রহ্মের মধ্যে সকল ব্রহ্মের অনুভূতি আর সেই সকলের মধ্যে আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথীর সৃষ্টির মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জগতের সৃষ্টি যেমনি একই নিয়মে তেমন জীবের মধ্যে সকল ক্ষেত্রের সৃষ্টিতে রস হইতে রক্ত, রক্ত হইতে মাংস, মাংস হইতে মেদ, মেদ হইতে অস্থি, অস্থি হইতে মজ্জা ও মজ্জা হইতে শুক্রের যে প্রথম উৎপত্তি ইহার প্রত্যক্ষ পরিচয় অঙ্গবিজ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়। বায়ু যাহা ত্রিদোষরূপে বায়ু, পিত্ত, কফ অথবা সপ্তধাতুরূপে রস-রক্ত-মাংস-মেদ-অস্থি-মজ্জা-শুক্র ইহাদের প্রত্যক্ষ বিজ্ঞানের আওতায় আনিতে চেষ্টা করিলে হয়ত হতাশ হইতে, অথবা অতিবাদের নিন্দা আসিয়া পথ আগলে দাঁড়াইত না।

এই বায়ুর সমতা হওয়ার কথায় সমধাতুর কথা বলা হইয়াছে। ক্ষেত্রের সহজ বলের বায়ুবর্দ্ধক বিভিন্ন মাসের বালক, প্রসূত সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতে বৃদ্ধবয়সের যে পৃথক পৃথক বায়ুর সমতা তাহাদের যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি সৃষ্টি স্বাভাবিকভাবে অহরহ সম্পাদিত হয়, তাহাতে বায়ুর সমতা রক্ষা না করিলে রোগ সৃষ্টি হইবেই। সুতরাং সুস্থের লক্ষণ বর্ণনায় সমধাতুর কথা বলা হইয়াছে এই বায়ুসমূহের যথাযথ ক্রিয়াতত্ত্ব বর্ণনা আয়ুর্বেদে শারীরক্রিয়ার বিষয়ীভূত।

অগ্নি—অগ্নি বলিতে আমরা যে অর্থ বুঝি আয়ুর্বেদে অগ্নি বলিতে তাহা বুঝিলে চলিবে না আয়ুর্বেদে তেরোপ্রকার প্রকারে অগ্নির উল্লেখ করা হইয়াছে—পাঁচটী ভূতাগ্নি সাতটী ধাত্বগ্নি এবং এক জঠরাগ্নি বা কোষ্ঠাগ্নি এই ১৩ প্রকার অগ্নির যে বিশিষ্ট ক্রিয়া আছে তাহা না বুঝিলে আয়ুর্বেদের অগ্নিতত্ত্বকে কিছুই বুঝা যাইবে না। যেহেতুতত্ত্বে আমরা যে অগ্নিক্রিয়া চলিতেছে তাহা এই তের প্রকার অগ্নির বিভিন্ন প্রকার ক্রিয়া। পাঁচটী ভূতাগ্নি অর্থাৎ ক্ষেত্রের অন্তরালে যে পঞ্চমহাভূত তাহা বায়ু পিত্ত ও কফ - বায়ু ও আকাশ বায়ুতে বায়ু, ক্ষেত্র পিত্ত, বিভিন্ন ও জলমহাভূত শ্লেষ্মা বা কফ সুতরাং পাঁচটী ভূতাগ্নি বলিতে বায়ুসহ অগ্নি,পিত্তসহ অগ্নি ও কফসহ অগ্নি—এই বায়ু-পিত্ত-কফসহ অগ্নি কোষ্ঠাগ্নিতে খাদ্য পদার্থের রসকে অহরহ প্রসাদ ও কিট্ট বা মলে পরিণত করিয়া ক্ষেত্রের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যেমন পোষণ করিতেছে তেমনি রস অংশ বিভিন্ন স্রোত পথে নির্গমনের সহায়ক হইতেছে—এই প্রসাদ ও কিট্ট, বায়ু ও রস সকলই আয়ুর্বেদে অভিহিত হয়। সুতরাং অগ্নির কার্য হইতেছে প্রত্যেক দোষ হইতে বায়ু ও রসের পরিপক্বীকরণ, আবার রস-রক্তাদি যে বায়ুর অধিকার সৃষ্টি বা পুষ্টি হয় তাহাতে বায়ু হইতে বায়ুতত্ত্বে পরিণতির জন্য অগ্নির প্রয়োজন হইতেছে। এই কার্যে যে পৃথক অগ্নির ক্রিয়া তাহা না বুঝিলে চলিবে না। অন্ন জলের অগ্নির স্বরূপ আমরা যেমন দেখিয়া থাকি ক্ষুদ্র ক্ষেত্রেও তেমনি স্বরূপে অগ্নির অবস্থিতি হইতেছে। ইহাদের সমতা রক্ষাদ্বারা যে পক্বতা নিষ্পন্ন হয় তাহাই সুস্থের

বলিয়াছেন। এই অস্থিত্বয় আলোড়ন করিয়া আয়ুর্বেদের চিকিৎসার মূলসূত্র সন্ধান করা যায়। বেরাস্থি সহিত আর্দ্রতার অস্থির মূলনাড় চরক বলিয়াছেন বেহের অনুবাত অস্থি বৃহৎ মোহর প্রভৃতি দ্বারা যথোচিতভাবে সন্ধু হয় হইলে কালক্রমে তাহা প্রবলাকার ধারণ করিবার পরে তাহাদের বৃহৎ কাঠামি দ্বারা পুনঃ সঞ্জীবিত হাসা যায় বেরাস্থির অনুরূপ-ভাবে নিষ্পাপিতস্থান হইলে ঔষধ সম্বাহিত দ্বারা অনুরূপভাবে দেহের পুষ্টি বিধান করা যায়। সুতরাং অস্থিত্বই আয়ুর্বেদ-চিকিৎসার অন্যতম সূত্র। দেহের পুষ্টতা বিধানে এই সম্বাহির তাৎপর্যকে বিশেষভাবে বুঝিবার প্রয়োজন আছে।

ধাতু-মলক্রিয়া —দেহের যেসব যে ক্রিয়া দ্বারা দেহের পুষ্টি বা ক্ষয় হয় তাহার পশ্চাতে থাকে এই ধাতু-মলক্রিয়া। তাহাদের যথাযথ সমতা বিধান না হইলেই দেহে রোগের সৃষ্টি। রোগের সৃষ্টির পশ্চাতে থাকে মলের সঞ্চয় বা মলদূষিত বিকৃত ক্রিয়ার অভিনিবেশের প্রকাশ। এই মলের যে সমতাই স্থূলরূপে অবস্থিতি করিবে এমন নহে উহার সূক্ষ্মরূপে যেমন অবস্থিতি থাকে তেমনি উহার বিকৃতি ক্রিয়ারূপেও উপস্থিত থাকে। কারণ আয়ুর্বেদে মল শব্দটীর যথাযথ অর্থ না বুঝিলে আয়ুর্বেদকেও হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে না। আমরা কেবল মল অর্থে পুরীষ মূত্র ও ঘর্ম যেন না বুঝি - আয়ুর্বেদে উহার ব্যাপক অর্থ রহিয়াছে। কারণ সুশ্রুত সাহীর স্থানে—'মলো দোষাঃ', 'মলো ধাতবঃ' বলিয়াছেন— এই ত্রিদোষ অর্থে বায়ু পিত্ত কফ। আবার তাহারা বিভিন্ন আশয় পোষণ কালে ধাতু ও মলে পরিণতি লাভ করিলে বায়ু পিত্ত কফ তখন আবার ত্রাহাদের মলও থাকে সুতরাং বায়ু মল, পিত্তমল ও কফমল—এই তিন মল ঘটে। তাহাড়া বাতপিত্ত শ্লেষ্মাকফকালে বায়ু হইতে ধাতুতে পরিণতির সময়েও মলের কথা চিন্তা করিতে হইবে। প্রত্যেক ধাতুর পরিণতির সময়ে এক এক প্রকারে মলের সৃষ্টি চরক সুশ্রুত উভয়ে এই ভাবে মলের বর্ণনা দিয়াছেন— স্বেদ, নখ, রোম, নেত্রবিট্, ঘ্রাণের শ্লেষ্মা মল পর্যায়ে আসা হইয়াছে। সুতরাং মলের সমতা বলা যে সুস্থতা রক্ষার প্রয়োজনে অপরিহার্য এবং তাহার কোন স্থানে অধিক সঞ্চয় না হয় তাহার ব্যবস্থা ও কম প্রয়োজন নয়। তা ছাড়া বায়ুজনী সূক্ষ্ম মল যাহা চক্ষুর অদৃশ্যভাবে শ্রম ক্লেদ নাশ করিতে পারে তাহাকে মলরূপে বুঝিয়া বায়ুর সমতাবিধানের এই ধাতু মলক্রিয়ার পর্যালোচনা। আমরা ব্রাহ্মণসমাজ ও বহুদিন শুনিয়া আসিতেছি আয়ুর্বেদে তাহার উল্লেখ নাই, আয়ুর্বেদের ঋষি সে-সম্বন্ধে কোন জ্ঞান ছিল না— এ কথা যেন বুঝিতে বা বলিতে না শিখি। বায়ুজনী মল শিরাপ্রবাহ পথে পোষিতমল আকর্ষণ করিবার কালে যে এই রোগ সৃষ্টি করে উহা বায়ুজনী মলের ক্রিয়া উহা আয়ুর্বেদ সৃষ্টির বহির্ভূত নহে। আয়ুর্বেদে শিরাপ্রবাহ (Circulatory system) যে অবয়ব সূক্ষ্ম বায়ু-শিরা-জাল বর্ণন করিয়াছে তাহা বিভিন্ন আশয়ে ধাতু-মলক্রিয়ার সামঞ্জস্য রক্ষা না করিলে অর্থাৎ বায়ু দ্বারা পোষণ ও মলের নির্গমন স্বাভাবিক না হইলেই যে কোন আশয়কে আশ্রয় করিয়া যেমন রোগ সৃষ্টি করিতে পারে তেমনি মৃত্যু ঘটাইতে পারে। এই জন্যই আয়ুর্বেদ বিধানে বলা হইয়াছে—

"সর্বেষামেব রোগানাং নিদানং কুপিতাঃ মলাঃ"

কুপিত মলই যাবতীয় রোগের কারণ সুতরাং ধাতু-মলক্রিয়ার সামঞ্জস্য রক্ষা না করিতে পারিলে কখনও সুস্থ থাকা যাইবে না। এক 'বাত' শব্দের ব্যাখ্যায় বৈশদ্যাধিক্য অবস্থা আসিয়াছে। তবে

আমার একটী সংক্ষিপ্ত ভূমিকা হইয়া থাকিবে। আর এই স্বল্প সময়ের মধ্যে যে কত বা আমার বা আমাদিগের কি ভাবে কতটা প্রয়োজন তাহাই হইল বক্তব্য। ইহার বাকিটুকু বলার ইচ্ছাটুকু রহিল। ইহার আরও সময়োপযোগী একটী দিক আছে তাহাকে জনস্বাস্থ্য বা Public Health & Hygiene; আর তাহারও সমাজগত স্বাস্থ্য রক্ষার (Social Hygiene) একটী দিক আছে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় হইয়া পড়িতেছে। কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বস্তুতন্ত্রের এই বিভিন্ন বিভাগগুলিকে আয়ুর্বেদের মূল সূত্রের সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া বিশ্লেষণ করিতে হইবে সংক্ষিপ্তভাবে তাহার পরিচয় কিছু এখানে দিব। (ক্রমশ)

---

# খাদ্যরসের দেহে বিস্তৃতি

কবিরাজ শ্রীনরেন্দ্র চন্দ্র আচার্য্য, সাগরদীঘি

যায়া কি?

যে সকল দ্রব্য আহার করিলে আমাদের শরীরের অনুপুরণ, পুষ্টি ও বৃদ্ধিসাধন, তাপ ও শক্তি উৎপাদন এবং রোগ প্রতিষেধক, শক্তিবর্দ্ধন প্রভৃতি কার্য্যের সহায়তা করে তাহাই খাদ্য। পৃথিবীতে যতপ্রকার খাদ্যদ্রব্য আছে সেগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় প্রায় প্রত্যেক দ্রব্যেরই এক বা কয়েক বিশেষ রস বা শক্তি বা প্রভাব এই পাঁচ প্রকার পদার্থ আছে। সুশ্রুত সংহিতায় ইহা আছে:

প্রাণিনামন্নমাহারো রস বীর্য্যোপপাদকঃ। রসাঃ পুনর্মধুরাম্ললবণকটুতিক্তকষায়াঃ বিবিধাঃ দ্রব্যেষু ভূয়ান্ত; তাসাং দ্রব্যস্বরূপবিজ্ঞানং রসপ্রধানত্বাৎ বীর্য্যতঃ ইতি। তাসাং মধুরো রসঃ পৃথ্বপ্তেজোধিকঃ। পুনর্মধুরো রসঃ প্রভাবতঃ অধিকতর বীর্য্যতঃ। অম্লপাকবিদ্যা রসতঃ ইতি।

অম্লরসঃ বহ্নিং চক্ষুষ্যং রসনস্যৌদ্গারিকোদ্দীপনঃ। তত্র পঞ্চভূতাত্মকত্বাৎ রসানাম্। তত্র মধুর-মধুরাম্ললবণাঃ বায়ুপিত্তং শময়ন্তি কফমভিবর্দ্ধয়ন্তি। তিক্তকষায়কটুকাঃ কফং শময়ন্তি বায়ুং পিত্তঞ্চ প্রকোপয়ন্তি।

উক্ত স্বাস্থ্যোপযোগী পঞ্চপুষ্পকলমূল জনবিন্যাস বর্ণনাদেরো প্রয়োজনবশতো অত্রবেদ্যাবতারণমবশ্যম্। কবিরাজ:।

## আহার রসাদি কথা

জীবদেহের আহারই প্রাণরক্ষার একমাত্র মূল এবং আহারের মধ্যে, ধান্য ও গোধূমের প্রধান স্থান। এই আহারদ্রব্য মধুর, অম্ল, লবণ, কটু, তিক্ত ও কষায় এই ছয় রসের অধীন এবং পদার্থসমূহ ঠিক অনুরূপ রসের আধার। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত অনুরূপরস যুক্ত দ্রব্যসমূহকেই আহার করিয়া অবস্থান করে এবং ঠিক দ্রব্যসমূহের ন্যায় রস হইয়া থাকে।

রসের শব্দের প্রকৃত অর্থ—যে সকল গাত্র রস হইয়া পরে জীবিত থাকে, কিন্তু এখানে প্রকৃতির রসবাচক শব্দদ্বারা স্বাস্থ্যের রক্ষণ যাবতীয়

পদার্থকে বুঝাইয়াছেন। এই ওষধি আবার ৪ প্রকারঃ। যথা—বনস্পতি, বৃক্ষ, বীরুধ ও ওষধি। ইহাদের লক্ষণ যথাক্রমে :

১। বনস্পতি—যে সকল বৃক্ষের পুষ্প হয় না, কেবলমাত্র ফল হয় তাহাদিগকে বনস্পতি বলে, যেমন বট, অশ্বত্থ প্রভৃতি।

২। বৃক্ষ—যে সকল বৃক্ষের পুষ্প হইয়া তাহা হইতে ফল উৎপন্ন হয় তাহাদিগকে বৃক্ষ বলে, যথা—আম্র, জাম, নারিকেল প্রভৃতি।

৩। বীরুধ—যে সকল লতা লতা সদৃশ, গুল্ম সদৃশ শাখা পল্লবাদির ও কুল্লাকার অর্থাৎ ঝোপ সদৃশ তাহাদিগকে বীরুধ বা গুল্ম বলে, যেমন বিদি, কুরণ্টী, ঝুলকী ইত্যাদি।

৪। ওষধি—যে সকল গাছ ফল হওয়া পর্যন্ত, অথবা ফল হইয়া পরিপাক হওয়া পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকে তাহাদিগকে ওষধি বলে, যথা—সোমুদ, ধান্য, তিল প্রভৃতি।

ওষধি জীব—জন্মমরণযুক্ত উৎপত্তিতেও ৪ প্রকার, যথা—উদ্ভিজ্জ, অন্তজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ।

মনুষ্য, পশু প্রভৃতিকে জরায়ুজ বলে—পক্ষী, সর্প, মৎস্য প্রভৃতিকে অন্তজ—ভূমি, পর্ণী, পিপীলিকা প্রভৃতিকে স্বেদজ এবং কীট, ভেক প্রভৃতিকে উদ্ভিজ্জ বলা হয়।

স্থাবর ও জঙ্গম বস্তুর প্রয়োজন :

স্থাবর দ্রব্যসমূহ হইতে যাবতীয় পত্র, পুষ্প, ফল, মূল, ত্বক্ নির্য্যাস ও ধাতাদি প্রয়োজনানুযায়ী সংগৃহীত হইয়া থাকে এবং জঙ্গম জীব হইতে চর্ম্ম, নখ, লোম, রক্ত প্রভৃতি এবং সকল প্রয়োজনানুসারে সংগৃহীত হয়।

মধুরা ষড়্‌বিধ রসের কথা বর্ণনা করিয়াছি, যথা—রসাধ্যায়ন্তলক্ষণ বিকোধন কথায়তঃ।

ষড়্‌রসাঃ সমাখ্যাতাস্তেষাং ত্বক্ষ্যাদুর্ব্বলাবয়ঃ।
মধুরাম্লা লবণাঃ কটুতিক্তকষায়কাঃ। ৬রস।
কষায়-তিক্ত-মধুরাঃ শিরসস্তস্য কুর্ব্বতে।
যেষাং বাতসমূহা ভবন্তি যদি বা কৃশে।
মৌক্তাদাম্বরৈস্তাংস্তানি ন তে হন্যুঃ সমীরণম্।
যে রসাঃ পিত্তসমূহা ভবন্তি যদি বা কৃশে।
বীরুক্তাদ সমূহা তৈব ন তে তংস্তমাদিনঃ।
যে রসাঃ শ্লেষ্মসমূহা ভবন্তি যদি বা কৃশে।
শ্লেষ্মোদরৈস্তাংস্তানি ন তে হন্যুঃ কদাচন।

মধুর আম্লাদি এই ষড়্‌বিধ রস দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে। ইহাদের পূর্ব্বপূর্ব্বটি যথাক্রমে গুরুতর। অর্থাৎ কষায় অপেক্ষা তিক্ত, তিক্ত অপেক্ষা, লবণ, লবণ অপেক্ষা অম্ল, অম্ল অপেক্ষা মধুর রস গুরুতর কিন্তু গুরুতর এবং তিক্ত, তিক্ত ও কষায় রস কফনাশক কিন্তু বায়ুজনক। আর কষায়, তিক্ত ও মধুর রস পিত্তনাশক এবং অম্ল-লবণ ও তিক্ত রস পিত্তজনক।

১। মধুর রসের গুণঃ, যথা—

মধুরো হি রসঃ স্থৈর্য্যো বাজুজন্তবলপ্রদঃ
চক্ষুষ্যো বাতপিত্তঘ্নঃ কফাগ্নি ক্ষৌদ্রাদলক্ষিণৌ।
বালবৃদ্ধ ক্ষতক্ষীণ বর্ণ স্বেদেন্দ্রিয়োজসাম্
প্রশস্তো মূত্রকৃচ্ছ্রঘ্নো গুরুঃ সন্তানকৃন্মতঃ।
বিষঘ্নঃ পিত্তরক্তাপি স্নিগ্ধঃ প্রীত্যায়ুষো হিতঃ।

মধুর রস শীতবীর্য্য, বায়ু ঘ্নত ও বলপ্রদ, নেত্রহিত বাত-পিত্তঘ্ন, শ্লেষ্মা রস ও ক্রিমির জনক। ইহা বালক বৃদ্ধ ক্ষত ক্ষীণ ব্যক্তির এবং বর্ণ স্নেহ ইন্দ্রিয় ও ওজঃ পদার্থের পক্ষে প্রশস্ত। মধুর রস কফকর স্নিগ্ধ প্রীতিপ্রদ ও আয়ুষ্কর

ইহা অতিরিক্ত সেবিত হইলে অন্ধ খাদ ক্রিমি প্রভৃতি রোগসমূহ উৎপাদন করে।

২। অম্লরসস্য গুণাঃ, যথা—

রসোঽম্লঃ পাচনো হৃদ্যঃ স্নিগ্ধোষ্ণো লঘুরেচনঃ।
ক্লেদনো দীপনো বৃষ্যঃ শীতঃ ক্লমহরঃ পরঃ॥

অম্ল রস পাচক, হৃদ্যগুণসম্পন্ন স্নিগ্ধগুণযুক্ত ও উষ্ণবীর্য, বায়ু, মূত্র, স্বেদ—শুক্রজলাদির বিবন্ধতা আনয়ন ও বৃষ্টি নাশক, অগ্নি ও উষ্ণ সংস্পর্শক।

অম্লরস অধিক সেবিত হইলে অন্ধ, কৃমি, বাত, রক্ত, শোথ ও বিস্ফোট রোগ আনয়ন করে।

৩। লবণ রসস্য গুণাঃ, যথা—

লবণঃ সোষ্মরো হৃদ্যঃ পাচনঃ কফ পিত্তকৃৎ।
সূক্ষ্মবস্ত্রস্য কার্শ্যৈথিল্য-দ্রুতৃকৃৎ পরঃ
স্রোত বিশুদ্ধিকৃল্লঘুঃ কোষ্ঠ মল-বাতানুলোমনঃ

লবণ রস—রসনবিবেচক, রুচিকর, পাচক, কফপিত্ত কারক, শুক্রবহ নাশক, বাতহর, স্রোতের শৈথিল্য ও দ্রুতকারক। ইহা অতিরিক্ত সেবনে রক্তপিত্ত কফাদি উপদ্রব, কেশশুক্লতা ও টাক প্রভৃতি উপস্থিত হয়।

৪। কটু রসস্য গুণাঃ, যথা—কটুরুষ্ণো লঘুস্তীক্ষ্ণো বিশদো বাতপিত্তকৃৎ স্রোতঃশুদ্ধিকরঃ কফ ক্রিমিবিষাপহঃ।

কটু রস—উষ্ণ বীর্য, বাতপিত্তবর্ধক ও স্রোতঃ শোধক, ক্রিমি-কফ ও বিষনাশক—বাত-মূত্র-শুক্র ও বিরেচনের আনয়ন।

ইহা অধিক সেবনে দাহ—মূর্ছা—তালু শুষ্কতা শোষ ও কণ্ঠের পীড়া উপস্থিত হয় এবং স্রোতের বলক্ষয় ও ক্লান্তি বিনষ্ট হইয়া থাকে।

৫। তিক্ত রসস্য গুণাঃ যথা—তিক্তঃ শীতগুণাধিষ্ঠানের শিক্ষক হইয়া থাকে। তিনি মুখ বিশোধন-দাহ-হরণকারকঃ।

তিক্ত রস শীতবীর্য কফ, মূর্ছা-অরুচি-ক্রিমি-দাহ ও রক্তদুষ্টি নাশক।

ইহা অতি সেবনে শিরঃশূল, শ্রান্তি, মূর্ছা ও কৃশতা করে। বল ও শুক্রের ক্ষয় হয়।

৬। কষায় রসস্য গুণাঃ, যথা—কষায়ো রোপণো গ্রাহী শুষ্কঃ শোষমেদসো লেখনঃ শীতঃ সৌম্যঃ শোষণো বাতকোপনঃ।

কষায় রস—ক্ষতপূরক, রসসংগ্রাহক শুষ্ক ও মজ্জাদির শোষক, রক্ত-পিত্ত-মেদোনাশক, জিহ্বার জড়তা ও কণ্ঠস্তম্ভের বিবন্ধকারক।

অতিরিক্ত সেবনে উদরাধ্মান জংঘাদি ও আক্ষেপাদি উপস্থিত হয়।

মধুরাদি ষড় রসের গুণাগুণের ব্যাখ্যা অতি-বিস্তৃতরূপে আয়ুর্বেদ গ্রন্থে উল্লিখিত আছে, তাই এই প্রবন্ধে বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিলাম না।

বাতের প্রয়োজন কি? জীবমাত্রেরই শরীর মনোপ্রকাশ বায়ব উপাদান ও জৈবিক পদার্থে নির্মিত শরীরের মধ্যে অনেকগুলি যন্ত্র আছে। স্বাভাবিক অবস্থায় তাহারা আজ্ঞাধীন ভৃত্যের মত সমস্ত কার্য নির্বাহ করে। এই কার্য সাধনসময়ে প্রত্যেক যন্ত্রের শক্তি অপব্যয় হয়। অধিক কাল পরিশ্রম করিলে শরীরের সমস্ত যন্ত্র ক্লান্ত হইয়া পড়ে এবং তখনকার উহাদের ক্লান্তি দূর করিবার প্রয়োজন হয়। সেই অভিপ্রায়ে ক্ষুধা ও পিপাসারূপে আমাদের দেহে আবির্ভূত হইয়া থাকে। এই সময়ে উপযুক্ত পুষ্টিকর ও বায়বীয় অন্ন শরীরপোষণের জন্য গ্রহণ না করিলে দেহের যন্ত্র সমস্ত ক্রমে ক্রমে

শক্তিহীন ও বিকল হইয়া পড়ে এবং তাহাদেরই ব্যাধি উৎপন্ন হয়।

খাদ্য গ্রহণ দ্বারা দেহতন্তুসমূহের গঠন ও ক্ষতিপূরণ, রক্ত-পরিপুষ্টি এবং তাপ ও শক্তির উৎপাদন, স্নায়ু-মণ্ডলীর পুষ্টি-সাধন, অস্থি গঠন, শক্তি-সঞ্চয় প্রভৃতি কার্য হইয়া থাকে।

খাদ্য ও উপযোগিতা খাদ্যের ক্রিয়া: একই প্রকার উপযোগিতা পদার্থ জীবন ধারণ ও স্বাস্থ্যরক্ষার্থে তুল্য মূল্য পদার্থ নহে। তুল্য ব্যবহারের এক প্রধান প্রয়োজন এই যে, ইহা শোণিতকে যথোপযুক্তরূপে তরল রাখে, সকল স্থানে প্রবাহিত হইবার উপযুক্ত করে এবং যন্ত্র সকলকে যথোচিত সিক্ত ও কার্যক্ষম করে। ইহার অভাবে তাহারা শুষ্ক হইয়া যায় এবং যথাযথ কার্য করিতে অক্ষম হয়।

যথোচিত জল ব্যবহার করিলে শারীরিক ক্রিয়াসমূহের বৃদ্ধি হয়, পরিবর্তন-ক্রিয়াও শীঘ্র শীঘ্র হইতে থাকে এবং দৈহিক মলিন পদার্থসমূহ সত্বরে বহির্গত হইতে পারে।

লবণ—প্রাণ ধারণের পক্ষে প্রধান প্রয়োজনীয় পদার্থ, লবণ ব্যতিরেকে প্রায় কোন খাদ্যই সুস্বাদু হয় না। যে খাদ্যে লবণের অংশ অল্প তাহা অধিককাল ব্যবহার করিলে পীড়া উপস্থিত হয়। লবণ ব্যবহারে দেহে দৈহিক ক্রিয়াসমূহও শীঘ্র শীঘ্র নির্বাহিত হইয়া থাকে কিন্তু ইহা আবার শরীরের মৃদুতা ও শিথিলতারক রক্ত-পিত্তনাশক ও বায়ুনাশক এবং শুক্রের ও বৃদ্ধির হানিকর। ইহা অতিরিক্ত পরিমাণে ব্যবহার করিলে শারীরিক দৌর্বল্য, অজীর্ণে তৃষ্ণা, শুষ্কতা, আক্ষেপ এবং হৃৎপিণ্ড, অন্ত্রপিত্ত, কুষ্ঠ, বিসর্প ও কৃমি প্রভৃতি বিবিধ রোগ জন্মে।

আহারের মাত্রা—অতিরিক্ত ও অতিবিলম্বিত ভাবে অনেকক্ষণপূর্বক আহার করিয়ে যে পরিমাণে ভোজন করিলে তৃপ্তি জন্মে বা পার্শ্বদেহে যাতনা বোধ এবং শরীরের গুরুত্ব বোধ হয় না, অথচ উদর ও ইন্দ্রিয়সমূহ প্রসন্নতা লাভ করে, তৃপ্তিপ্রদায়ক বায়ু হয় এবং পরম উপবেশন করিলে নিশ্বাস প্রশ্বাস ও মনোযোগকর্মে বাধা না, তাহাই আহারের মাত্রা। কিন্তু ভোজ্য দ্রব্যের গুরুত্ব ও লঘুত্ব অনুসারে অল্পবিস্তর মাত্রারও বিবেচনা করা আবশ্যক। গুরুপাক দ্রব্যের মাত্রা অর্দ্ধতৃপ্তি অর্থাৎ আধ পেটা পরিমাণ।

লঘুপাক দ্রব্যের মাত্রা : অনতিতৃপ্তি, উপযুক্ত মাত্রায় আহার না করিয়া অল্পমাত্রায় বা অধিক মাত্রায় খাইলে বিশেষ অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। অল্পাহার দ্বারা কৃশতা ও বল—উপচয়ের রোধ জন্মে, রস-রক্ত-মাংস-মেদপ্রভৃতি ধাতুসমূহ ও ওজঃ ক্ষীণ হয়, মল-মূত্র উপচয়সমূহের উপচয় হয় এবং যথাযথ বায়ু রোধ উপস্থিত হইতে পারে। অধিক মাত্রায় আহার করিলে দুষ্পাচ্য লঘুত্ব রোধ, কৃমির উৎপত্তি হইয়া অজীর্ণ অম্লপিত্ত, বিসূচিকা প্রভৃতি দুরারোগ্য রোগসমূহ উৎপাদন করিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন পর্যুষিত ও শুষ্ক দ্রব্য—বিরুদ্ধ বীর্য এবং ক্ষীর মৎস্যাদির সহ সংযোগ-বিরুদ্ধ দ্রব্য আহার করা অনুচিত।

আহারস্থানে কতকগুলি নিয়ম :—আহার জীবনধারণের প্রধান উপায়—শরীর-পোষণ ও শরীরকে কার্যক্ষম রাখিবার জন্যই আহারের প্রয়োজন। পুষ্টিকর ও যথোপযুক্ত আহার মানবীয় জীবনধারণে অত্যন্ত। তাই,

১। আহারের পূর্বে সম্পূর্ণরূপে মনকে ক্রোধ ও চিন্তাদি বর্জিত করা উচিত। নতুবা পরিপাকের ব্যাঘাত হয়।

১। যে খাদ্য তৃপ্তি হইবে, যাহা রুচিকর অথচ তাহা বর্জনীয়।

৪। আহারকালে ধীরে ধীরে চর্বণ করা আবশ্যক। তুষ্করবা লালার সহিত ভালরূপে না মিশিলে পরিপাক হয় না—ধীরে ধীরে চর্বণদ্বারাই তুষ্ক বস্তুর সহিত লালারস ভালরূপে মিশ্রিত হয়

৫। আহারান্তে কখনও দৌড়াইয়া বা দ্রুত গতিতে যাইবে না আহারান্তে একটু বিশ্রাম বিশেষ আবশ্যক।

৬। অনেকে ভোজনের সময় পুনঃ পুনঃ জল খাইয়া থাকেন, ইহাতে বিপরীত ফল হয়—খাদ্যদ্রব্য অধিক পরিমাণে তরলিত হওয়ায় পাকরসসমূহ দুর্বলীভূত হয়; অবশ্য মধ্যে মধ্যে অল্পপরিমাণে জল নিঃসরণে সাহায্য করে।

৬। পাকস্থলীর এক তৃতীয়াংশ পূর্ণ হইলে আহার ত্যাগ করিবে। দিবাকালের আহারে যা হউক, রাত্রির আহারে পাকস্থলী অল্প পূর্ণ রাখা উচিত। ইহাতে ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়—পাকস্থল দুর্বল হয় না।

৭। পরিমিত ভোজনে আয়ু ও বলের বৃদ্ধি এবং অপরিমিত ভোজনে আয়ুক্ষয় ও রোগ বৃদ্ধি হয়—ভোজনকালে এই দুইটি কথা স্মরণ রাখা কর্তব্য।

৮ আহারের পর পরিশ্রম সম্বন্ধীয় চিন্তা ও ক্রিয়া নিষিদ্ধ বর্জনীয়। পাকক্রিয়ার সময়ে পাকস্থলীতে রক্ত অধিক পরিমাণে সঞ্চালিত হয়, সুতরাং অধিক চিন্তা বা পরিশ্রম দ্বারা মস্তিষ্ক অথবা অন্য কোন অঙ্গে অধিক পরিমাণে রক্ত সঞ্চালিত হইলে সাধারণ রক্তসঞ্চালনের ক্ষতি ও পাকক্রিয়া হ্রাস হইয়া থাকে।

এতদ্ব্যতীত অনুচ্ছেদে প্রাকৃতিক আহারাভ্যাস পরিবর্তনে অনুযায়ী আহারবিহারাদির আচরণাদির পরিবর্তিত হইয়া থাকে। আয়ুর্বেদ-গ্রন্থে অনু-ব্যাধি বিজ্ঞান-প্রণালী বিস্তৃতভাবে উল্লিখিত আছে তাহা জ্ঞান-আপনে যথাযথভাবে পালন করিলে সকলেরই নিরোগ ও দীর্ঘজীবী হইতে পারে।

---

## কল্যাণ বাণী

'এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্বমানবাঃ।' (মনু)

এই দেশপ্রসূত অগ্রজন্মা ঋষিগণের নিকট হইতে পৃথিবীর সর্ব মানবকুল আপন চরিত্র শিক্ষা করিবে।

---

সাহিত্যিক শ্রীপ্রফুল্লেন্দু চট্টোপাধ্যায় (এম্ ফুলবাগান ব্যানার্জি প্রথম বার্ষ লেন, হাওড়া-১) আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের বিভিন্ন সংবাদ প্রকাশ করিয়া আমাদের সাহায্য করেন।

# আহার ও আচারবিধি

কবিরাজ শ্রীযতীন্দ্র নাথ ভট্টোপাধ্যায়, আয়ুর্বেদশাস্ত্রী

অর্ধশতাব্দীর পূর্বে 'চিকিৎসা সন্দেহনী' পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় মন্তব্য করিয়াছিলেন, "কোন দেশে বা গ্রামে খাল কাটিয়া নোনা জল ঢুকাইয়া দিলে যেমন সেই গ্রামস্থ যাবতীয় শস্যশালী ক্ষেত্র একেবারে অনুর্বরা হইয়া পড়ে, যেমন সে দেশ বা গ্রাম একেবারে উৎসন্ন হইয়া ওঠে সেইরূপ নোনার ন্যায় বিদেশীয় আহার আচারাদি ও যাহা পশ্চাদ্বিরূপ নোনা জল ঢুকিয়া এমন দেশটাকে একেবারে অধঃপাতের চরম সীমায় তুলিয়াছে। কি আহারবিহার, কি ঔষধপথ্য, কি অয়ন-উপবেশন, ভারতবর্ষীয় যে কোন বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করো দেখিবে বিদেশীয় সংস্পর্শে উৎসন্নস্থই ঘোর বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে।"

এই বিদেশীয় ভাবধারায় আমরা বহুকাল হইতেই দিশাহারা হইয়াছি। জিনচর্যা, ঋতুচর্যা, প্রভৃতি পুঁথিগত হইয়া গিয়াছে। হিন্দুর ধর্মশাস্ত্র, সদাচার শাস্ত্র সবই যে বাজে প্রচার করা হইয়াছে তাহা আজ উপলব্ধি—বিশেষ করিয়া বর্তমান সময়ে দেখা যায় সদাচারাদি বর্জন করিয়া নীতিহীন হইয়া চলাটাই যেন গৌরবের বিষয়। আমরা সংযোগ-শুদ্ধ, সংস্কার-শুদ্ধ ও মাত্রা-শুদ্ধ দ্রব্যাদি ভোজনে বিষ বোধ করি না—যাহার ফলে শরীরের রসরক্তাদি দোষদুষ্ট হইয়া দৈহিক ও মানসিক নানা জটিল ব্যাধির ক্ষেত্র হইয়া পড়ে। আমরা আহারের সময় ভুলিয়া যাই আহার্য দ্রব্য ঔষধের কার্য করে। আয়ুর্বেদের ঋষি বলিয়াছেন,

"নিত্যমপি হেষ্টমিহ পথ্যমেব নৃণাং
নহু পথ্যবিহীনানাং হেষজানাং শতৈরপি"

অর্থাৎ পথ্যবিহীন ব্যক্তির কেবলমাত্র ঔষধেই ব্যাধির উপশম সম্ভবপর নহে।

আমরা এই পথ্য শব্দটি দুইটি শব্দের দ্বারা বিচার করা যায়, পথ্য ও অপথ্য—যাহা শরীরে হিতকর, যাহা প্রকৃতিসেবনা এবং যাহা দোষী ও ব্যাধি উদ্রেকের ছোড্য হইতে পারে তাহাই পথ্য এবং ইহার ব্যতিক্রম হইলে অপথ্য বলা যায়।

"অপথ্যং চিকিৎসালো রোগাণাং যা
বিকারকরং দ্রব্য মুপাদত্তা পথ্যম্।"

মহাত্মা গান্ধী নোয়াখালীতে যখন গমন করিয়া উচ্চ সম্প্রদায়ের জলস্পর্শের দ্বারা হইতে হিন্দু-শ্রবণ ব্যক্তিগণকে তাঁহাদিগের হিন্দু-ব্যাধি মুক্ত করিবার জন্য তাহাদের তামসিক অথবা রাজসিক আহার্য পরিহার করিয়া সাত্ত্বিক আহার গ্রহণের উপদেশ দিয়াছিলেন, তখন তিনি মদ্য, মাংস, ডিম্ব, পেঁয়াজাদি এবং মসুর ডাল ভক্ষণে বিরত হইতে উপদেশ দান করিলেন। তিনি নিজেও শাস্ত্রোক্ত জিনচর্যা বিধিগুলি পালন করিতেন। তিনি বলিতেন, আমার জীবনই আমার বাণী। এইজন্য তাঁহার অনুগামীগণকে সংযত জীবন যাপনে

অন্নপ্রাশিত করিতে পারিয়াছিলেন।

বর্তমান সময়ে আমরা সেচ্ছাপরবশ হইয়া দিবসে বহুবার নানারূপ আহার্য গ্রহণ করি। কিন্তু শাস্ত্র বলিয়াছেন :

"বিচার্য্য দোষকালাদীন্ কালদোষজরোগিণঃ"
( সুশ্রুতঃ ) কিন্তু আমরা বিচার শক্তি হারাইয়া যথেচ্ছ আচরণ করিয়া থাকি।

"সায়ং প্রাতর্মনুষ্যাণাং ভোজনং শ্রুতিচোদিতম্।
নান্তরা ভোজনং কুর্য্যাদ্ বহ্নিযোগাদৃতে যতিঃ।
যামদ্বয়োনং ভোক্তব্যং যামযুগ্মং ন লঙ্ঘয়েৎ
যামদ্বয়ং হরেৎপিত্তং যামযুগ্মং কফানিলৌ॥"

( ভাবপ্রকাশঃ )

এখানে দিবারাত্রিতে দুইবার আহারের কথা বলা হইয়াছে। প্রথম প্রহর গত হইলে দ্বিতীয় প্রহরে আহার বিধেয়। প্রথম প্রহরে আহার করিলে শরীরে বল শক্তির হয় এবং তৃতীয় প্রহরে আহার করিলে বলক্ষয় হয়। আবার ইহাও বলা হইয়াছে, সম্পূর্ণ ক্ষুধার উদ্রেক হইলে আহার করা কর্তব্য। এই আহার গ্রহণের পূর্বেও অল্প কয়েকটি পালনীয় আচার রহিয়াছে। উহার পূর্বে মল, মূত্র, বায়ু নিসৃত হওয়া চাই।

শরীরের বায়ু, পিত্ত, কফ স্বাভাবিক হওয়া চাই। হৃদয়ের নির্মলতা ও শরীরে লঘুতাবোধ, বিশুদ্ধ উদ্গার প্রভৃতি আহারের পূর্বে বিচার্য বিষয়। পূর্বে দ্বিতীয় প্রহরে আহার গ্রহণের কথা বলা হইয়াছে কিন্তু পূর্বোক্ত লক্ষণগুলি প্রকাশিত হইলে প্রথম প্রহরেও আহার করা চলে।

পূর্বে মাত্রাতত্ত্বের কথা উল্লেখ করিয়াছি, কিন্তু হীনমাত্রা হইলে অতৃপ্তি ও বলক্ষয় হয়। আবার ক্ষুধার উদ্রেক হইলে আহার না করিলেও বলক্ষয় হইয়া থাকে। মাত্রাধিক্যে আলস্য, শরীরে গুরুত্ব ও উদরে শুড় শুড় শব্দ হয়। ইহাতে অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণজন্য নানা ব্যাধি উৎপন্ন করে। সেইরূপ অনাহারেও গাত্রোত্থা, অরুচি, ক্লান্তিবোধ, দৃষ্টি-শক্তিহীনতা, বায়ুপ্রকোপ ও বলক্ষয় হয়। এজন্য যথাসময়ে পবিত্র ও নির্জনস্থানে সুখাসনে স্থিরভাবে উপবিষ্ট হইয়া ভোজন করা কর্তব্য। ভোজনের পূর্বে হস্তপদাদি প্রক্ষালন করিয়া ভোজন করা কর্তব্য। মল মূত্রাদির বেগ ধারণ করিয়া জলে দাঁড়াইয়া অথবা সন্ধ্যাকালে ( রাক্ষসী বেলা ) আহার অনুচিত। অতি দ্রুত অথবা অতি ধীরভাবে আহার নিষিদ্ধ। সুশ্রুত বলিয়াছেন,

"পূর্বং মধুরমশ্নীয়াৎ মধ্যে লবণকটুরসৌ
পশ্চাচ্ছেষান্ রসান্ সৈষো ভোজনস্য বিচারণে"

আহার্য দ্রব্য প্রথমতঃ মধুর হওয়া, মধ্যে লবণরস হওয়া, অবশেষে কটুতিক্ত কষায় রসযুক্ত হওয়া ভোজন করিতে হয়। কিন্তু আহারের পূর্বে কিঞ্চিৎ আদা ও সৈন্ধব লবণ মিশ্রিত করিয়া ভোজনের নির্দেশ আছে। উহাতে জিহ্বা ও কণ্ঠ পরিষ্কৃত হইয়া অগ্নিবৃদ্ধি করে এবং আহারে রুচি জন্মে। আহারকে বলা হইয়াছে 'বিষ্টেষ্টম'। উদরের চারিভাগের দুইভাগ আহার্য দ্বারা, একভাগ জল দ্বারা পূর্ণ করিতে হয় এবং বাকী একভাগ বায়ুর জন্য খালি রাখিতে হয়।

বাগ্ভট্ট বলিয়াছেন,

"অন্নেন কুক্ষেঃ দ্বাবংশৌপানেনৈকং প্রপূরয়েৎ,
আশ্রয়ং পবনাদীনাং চতুর্থ মবশেষয়েৎ"

কিন্তু লোভার্ত হইয়া অনেক সময় অধিক ভোজন করার ফলে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া মৃত্যু ঘটিতেছে শোনা যায়; অথবা উপযুক্ত পরিমাণ জল পান না করিয়া ভোজন শেষ করিলে অন্ন উপযুক্তরূপে পরিপাক হয় না। এজন্য পাকস্থলীর

মধ্যে অন্ন, পানীয় ও বায়ু এই তিন প্রকার উপাদানেরই নির্দিষ্ট স্থান সংরক্ষণ প্রয়োজন।

আমরা গান্ধিজীর আহারের মধ্যে বায়ুর নিয়মনিষ্ঠার কথা জানিতে পারি। তিনি অন্নকেও বলিতেন, শরীরকে সুস্থ ও সবলরূপ রাখিবার জন্য যাহা প্রয়োজন তাহা অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে। বিভিন্ন ব্যক্তির পক্ষে আহারের পরিমাণ এবং তাহা বিভিন্ন হওয়া স্বাভাবিক। প্রয়োজনকে তিনি যেরূপ মর্যাদা দিতেন, সেরূপই মানের জন্য অন্য অথবা অন্ন কোন কারণেই দীর্ঘ সময় অনাহারকে তিনি সমর্থন করিতেন না। আবার আহারের মাত্রা কম হইলে শরীর পালনে প্রত্যবায় হইতেছে মনে হইতেছে তাহা বিশ্বাস করিতেন। এজন্য তিনি অনাহার ও কৃচ্ছ্রসাধনের পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি একবার তাঁহার জনৈক কর্মীকে লিখিয়াছিলেন, "your meal is very meagre. it is starvation diet. In my opinion you are not making full use of the instrument that God has put at your disposal."

এই কর্মীটি প্রত্যহ একবারমাত্র তিন ছটাক খাইত, কিন্তু তরকারি সংযোগে ভাল এবং ঘোল খাওয়া অভ্যাস করিতেন। উহা তাঁহার আহারমাত্রার পক্ষে পরিমাণ অপেক্ষা বহু কম এবং শরীর-পোষণের পক্ষে যথেষ্ট লঘু হইতেছিল।

এই প্রসঙ্গে তিনি কর্মীটিকে বলিয়াছিলেন,

"Mortification of the flesh is a necessity when the flesh rebels against one. It is a sin when the flesh has come under subjection, and can be used as an instrument of service. In other words, there is no inherent merit in mortification of the flesh."

---

# সংক্ষিপ্ত বসন্ত চিকিৎসা ও বিবিধ মুষ্টিযোগ

পণ্ডিত কবিরাজ শ্রীনরেন্দ্র নাথ দাস গুপ্ত, ভৈষজাচার্য

( ১৩৭৪ শ্রাবণ—মাঘ সংখ্যার পরবর্তী অংশ )

বসন্ত রোগীর দেহ কোমল রাখিবার জন্য নিম্নলিখিত ঔষধসমূহ ব্যবহার করিবে :

(ক) ছাগ ১ ছোলা, ভরদ্বাজপত্র ১ ছোলা, নিমপাতা ১ ছোলা, কাঁচা হলুদচূর্ণ ১ ছোলা, বচীয়াচী ১ ছোলা উপযুক্ত প্রমাণমত চূর্ণ করিয়া উষধরূপে কাপড়ে ছাঁকিয়া রোগীর দেহে প্রয়োগ করিবে।

(খ) বসুধা ও রক্তি, চূণের জল অর্ধছটাক, কাঁচা হলুদের রস অর্ধ কাঁচা, বেলাডুমুরের রস অর্ধ কাঁচা, মাখন ১/০ ছটাক উত্তমরূপে ফেটাইয়া নিম্নোক্ত প্রণালীতে রোগীর শরীরে প্রয়োগ করিবে। প্রথম দিন মুখ মণ্ডলে, দ্বিতীয় দিন মুখ হইতে কোমর পর্যন্ত, তৃতীয় দিন সর্ব শরীরে মালিশ করিবে। উহার মাখন না পাইলে বিশুদ্ধ ঘৃত ও মধুর সহিত মিলাইয়া ব্যবহার করিবে।

(গ) নিমপাতার রস ১ তোলা, মাখন ।৵০ একত্র উত্তমরূপে ফেটাইয়া সর্ব্বদা মালিশ করিবে।

(ঘ) শ্বেত চন্দনবসা ও রক্ত চন্দনবসা একত্র মিলাইয়া মালিশ করিবে।

"Stage of Pustulation"

( অর্থাৎ স্ফোটের সময় )

নিম্নলিখিত কাথের দ্বারা অঙ্গটী ধৌত করিয়া পরে নিম্নোক্ত তৈল মাখাইবে :

ধৌতের ঔষধ—

(ক) ত্রিফলা ।৷০ তোলা, বট্টী মধু ।৷০ তোলা, ফিট্‌কিরি ।৷০ তোলা, আমার হাল ।৷০ তোলা উত্তমরূপে থেঁতো করিয়া ধোয়াইবার উপযুক্ত জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে সিদ্ধ করিয়া ছাঁকিয়া উক্ত জল ব্যবহার করিবে।

(খ) নিম পাতা বা ছাল চূর্ণ ১ তোলা, অশোক-ছাল চূর্ণ ১ তোলা, বেতের মূল চূর্ণ ১ তোলা, তেলা-কুচার পাতা ১ তোলা উত্তমরূপে থেঁতো করিয়া জলে সিদ্ধ করিয়া উক্ত জলে ধৌত করাইবে।

তৈল প্রস্তুত প্রণালী :—

নিমপাতা ২ তোলা; মঞ্জিষ্ঠা ২ তোলা, নিসিন্দা পাতা ২ তোলা উত্তমরূপে থেঁতো করিয়া প্রথমে ।৵০ পোয়া তিল তৈলে ভাজিয়া লইবে। পরে ঊষার সহিত ২ তোলা শুষ্ক কাচা হলুদ চূর্ণ মিশাইবে। তাহারও কাথাদক মতে ঘষিয়া মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিবার বিধি আছে।

চক্ষুর মধ্যে ঔষধ দিলে :—

ত্রিফলা ১।০ তোলা, বট্টীমধু ১।০ তোলা, জল ।৷৷০ সের—শেষ ।৶০ পোয়া, উত্তমরূপে পরিষ্কৃত কাপড়ে ছাঁকিয়া লইবে।

সম্ভব হইলে পাতলা রবারে ছাঁকিয়া উত্তমরূপে মিশিয়ে শিশি বন্ধ করিয়া রাখিবে।

দিবসে উহার চক্ষুতে ৩।৪ বার দিবে। চক্ষুর পাতায়ও উক্ত পরিষেক ব্যবহার করিলে উপকার হয়।

চক্ষুতে কোন সময়ে ক্ষত না থাকিলে, শুধু প্রলেপ থাকিলে নিম্নলিখিত ঔষধটী প্রয়োগ করিবে—

ফিট্‌কারী ও রসি, রক্ত চন্দনের জল ১ তোলা, গোলাপ জল ৪ তোলা একত্র করিয়া মিলাইয়া একটী কাচের পাত্রে বা পাথরের বাটিতে উত্তমরূপে ঘষিয়া রাখিবে।

পরে নীচে তলানি পড়িয়া উপরের জল সম্পূর্ণ নির্ম্মল হইলে ধীরে ধীরে উক্ত জল গ্রহণ করিয়া প্রত্যহ ২ বেলা অন্তর উহার চক্ষুতে ফোঁটা ফোঁটা প্রদান করিবে।

রোগী পিপাসার্ত্ত হইলে—

বনে, মৌরী, বেদার মূল উত্তমরূপে থেঁতো করিয়া ভিজেইয়া উহার শুত কষায় পান করাইবে। অথবা আয়ুর্ব্বেদোক্ত যষ্ঠ পানীয় ব্যবহার করিবে :

চক্ষুর মধ্যে বেশী ঔষধ দোষ হইলে—

চক্ষুর পাতায় নিম্নে আমার রস ও মুলতান একত্র মিশ্রিত করিয়া অঞ্জন প্রয়োগ করিবে।

গলার বেদনায়—

আমার রস, আকিং ও মুলতান একত্রে বাটিয়া গলায় প্রলেপ করিবে।

মাথার যন্ত্রণায় শুক্লরের তৈল ব্যবহার করিবে।

আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রোক্ত বেশী মতে বসন্ত রোগনিদান ও চিকিৎসা সমাপ্ত।

ওঁ শান্তি : শান্তি : শান্তি : (ক্রমশঃ)

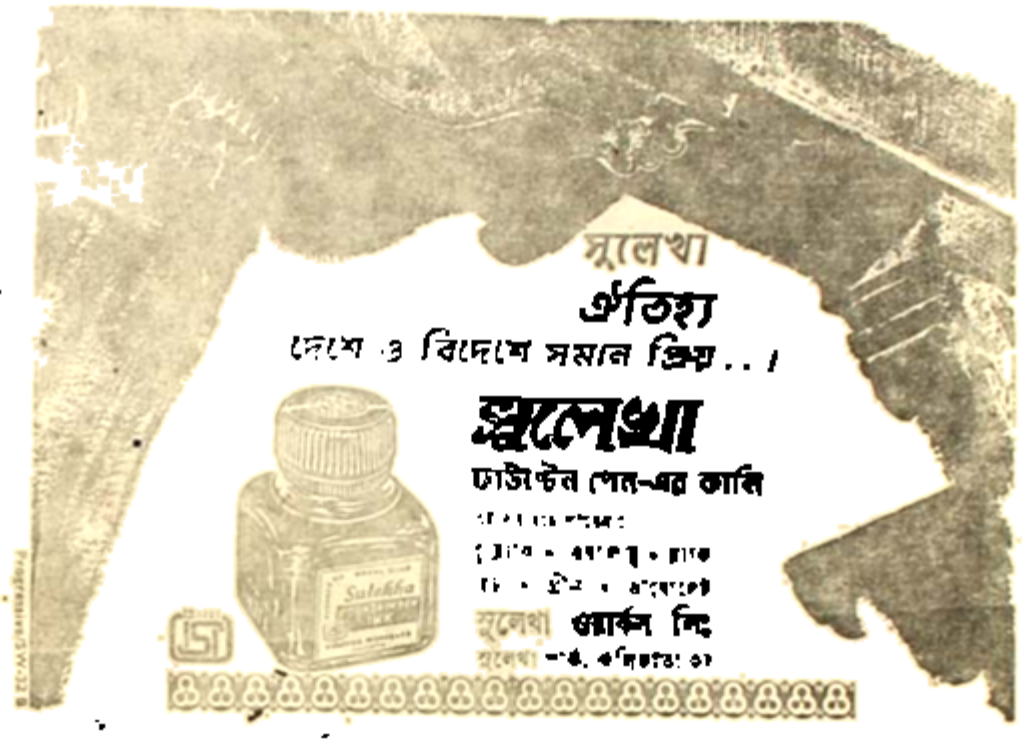


## আয়ুর্বেদ-ভারতী'র বিজ্ঞাপনের হার

'আয়ুর্বেদ-ভারতী' বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির দ্বৈমাসিক পত্রিকা, বিশেষভাবে আয়ুর্বেদ-বিজ্ঞানের। ইহার আত্মপ্রকাশ ৮ বৎসর আগে। ইহাতে একবার বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্যের হার—

প্রচ্ছদ পৃষ্ঠা :

প্রথম আবরণ পৃষ্ঠা—১০০৲ শেষাবরণ পৃষ্ঠা— ৮০৲
ভিতরে পূর্ণ— ৫০৲ সম্পাদকীয় পৃষ্ঠা বা অন্যান্য
দ্বিতীয় পৃষ্ঠা— ৪০৲ প্রবন্ধাদির মধ্যে বিশেষ
চতুর্থ পৃষ্ঠা— ৩০৲ বিশেষ হারের হার—
১০০৲ বা তদূর্ধ্ব

বিজ্ঞাপন বা অন্যান্য বিষয়বস্তুর কপি ও প্রকাশের পূর্বাহ্নেই আয়ুর্বেদ-ভারতীর প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদকের নিকট পৌঁছিয়া দিতে হইবে। বিজ্ঞাপনের টাকা দুই কিস্তিতে সমান আর্দ্ধিক হারে এবং পরিমাণে বিজ্ঞাপন অধিক হইলে তাহার মূল্য সম্পূর্ণ দিতে হইবে। ইহা ত্রৈমাসিক বিজ্ঞপ্তি-হিসাবে প্রকাশিত হইবে।

'আয়ুর্বেদ-ভারতী' কার্যালয়,
৫২, মহাত্মা গান্ধী রোড, প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক,
কলিকাতা-৯ আয়ুর্বেদ-ভারতী।

## AN APPEAL

### The Ayurveda-Bharati

A Multilingual Journal of Ayurveda and Indian Culture—an Organ of the Ayurveda Bijnan Parishad has stepped into its eighth year. Its pages are adorned with thoughtful articles of erudite Scholars. Ayurveda's differences in foundamentals with other systems of Medicines are the core of its existence and special trends of its utility for service to diseased humanity and not its weakness and counsel of decadence. To support and subscribe this journal is an imperative duty of all to preserve the culture of India and its great possibility.

*Founder-Editor, Ayurveda-Bharati.*
*Office* : 52, Mahatma Gandhi Rd., Cal-9

A revolution in Ayurvedic Medicine...

Baidyanath medicines are Manufactured in 5 big Rasayanshalas by Ras-Shastries (Chemists) and for their effectiveness enjoy the confidence of the Medical profession all over the country and abroad.
Baidyanath medicines are a symbol of Revolution in the world of Indian Medicine.

SHREE BAIDYANATH AYURVED BHAWAN PRIVATE LTD. CALCUTTA

SHREE
Baidyanath
AYURVED BHAWAN
PRIVATE LTD.

CALCUTTA · PATNA · JHANSI · NAGPUR · ALLAHABAD

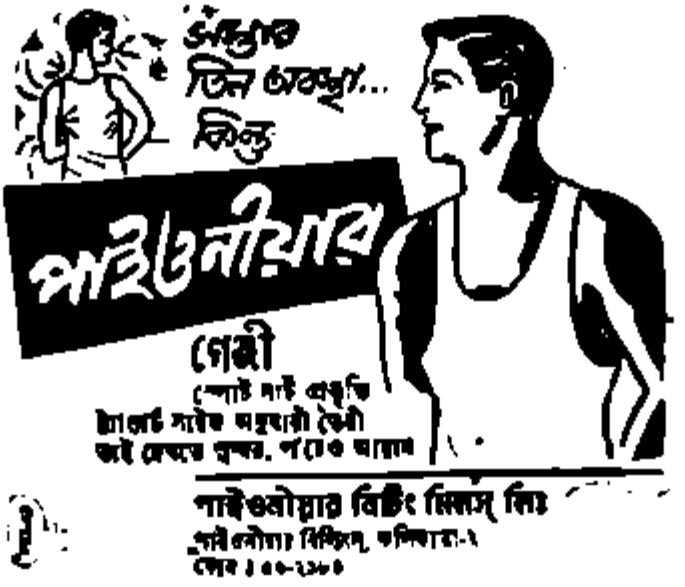


পাইওনীয়ার বিল্ডিং সিস্টেম্ লিঃ

The 'AyurveJa-Bharati' is printed by the Founder-Editor Kaviraj Bagala Kumar Majumder in the Classic Press at 21, Paruatola Lane, Calcutta-9 and published by him from 52, Mahatma Gandhi Road, Calcutta-9

*The Ayurveda-Bharati, a multilingual Quarterly Journal of Ayurveda & Indian Culture*

# আয়ুর্বেদ-ভারতী

প্রাক্তন-সম্পাদক

কবিরাজ শ্রীবঙ্গলাকুমার মজুমদার,

[illegible]

আয়ুর্বেদ-ভারতী ত্রৈমাসিক,

[illegible]

প্রতি সংখ্যা ৭৫ পঃ  ৮ম বর্ষ—কার্তিক, ১৩৭৫  বার্ষিক—সডাক ৫.৫০ টাকা মাত্র

# 'আয়ুর্বেদ-ভারতী'—সূচীপত্র, কার্তিক, ১৩৭৫


| | বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| ১। | চিরযাত্রি ( কবিতা ) | শ্রীবসন্তকুমার মজুমদার | ৫৪ |
| ২। | সম্পাদকীয় | | ৫৬ |
| ৩। | মহাত্মা গান্ধী স্মরণাঞ্জলি | | ৫৮ |
| ৪। | ভগ্ন-চিকিৎসা ( বিজ্ঞানীয় সমালোচনা সহিতম্ ) | কবিরাজ শ্রীঅমরেন্দ্র মৈত্রেয় | ৬১ |
| ৫। | Research in Ayurveda | কবিরাজ শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্য | ৭৩ |
| ৬। | চলার পথে ( কবিতা ) | শ্রীঅমিয় চক্র সেন | ৭৬ |
| ৭। | The Principle of Ayurveda—A Synthesis—Ayurvedacharya Kaviraj Begalakumar Majumdar | | ৭৭ |
| ৮। | সমালোচনা | কবিরাজ শ্রীসুধাংশু মোহন সেন গুপ্ত | ৮৯ |
| ৯। | বিদায়ের পথে ( কবিতা ) | শ্রীবসন্তকুমার মজুমদার | ৯১ |
| ১০। | সংক্ষিপ্ত বৈদ্যসংবাদ-চিকিৎসা ও বিবিধ সুবিধাদি | কবিরাজ শ্রীসুরেন্দ্র নাথ সেন এম্ এ | ৯৫ |
| ১১। | পুস্তিকাসমালোচনা | শ্রীপ্রণবঘোষ | ৯৬ |



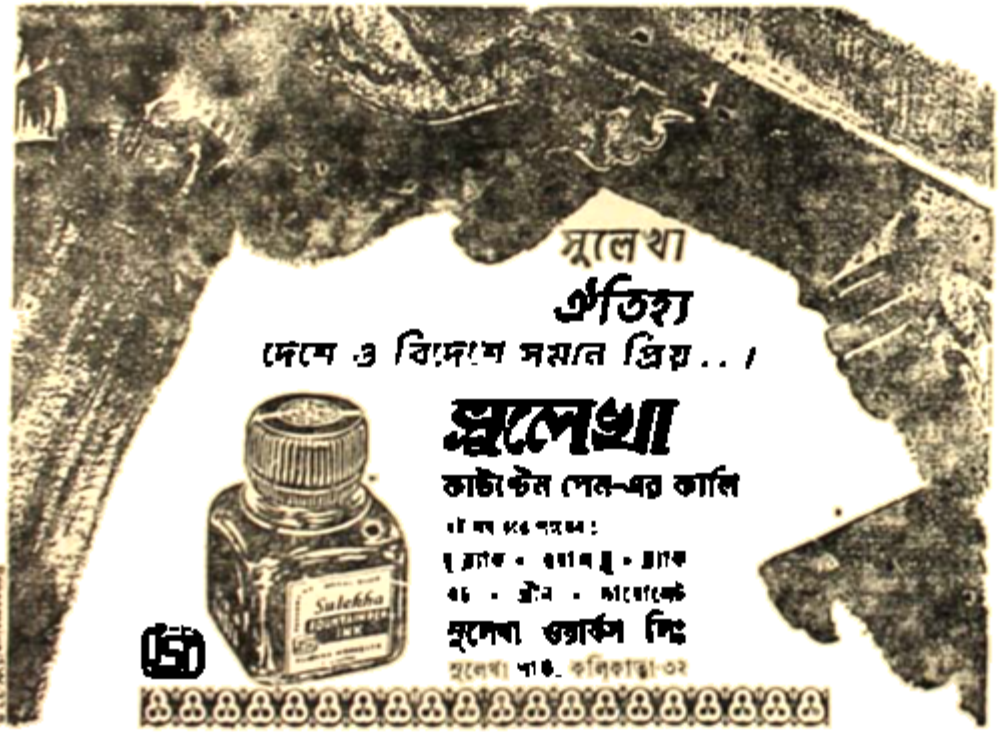

'সত্যমেব জয়তে নানৃতম্'

# আয়ুর্বেদ-ভারতী

প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক—কবিরাজ শ্রীবঙ্গলাকুমার মজুমদার, এম-এ, আয়ুর্বেদাচার্য

ত্রৈমাসিক এক সংখ্যা | কার্তিক—১৩৭৫ Oct.-Nov. 1968 | ৮ম বর্ষ Vol. VIII No. 3

## চিরশান্তি

শ্রীবঙ্গলাকুমার মজুমদার

ঐ কত—
দিক-বিদিগন্তীন বন্ধ আকাশ!
উদাসের মত ভেসেছুটে চলেছে পথী একাকী
আকাশে মাতায়, আবার কত উঠছে ডুবছে—
অফুরন্ত তরঙ্গে তরঙ্গে মিলিয়ে।
ঠিক সৌকোর মাঝি তার টানে পরপারে যাবে,
তারের আশাটা—শুধু কেনা আর বেচা—উদাস তোর
অন্তরীন অন্ধ হতাশা দুপুরের আকাশে ঘুরে—
মাঝারী চিৎকার—মধুরে আটে মোহর খেলবে,
এমন সময় তরী তুলিয়ে গেল এক ঝঞ্ঝায়—
বেঁচে গেল সবাই—মরল একজন তীক্ষ্ণ আশেই
—পথিক অন্তরে আশা।
ভোরের পূর্ব নিশ্চলতে যেন সলিল-সমাধি হতে
বিকশিল একেবারে অবাকুল সুরভি অন্তর —
দূরে অতিদূরে তরঙ্গিণীর কালো মেঘে ঢেকা
চক্রবালের নীল চন্দ্রাতপতলে নিথর
আলোকিত হয়ে উঠল—চকল প্রাণ চমকিয়ে
এক অন্তের তীরে তার করে উদয়ন
বিশ্বিত অস্তিত্বের অন্তরালে এক অভিব্যক্তি
মরি নাই—মুক্তির মোহে মুঢ় অজ্ঞান—
অন্তরতী আশা—আকাঙ্ক্ষা
নীল সাগর—চিরপ্রশান্তি!

# সম্পাদকীয়

প্রত্যেক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের একটা বৈশিষ্ট্য আছে—তা শুধু নীতির ব্যাপারে নয়, চিকিৎসা-পদ্ধতি, ঔষধবিজ্ঞান, ঔষধ প্রস্তুত প্রণালী, রোগনির্ণয় প্রভৃতি সব বিষয়ে; কেন না, নীতি অনুসারে চিকিৎসা ফলপ্রসূ করতে হলে আনুষঙ্গিক সব ব্যাপারে নীতিবিগর্হিত কোন কিছু না হয় তার প্রতি লক্ষ্য রাখা সমীচীন। বিশেষ বিশেষ নীতির ওপর বিভিন্ন চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অস্তিত্বের নির্ভর। এই নীতি ও পদ্ধতির অবসান হলে সেই বিজ্ঞানেরও অবসান হবে, ইহা স্থির নিশ্চিত। আয়ুর্বেদের মৌলিক তিনি চিকিৎসানীতির কারণেই যদি কিছু অ্যালোপ্যাথি-পদ্ধতি অনুশীলন অথবা শিক্ষা করলে তা আয়ুর্বেদ শিক্ষা ও চিকিৎসা বলে গণ্য হতে পারে না। তদ্রূপ এইভাবে চললে ভবিষ্যতে আয়ুর্বেদের উন্নতি ও অগ্রগতির উদ্যম ত হবেই না, উহার অস্তিত্বও লোপ পাবে। এখনই তার লক্ষণ সুস্পষ্ট।

আয়ুর্বেদের উন্নতি কি সর্ব রোগে তার ফলপ্রদ চিকিৎসার উৎকর্ষ-সাধন বাঞ্ছনীয়, এতে দ্বিমত থাকতে পারে না। উহার দুটি দিক আছে—একটি হল আয়ুর্বেদের নীতি অনুসারে অগ্রগতি দ্বারা তার উন্নয়ন; অন্যটি হল বাহ্য-তথ্য বিজ্ঞান দ্বারা উৎকর্ষ সাধন। এই দ্বিতীয় পন্থাই সমস্যা এবং এই সমস্যা নিয়েই বর্তমান ব্যাপারে আলোচনা। এখানে একটি নীতি প্রণিধেয়—তা হল সাঙ্কীর্ণকরণ অর্থাৎ আয়ুর্বেদের নীতি ও পরিভাষাসহ না হয়ে কোন আয়ুর্বেদের সঙ্গে সম্বন্ধের সম্ভাবনা—অন্য কিছু হতে পারে না। এই নীতি পৃথিবীর সর্বত্র বৈজ্ঞানিকগণ গ্রহণ করে আয়ুর্বেদের অনেক জিনিষ এমনভাবে পরিবর্তন করেছেন যে তার পরিচয়, এমন কি, বিজ্ঞানীরাও নিরাকরণ করতে পারেন না—ফলও অন্য হয়।

দুঃখের বিষয়, ভবিষ্যতী চিকিৎসা সম্বন্ধে অজ্ঞ ভবিষ্যদ্বক্তাদের অথবা কিছু সংখ্যক ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে নিরক্ষিকার পাশ্চাত্যবিদ্যা ও চিকিৎসিবিদ্যার নিয়ম ও অনুশীলনের প্রবর্তন করেছেন। ফলে, আয়ুর্বেদ শিক্ষা, চিকিৎসা ও অনুশীলনের অবনতি ঘটেছে। আয়ুর্বেদ তার নিজের নীতি ও পদ্ধতির যথার্থতা ও গুরুত্বেই চিকিৎসা-জগতে সম্মানের আসন লাভ করেছে। তার নিজস্ব শক্তি প্রকৃতি ও বৈজ্ঞানিকতার গৌরবে এখনও চিকিৎসায় অনুপমীয় সাফল্য অর্জন করছে। যেন তেন প্রকারের কারণে তার ক্রমোন্নতি ধীর ধীর এক স্তর হতে অন্য স্তরে অগ্রসর হয়েছে—শুধু আয়ুর্বেদ চিকিৎসার জন্য নয়, সমস্ত ভারতের অনুশীলন ও ব্যবহারিক প্রয়োগের জন্য। কায়চিকিৎসার ব্যাপারে, উহা সত্য ও যথার্থ, আয়ুর্বেদ অন্য পদ্ধতিগুলি অপেক্ষা বেশ ভাল চলেছে। এখনও তার কায়চিকিৎসাই প্রধানতম। কিন্তু অন্যান্য অঙ্গও উপবিভাগে ভাগ করা প্রয়োজন, বিশেষভাবে শল্যচিকিৎসা এবং শালাক্যবিদ্যা ও ভিন্ন ভিন্ন রূপে করে সুযোগসন্ধানী ঔষধ প্রস্তুতের ক্রমোন্নতি প্রয়োজন। উহা যেমন আয়ুর্বেদের পক্ষে প্রয়োজন, তেমন অন্যান্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানের পক্ষেও প্রযোজ্য। তা সত্ত্বেও নানা ধারণা,

প্রসঙ্গে আয়ুর্বেদের অজস্র ঔষধ এখনও অপ্রকাশ। পুরুষ পরম্পরা সঞ্চিত্রের রীতি তার অনেকটা বিলুপ্তির মূলে মুষ্টিমেয়ের হাতে। যে আগ্রহ ও অনুশীলনের প্রেরণা কবিরাজদের মধ্যে প্রয়োজন এবং এখনও আছে, তা বিশ্বের পরিচালিত হচ্ছে। বাহ্যিক বিদ্যায় আয়ুর্বেদের উন্নতি হতে পারে না। যেমন পরপায়ী মূল আয়তে অজানাকে পূর্ণ করে তেমন হল আয়ুর্বেদের অবস্থা। এই জন্য এখনও অধ্যাপক, ছাত্র ও কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিপাত হল না, এটা বিস্ময়ের বিষয়।

এটা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, সারা জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ধারা, আজ কেন, যুগে যুগে দেশে দেশে প্রবাহিত হচ্ছে। যে যে-পথের পথিক, সে সেই পথে যা ব্যবহার করে থাকে। এই প্রতিষ্ঠিত। মানুষের জীবন, দর্শন, বিজ্ঞান, সমাজ সর্বক্ষেত্রে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে থাকে। আয়ুর্বেদের কী ছিল আছে সেটাই বড় কথা—কতটা সে গ্রহণ করল এটা বড় কথা নয়; আর সেজন্য তার গৌরবেরও কথা নেই। প্রতিভা ও অনুসন্ধিৎসা সৃষ্টিই এর ঐশ্বর্যের সম্ভার। গ্রহণ ও বর্জনের তুলিকা নেড়ে নিয়ে সুন্দর কুৎসিতের তুলিকাই মানুষকে ও বিজ্ঞানকে পরিমার্জিত করেছে। যোগ্য বিচার ও যোগ্য ব্যবহার। বর্তমানে আয়ুর্বেদকে জানবার ও অনুশীলনের প্রেরণা ও সাধনার অবোধটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আজ অনেকে বিদ্যার পদ্ধতি সম্পূর্ণ আয়ুর্বেদানুগ করে ফেলে, সাধনার সময় এসেছে।

এর জন্য বিষপাঠ্য-তালিকা বাদ দিয়ে শুধু আয়ুর্বেদভিত্তির পাঠ্য-তালিকা রচনা করতে হবে। এবং অধ্যাপক নিযুক্ত করতে হবে যারা অন্তে-বাসীদের আয়ুর্বেদের মূলনীতির বিস্তৃত ব্যাখ্যা, ঔষধ বিজ্ঞান, চিকিৎসা-পদ্ধতির সুচারু বিশ্লেষণ করে ছাত্রদের মনে একটা প্রবল আবেগ সৃষ্টি করতে পারেন—আর অঙ্গীয়ের যৌগিক বিজ্ঞান ও চিকিৎসা-শৈলীর পূর্ণ শিক্ষা দিতে সক্ষম—বিশেষত শল্যবিদ্যা, শালাক্যবিদ্যা প্রভৃতির জন্য কলেজে বা টোলে বিস্তৃত ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন এবং তা আয়ুর্বেদের উপর সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে। বিস্তৃতির পূর্বেও আমরা দেখেছি যেসব বড় বড় কবিরাজের বাড়ীতে চেয়ারা—সে যেন এক একটা প্রতিষ্ঠান—একদিকে রোগীর ভীড়, রোগী পরীক্ষা, সুনিপুণ চিকিৎসা, অন্যদিকে ছাত্রদের যোগাযোগ নিয়ে বেশে শারীর-বিশ্লেষণ, দ্রব্য-পরিচিতি, ঔষধ প্রস্তুত পদ্ধতি প্রভৃতির শিক্ষাদান—যাদের কবিরাজের সান্নিধ্যে আয়ুর্চিকিৎসার সুপরিকল্পিত, সুবিন্যস্ত ও সুচিন্তিত চিকিৎসাধারার পাঠ গ্রহণ ও প্রত্যক্ষীকরণ ছাত্রদিগকে আদর্শ-চিকিৎসকে পরিণত করত। শুধু বাংলাদেশে নয়, বাংলার বাহিরে সমগ্র ভারতবর্ষের বাঙালী কবিরাজদের স্থান আসত রাজা মহারাজাদের প্রাসাদে—চিকিৎসাও ছিল আশ্চর্যজনক। তখন স্থানের সাধনা, অনুসন্ধিৎসা ও বিশ্বজনের চিকিৎসার কথা আয়ুর্বেদের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ভারতের বাহিরে পর্যন্ত বিস্তৃত করত। সেই আয়ুর্বেদ অবহেলিত। চাই সাধক—যিনি নব নব গবেষণায় যোগ খুলে দিবেন—পরিত্রাণ করবেন যারা-করা বিদ্যার বেদনায়।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থের কুটিল পথে বৃহত্তর ঐক্যের স্বার্থ হারিয়ে যায়। একদিকে যেমন প্রয়োজন জ্ঞান-বিজ্ঞানের পূজারী, অন্যদিকে তেমন প্রয়োজন তত্ত্বার্থে শিক্ষিতদের জন্য একটা ঐক্যী ও সাধ্য

যা আশা করা গিয়েছিল জাতীয় সরকারের নিকট হতে তাহাতে বিজ্ঞান বিজ্ঞানের উৎকর্ষতে—বেশি কিছু না হলেও বিচার ও বুদ্ধিসাতের পথ—তা অন্তত ও পরিষ্কার বোঝে, পাশ্চাত্যের আধুনিক প্রগতির কাছে নতি স্বীকার করেছে—তাই বিষয়ে প্রবাসী আয়ুর্বেদের ঐশ্বর্য থাকলেও অনাদরে অগ্রসর হতে বাধা পাচ্ছে। এ বাধা যদি বাইরের হত তাতে দুঃখ ছিল না—পরিত্রাণের কারণও হত না কিছু নিজেদের বুদ্ধির দোষে, সঠিক পরিচালনার অভাবে আয়ুর্বেদের বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক রীতি ও প্রকৃতির পরিপন্থে অন্ধতাহীন ও সাধনাহীন নূতন সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে যারা চিকিৎসার ভরীর যত কোথায় স্রোত ফেলবে তা অজানায় কুয়াশাচ্ছন্ন পথে হারিয়ে যাচ্ছে। সরকার নিরীহ, অভিজ্ঞতাও বিশিষ্ট হয়। মাত্র, জনসাধারণ-স্বভাবত আত্মরক্ষার ব্যাপ্ত চারিদিকে মুখব্যাদান উদ্ঘাটনার বেড়াজালে—নূতন অভিযাত্রীদল মরোদ্ধারের কর্মক্ষেত্রে অবতরণ করে—অভিজ্ঞতার জন্য কোন অন্যায় ও অনাবশ্যক বর্ষব্যাপ্ত উদ্যুক্ত হবে না। হাজার হাজার বৎসরের সাধনাপূত যে বিজ্ঞান তার উন্নতির জন্য সংঘবদ্ধভাবে চেষ্টা সাধনা করতে হবে—আধুনিক জমির কর্ষণ বারিসেচে পরিষ্কার রাসায়নিক সম্পদের আবশ্যক হতে পারে না। জ্ঞানের রাজ্যে বুজরুকি চলে না—অর্থ কিছু ছুটতে পারে কাঁকি দিয়ে কি অবমূল্য আহরণ করে। সত্য-সন্ধানের একনিষ্ঠ সাধনায় আমরা সিদ্ধির ক্ষেত্র প্রসারিব।

আপনাদের চাক এসেছে - আয়ুর্বেদের সাধনা করুন অনুসন্ধিৎসার বারি ঢেলে তাহাকে সরিস নৈরাশ্য ও জড়তার অজানায় হতে—যেমন, অমাবস্যার পরে সূর্যোদয়ের মত আয়ুর্বেদের পূর্বজ্যোতি প্রকাশিত!

---

## মহাত্মা গান্ধী জন্ম-শতবার্ষিকী

আরম্ভ—২রা অক্টোবর, ১৯৬৮

পরিসমাপ্তি - ২রা অক্টোবর, ১৯৬৯

মহাত্মাজী পরিকল্পিত গঠনমূলক কার্যক্রম :

(১) খাদি-প্রচলন, (২) অস্পৃশ্যতা-বর্জন, (৩) মাদক-বর্জন, (৪) সাম্প্রদায়িক সৌহার্দ্যবর্ধন, (৫) বিবিধ পল্লীশিল্প প্রচলন, (৬) গ্রাম্য স্বাস্থ্যবিধান, (৭) নারী-উন্নয়ন, (৮) বুনিয়াদী শিক্ষাদান, (৯) বয়স্কদের শিক্ষাদান, (১০) স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ক শিক্ষা-দান, (১১) প্রাদেশিক ভাষা অনুশীলন, (১২) রাষ্ট্রভাষা অনুশীলন, (১৩) অনগ্রসর বিধান, (১৪) ছাত্র-উন্নয়ন, (১৫ শ্রমিক-উন্নয়ন, (১৬) কৃষক-উন্নয়ন, (১৭) যুব সংগঠনের সেবা (১৮) আদিবাসীদের উন্নয়ন।

ভারত সরকার, রাজ্য সরকারসমূহ, গঠনমূলক প্রতিষ্ঠান সকল এবং জনসাধারণ মহাত্মা গান্ধীর জন্ম-শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। সকলে মিলিতে জন্ম শতবার্ষিকী উৎসব পালন করার সেজন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

---

* অভিযাত্রী:-করেন ইংরেজ বাণিজ্যতরী-প্রভৃতি—প্রঃ সঃ।

# আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের

ষষ্ঠম বার্ষিক অধিবেশনে

জনস্বাস্থ্য-প্রত্নবিজ্ঞান বিভাগের

সভাপতি কবিরাজ শ্রীযুক্ত হরিদাস নৈষ্কিরার অভিভাষণ

ওঁ যাবাহুতমিদং দেবং পীতবস্ত্রং চতুর্ভুজম্।
যদ্যে বর্ত্তন্তি তদ্ভক্তা যাবাপ্রলয়মিদুবম্।

বিজ্ঞ বন্ধুগণ,

উপস্থিত আমার ভিন্ন আয়ুর্বেদে চিকিৎসকগণ এবং উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণ, আমি সুদূর আসাম হইতে আসিয়াছি। আমাদের এই মহাসম্মেলনে সভা-সভাপতি হিসাবে আমন্ত্রণ করাতে কার্যকর্তা সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আমার অসমীয়া ভাষা এখানে সকলের বোধগম্য হইবে না বলেই আমি বেঙ্গলী ভাষাতে আমার ভাষণ আরম্ভ করিব। বেঙ্গলী ভাষাতে আমার বুৎপত্তি বড় থাকা সত্ত্বেও তেমন নাই। এই দেশবাসী যদি ভুল ত্রুটি হইয়া যায়, মার্জনা করিবেন।

এই মহাসম্মেলনে আমার বিষয় হইল প্রত্নবিজ্ঞান। তার সম্বন্ধে যথা সম্ভব সংক্ষেপে আমার ভাষণ লিখিতে বাধ্য হইলাম।

স্বাস্থ্যবানের স্বাস্থ্যরক্ষা এবং রোগীদের রোগ-মুক্তির জন্যে প্রত্যেক চিকিৎসকের প্রত্যেকের বিষয়ে বিশেষ করিয়া জানা থাকা দরকার ও রোগে আক্রান্ত হওয়ার পর প্রতিকার করার চেয়ে যাতে রোগ হইতে না পারে তার জন্য সুস্থ লোকের পথ্যাপথ্য পালনে যত্নবান হওয়া উচিত। অনেক সময় দেখা যায় এক প্রকার রোগে এক প্রকার ঔষধ, একই প্রকারের পথ্য দেখে করিয়া প্রকৃতিভেদে বিভিন্ন প্রকার ফল হইয়া থাকে, যেমন কোনো লোকের মাছের ঝোল সহ্য হয় না কিন্তু মাংসের ঝোল খাওয়াতে স্বাস্থ্য ভাল থাকে। আবার ঐক পীড়াগ্রস্ত কোনজনে মাংসের ঝোল খাইলে কষ্ট অনুভব করে, কিন্তু মাছের ঝোল খাইয়া ভাল থাকে।

চিকিৎসকগণ রোগ পরীক্ষা করিয়া রোগশান্তির জন্য ঔষধ নির্বাচন করিয়া থাকেন। ২৪।১-।১৪ দিন বা তদোধিক রোগের সংযোগে আয়ুর্বেদের ঔষধ সকল তৈয়ারি করা হয়। এই ঔষধ প্রয়োগ করিবার সময়ে বিবেচনা করিতে হইবে আমাদি দোষের প্রতি অবস্থা দেখিয়া ঔষধের মাত্রা কি হওয়া, কিম্বা শারীরিক বাহ্যের উপর ঔষধের প্রয়োগ হবার কার্যকারিতাই বা কি প্রকারের এই সকল খুঁটিনাটিরূপে বিচার করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়। এই ঔষধের ব্যবস্থা এবং পথ্যাপথ্যাদি নির্ণয় ডাক্তারী ডাক্তারদের জানা আবশ্যক। নতুন রোগী তদারকে খোঁজ খোঁজাখুঁজি, খুলে খুলে জিজ্ঞাসা এবং রোগ নির্ণয়ের ঔষধের ব্যবস্থা যা রোগ বিশেষে ফল খাওয়া নিষিদ্ধ বলিয়া বিশেষ উল্লেখ করা সত্ত্বেও অল্প ফল না খেতে অনভিজ্ঞ

চিকিৎসকের কাজ। এই ক্ষেত্রে বলা উচিত যে, অনেক সময় বিভিন্ন রসের অবস্থা বিশেষে অল্প মাত্রায় ব্যবহারে অতি হইবে না, বরং উপকারই হইয়া থাকে। এটা আয়ুর্বেদজ্ঞদের অভিপ্রায় এবং চিকিৎসাক্ষেত্রে আমরাও ইহার উপযোগিতা দেখিয়াছি।

দ্রব্যগুণ জানিতে হইলে দ্রব্যে কি কি পদার্থ থাকে, তাহার গুণাদি কি প্রকার তাহা পূর্বে জানা দরকার। প্রত্যেক দ্রব্যে রস, গুণ, বীর্য, বিপাক, শক্তি বা প্রভাব এই পাঁচ প্রকার পদার্থ থাকে।

ইহার পরে রসের বিষয় বর্ণনা করিব। মধুর, অম্ল, লবণ, তিক্ত, কটু এবং কষায় এই ছয় প্রকার রস। দ্রব্যে এই সকল রস থাকে। প্রত্যেক প্রব্যই বহুরসবিশিষ্ট। তথাপি পার্থিবাদি পঞ্চভূতের তারতম্যানুসারে যে দ্রব্যে যে রসের আধিক্য থাকে সেই দ্রব্যকে সেই রসবিশিষ্ট বলিয়া নির্দেশ করা যায়। এইটী মধুর, এইটী অম্ল, তিক্ত ইত্যাদি দ্রব্যের রস বিভাগে অন্তর্ভুক্ত হয়। যে রস খাদ্য করার পর অনুভূত হয় তাহাকে অনুরস বলা যায়। মধুর অম্ল এবং লবণ রস বায়ু, তিক্ত, কটু এবং কষায় রস যথেক্রমে, কফ, তিক্ত এবং মধুর রস পিত্তের প্রশমক

দ্রব্যের গুণ :—গুরু, লঘু, স্নিগ্ধ, ইত্যাদি ২০ প্রকার। বীর্য দুই প্রকার—শীতবীর্য এবং উষ্ণবীর্য।

বিপাক :—ভুক্ত মধুরাদি রসবিশিষ্ট দ্রব্য সকল অগ্ন্যাদি দ্বারা পরিপাক হওয়ার পর যে রস উৎপন্ন হয় তাহাকে বিপাক বলে। এই বিপাক তিন প্রকার হইয়া থাকে—যেমন মধু এবং লবণ দ্রব্যের বিপাক মধুর, অম্ল রসের বিপাক অম্ল এবং কটু, তিক্ত, কষায় রসের বিপাক প্রায় কটু হইয়া থাকে।

প্রভাব :—দ্রব্যের অচিন্ত্য এবং অচিন্ত্য কোন শক্তির নাম প্রভাব—যেমন শঙ্খপুষ্পী মূল ব্যবহার করিলে যত ভাল হয়—উহাকে আর মূল বাছিয়া নিতে হয়।

পরস্পর সংযোগ দ্রব্যের নির্দেশ :—দাহ এবং অম্লরোগ যাহার আছে দুগ্ধের সঙ্গে খাইতে নিষেধ। মূত্র পাথরীর যাহার পরিষার হইলে ছেড়ে খাইতে নাই। মধুর সঙ্গে ঘৃত খেতে নাই। ঘৃত সমান সঙ্গে তৈল খেতে নাই। মিছরির সঙ্গে পায়স খাওয়া নিষেধ। দধি, ঘোল এবং খেজুরের সঙ্গে ভাজা খাওয়া নিষেধ। তাঁলাব পাত্রে ১০ দিন দি রাখিয়া খাওয়া নিষেধ। সমান ভাগে মিলিত মধু এবং ঘৃত বিষতুল্য হয়। অগ্নিতপ্ত অন্নপানাদি খাদ্য করিয়া খাওয়া নিষেধ। নানা জাতীয় মাংস একসঙ্গে খাইলে পরস্পর বিরুদ্ধ হয়।

ইহার পরে অনেকগুলি পারিভাষিক শব্দের লক্ষণাদি বিষয়ে বলিব :

দীপন :—যে অন্নরস পরিপাক করে না অথচ অগ্নির দীপ্তি করে, তাকে দীপন বলে। এই ক্ষেত্রে আশঙ্কা হইতে পারে যে অগ্নি দীপ্তিকারক সে আম পরিপাক করিতে পারে না কেন? উত্তর—যেমন প্রদীপের দ্বারা গৃহ আলোকিত মাত্র হয় কিন্তু তার দ্বারা পাত্রে থাকা চাউল পাক হয় না। সেই প্রকার দীপন দ্রব্য কোষ্ঠের উষ্মা মাত্র উৎপাদন করে কিন্তু ভুক্তদ্রব্য পরিপাক করিতে সমর্থ হয় না।

পাচন :—যে আম পরিপাক করে অথচ অগ্নির দীপ্তি করে না, তাকে পাচন বলে। এই ক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠিতে পারে—যে অগ্নির দীপ্তি করে না সে কেমন করিয়া আম পরিপাক করিবে? উত্তর—যেমন প্রজ্বলিত অঙ্গারের দ্বারা অন্ন পাক হইতে পারে

কিন্তু তার দ্বারা প্রদীপের মত তাৎক্ষণিক আলোকিত হইতে পারে না।

লঘন :—যে দ্রব্যাদি দোষ লঙ্ঘন অর্থাৎ ঊর্ধ্ব বা অধোমার্গে দ্বারা নির্হরণ করে না এবং লঘ্বাবস্থাপন্ন দোষগুলিকে বাড়িতে দেয় না, অথচ বিবর্দ্ধমানাবস্থাপন্ন দোষগুলিকে লঘ্বাবস্থাপন্ন করে তাকে লঘন বলে, যেমন—গুলঞ্চ।

অনুলোমন :—যে অপক্কাশয়ের অর্থাৎ বায়ু পিত্ত এবং শ্লেষ্মার পাক করিয়া এবং বায়ুর বেগ ভেদ করিয়া মলকে অধঃপ্রবর্তিত করে তাকে অনুলোমন বলা হয়, যেমন—হরিতকী।

গ্রাহন :—যে কোষ্ঠে সঞ্চিত মলাদিকে পাক না করিয়া অধঃপতিত করে, তার নাম গ্রাহন, যেমন—সোনাল।

ভেদন :—যে পিচ্ছিল বা গাঢ় কিম্বা বায়ুর দ্বারা ঘন্টি ঘন্টি করা মলকে ভাঙ্গিয়া বাহির করিয়া দেয়, তাকে ভেদন বলা হয়, যেমন, জয়পাল।

ছেদন:—যে বিপক্ক বা অপক্ক মলাদিকে দ্রবীভূত করিয়া অধোনির্হরিত করে তাকে ছেদন বলে, যেমন—চেউরী।

বমন :—যে অপক্ক পিত্ত, কফ এবং অন্নকে বলপূর্বক ঊর্ধ্ব মার্গে বাহির করে তাকে বমন বলে, যেমন—মদনা ফল।

ছেদ্য সংযোগন :—যে সঞ্চিত মলকে স্বস্থান থেকে ঊর্ধ্ব এবং অধোমার্গে বাহির করিয়া দেয় তাকে ছেদ্য সংযোগন বলে, যেমন—যোষাফল।

গ্রাহী :—পীলু, পাচন এবং উষক ক্ষেত্র যে পাচনা দ্রব্যকে শোষণ করে তাকে গ্রাহী কিম্বা ধারক দ্রব্য বলে, যথা—শুঁঠ, জীরা।

স্তম্ভন :—রৌক্ষ্য, শৈত্য, কষায় এবং লঘুত্ব প্রভৃতি যে প্রতিলোম বায়ুজনক হয় তাকে স্তম্ভন বলা যায়, যথা—ইন্দ্রযব, সোনাপাঠা।

ক্ষেপন :—যে সঞ্চিত কফাদি দোষগুলিকে বলপূর্বক উৎক্লিষ্ট করে তাকে ক্ষেপন বলে, যেমন—আঃ, মরিচ, বিলাজেতু।

লেখন :—যে যোগের বায়ু বা মলগুলিকে শুষ্ক এবং রুক্ষ করে তাকে লেখন বলে, যেমন—মধু, ইক্ষুজল, যব, ইন্দ্রযব।

বাজীকরণ :—যে দ্রব্যাদিরা ধাতু বার্দ্ধে সহায়ক উপায় করে তাকে বাজীকরণ বলে, যেমন অশ্বগন্ধা, শতমূলী, শর্করা, বালমূলী।

তর্পণ :—যে শুক্রবাহীস্রোতাদিকে তর্পণ করে, যেমন, তালমূলীপাক।

রসায়ন :—যে ক্রিয়া এবং ব্যাধিনাশক তাকে রসায়ন বলে, যেমন, সুপারীফল, কোনো ধান।

অবস্থাপী :—যে অবোক্তাদিরূপ দ্রব্যে বৃদ্ধির লোপ করে তাকে অবস্থাপী বলে, যেমন, যব, মুগ প্রভৃতি।

প্রমাথি :—যে নিজবীর্য্য দ্বারা স্রোতঃসমূহ থেকে বাতাদি দোষে সমূহ নিরস্ত করে তাকে প্রমাথি বলে, যেমন, মস্তি এবং ঘৃত।

অভিষ্যন্দী :—যে পিচ্ছিলা এবং গুরু-বিষয়ক রসবাহী শিরাসমূহকে রুদ্ধ করিয়া শরীরের গুরুত্ব উৎপাদন করে তাকে অভিষ্যন্দি বলে, যেমন, দধি।

বিষাদি :—যে ভোজনে অন্নাভিলাষ, পিপাসা এবং জ্বরের বার উৎপাদন করে এবং বিলম্ব করিয়া পরিপাক পায় তাকে বিষাদি দ্রব্য বলে, যেমন, বাসাঙ্কুর, তালা দ্রব্য।

স্নেহবাহি:—যাহার সঙ্গে সংযোগ হইলে সেই সংযোগি দ্রব্যাদি যে দ্রব্য গ্রহণ করে তাকে স্নেহবাহি বলে, যেমন, ঘি, তেল, পারুষ, মধু প্রভৃতি।

—চিকিৎসক যদিয়া যথার্থভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে শাস্ত্রজ্ঞান, ভূয়োদর্শন, বোধশক্তি—বিশুদ্ধভাবে ঔষধ প্রস্তুত বিষয়ের জ্ঞান অত্যধিক প্রয়োজন। পরিভাষার সমাক্ ফুরণ না থাকিলে দ্রব্যের পরিমাণাদি, ঔষধ যোজনাদির প্রস্তুত বিধি, তৈল-ঘৃত-পুটপাকাদির পাকপ্রণালীর বিষয়ে জ্ঞান জন্মে না। পরিমাণ ঠিক না হইলে ঔষধে ফল হয় না। সেইজন্য চিকিৎসক সকলের পরিমাণের বিষয়ে সর্বদা দৃষ্টি রাখা দরকার।

দেশানুসারে দ্রব্যজ্ঞান :—হিমাদ্রি পর্বতের দ্রব্য অধিকাংশ এবং বিন্ধ্যাচলের দোষকারক। চিকিৎসক সকলের এই বিষয়বিজ্ঞতা অর্জিত হয়। এজন্যই অনেক অনেক বন-উপবনে ঔষধের দ্রব্য জন্মে—বিচার করিয়া পর্যটনের দ্রব্য গ্রহণ করা উচিত।

ঔষধ গ্রহণের বিধিজ্ঞতা—বেলাদল, মূলা, পদ্ম, কমলমূলি এই সকল ঘরের জন্য, বকুল ছাল, খদিরের মূলা ছাড়িয়া ছাল, অন্নমূলি, অজিতীর্ণ অধিবৃত, শীতকফিত ঔষধের দ্রব্য ব্যবহারক হয় না। যে ঘরের মূল গ্রহণ-যোগ্য ছিলনে তাহা অন্যে তার অগ্রভাগ ত্যাগ করিয়া কেবল ছাল নিতে হয়। কিন্তু কুড় মূল হইলে সম্পূর্ণ অংশই নিতে হয়।

ভক্ষণের দ্রব্য গ্রহণবিধি—শীত এবং শীত ঋতুতে মূল, বসন্ত ঋতুতে পাতা, গ্রীষ্মকালে ছাল মূল এবং শীত ঋতুতে ফল যে যে ঋতুতে যে যে ফল হয়, সেই সেই ঋতুতে ফল এবং মূল গ্রহণ করিতে হয়।

অন্যান্য দ্রব্য গ্রহণবিধি :—মধু অন্যান্য দ্রব্য অপেক্ষা পুরাণ হয়—পুরাণ গুড়ের অপেক্ষা ৬ গ্রাম সুরের তাপে পক্ক করিয়া ভক্ষণ নিতে হয়। লৌহের অভাবে মধু, ঘৃতের অভাবে বিল্বকুর্চ, তৈলের অভাবে বসা—সুবর্ণ অথবা রূপের অভাবে লৌহাদি ব্যবহার করিতে হয়।

ঘৃত, বসা, মজ্জা, তৈল এবং জলীয় ভেদে ঔষধ পাঁচ প্রকার।

ছাল, পাতা ছেঁচিয়া লওয়া রসকে ঘৃত, পাথরে পিষিয়া লওয়া দ্রব্যকে কল্ক; অগ্নি তাপে সিদ্ধ করিয়া যে রস বাহির করা হয় তাকে পূত বা ক্বাথ; রসে তাহা অল্প ভিজাইয়া যে রস পাওয়া যায় তাকে শীত এবং অল্প জলে ভিজাইয়া পরের দিন যে রস পাওয়া যায়, তাকে কাণ্ড বলে। এইগুলি প্রয়োগের ভিন্ন ভিন্ন বিধি আছে।

মাত্রাবিধি :—মাত্রার কোন ধরা বাঁধা নাই; কাল, অগ্নিবল, বয়স প্রকৃতি তারতম্য দোষ এবং রোগ বিবেচনা করিয়া ঔষধের মাত্রা ঠিক করিতে হয়। অনিয়মে মানুষ স্বভাবতঃ দুর্বলাগ্নি, তীক্ষ্ণাগ্নি এবং সমাগ্নি হইয়া থাকে। যেমন অল্প মাত্রা জলের দ্বারা তার আহার মিলাইতে পারি না এবং প্রবল জ্বালে অন্ন নষ্ট হয়, এজন্যই মাত্রাতীন ঔষধের দ্বারা রোগ শান্তি করিতে সমর্থ হয় না। আর অগ্নি 'মাত্রা' ঔষধ ব্যবস্থাটিকে ভাল করিয়া হইয়া থাকে। সুতরাং উপযুক্ত মাত্রায় ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়।

সময়ের আচার ব্যবহার এবং রীতি নীতির অন্তরে আজকাল এই রোগে রোগের অন্তর্ধান ভিন্ন ভিন্ন করিয়া দিয়াছে। চিকিৎসার যার সম্পূর্ণরূপে বিপরীত করা রোগের সঙ্গে সমতুল হইয়া উঠিয়াছে। সুখে এক রোগ ছিল না এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা হয় হইত না। কোন রোগের শীঘ্র ওষধ দ্রব্যই চিকিৎসকের ব্যবস্থাগারে অতি অল্পের সহিত পাওয়া যায় গাছের অল্প করিয়া এবং পাতন যাইয়া অধিকাংশ লোক অন্যান্যে

বোধগম্য লাভ করিত। পাশ্চাত্য সকল লোকের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। এই হেতু চরক, সুশ্রুত, বাগ্‌ভট প্রভৃতি প্রধান প্রধান ঋষি সকলে নিজ নিজ চিকিৎসা গ্রন্থসমূহে সর্বাপেক্ষা ধাতু সাম্যবাদের প্রধান অবলম্বন করিয়া সকল রোগের চিকিৎসার জন্য উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। যতদিন পাশ্চাত্য চিকিৎসা প্রচলিত ছিল ততদিন লোকে এত রোগ ভোগ করিত না এবং চিকিৎসার খরচের জন্য বিব্রত হইয়া পড়িত না। কিন্তু আজকাল আমাদের দেশে বিদেশী চিকিৎসা প্রচলন প্রবল হওয়াতে পাশ্চাত্যদিগের পায়ে পায়ে লক্ষ্য করা মূর্খের কথা, ঔষধ ব্যবহার করিবার জন্য সাধারণ অনুমান পর্যন্ত লক্ষ্য করা বিষম বোধ করে। পরম কল্যাণকর পাশ্চাত্য-চিকিৎসা, ঋষি-পরিচয় এই বেশ থেকে লোপ পাইতে বসিয়াছে। সেই জন্য আমার অনুরোধ সকলের প্রত্যেক অবস্থান করিয়া রোগ নিবারণের চেষ্টা করা উচিত।

এখন আমার বক্তব্য এই যে, আয়ুর্বেদ শাস্ত্র এত জটিল যে, সংস্কৃতে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি এবং বহুকাল বিজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে থাকিয়া চিকিৎসা বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা ভিন্ন ইহার তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া চিকিৎসা কার্যে সফলতা লাভ করা এক প্রকার অসম্ভব। এই অবস্থায় আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার যদি অবসর হইয়া সাধারণের পক্ষে চিকিৎসা করা সহজসাধ্য নয়, অথচ ইহার মূলে জীবন মরণের নিত্য সম্বন্ধ। এই ক্ষেত্রে অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ের যদি গ্রহণ সকলের কর্তব্য। কিন্তু প্রাদেশিক ভাষাতে লেখা কোন আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা-বিষয়ক সকল গ্রন্থ নাই। হোমিওপেথিক এবং এলোপেথিক চিকিৎসা বিষয়ের গ্রন্থসমূহের যদি যেরূপ সহজে উপলব্ধি করিতে পারা যায়, আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থসমূহ মৌলিক অবলম্বন করিয়া বহুকাল সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের নিকট চিকিৎসা বিষয়ের শিক্ষা না করিতে পারিলে ভাল চিকিৎসা জ্ঞান জন্মে না। এই হেতু আয়ুর্বেদ অনুসারে চিকিৎসা কার্যে হাত দিয়া অনেকে লক্ষণানুযায়ী ঔষধ নির্বাচন করিতে পারে না; কারণ প্রাচীন ঋষিগণ কেবল অভিজ্ঞতানুযায়ী ঔষধ নির্বাচন প্রণালীর মূল মর্ম্ম করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু লক্ষণানুসারে চিকিৎসা-বিষয়ক কোন সরল গ্রন্থ প্রণয়ন করেন নাই। তাহা না হইলে বর্তমান সময়ে আয়ুর্বেদের উপর যে প্রকার শ্রদ্ধা তদপেক্ষা অধিক শ্রদ্ধা প্রকাশ হইত, তাহে কোন সন্দেহ নাই। ঔষধের গুরুত্ব এলোপেথিক এবং হোমিওপেথিক চিকিৎসার উল্লেখ করা উল্লেখ করিতে পারি। কোন কোন লোকে বলিতে পারে যে, এলোপেথিক চিকিৎসা রাজচিকিৎসা। সেই জন্য রাজার সাহায্যে এত উন্নতি। এলোপেথিক চিকিৎসার কথা যদি ছাড়িয়া দেওয়া হোমিওপেথিক চিকিৎসার এই অল্প সময়ের মধ্যে এত উন্নতি হইয়াছে তাহাতে আশ্চর্য হইতে হয়। এই বিষয় অনুসন্ধান করিলে অন্যান্য কারণের ভিতরে প্রাদেশিক ভাষাতে চিকিৎসা বিষয়ের গ্রন্থের সহজ প্রচলনই চিকিৎসা-বিস্তারের প্রধান কারণ বলিয়া অনুমান হয়। অনেকেই মনে করেন আয়ুর্বেদীয় সকল গ্রন্থ না আছে সেই অভাব। ইহার সংস্কার কিম্বা প্রাদেশিক ভাষাতে অনুবাদ করার কি প্রয়োজন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাহা এই বিষয় বুঝিতে চান না যে বিজ্ঞ চিকিৎসক আমাদের এখানে সহজ প্রাপ্য হয় না। যেখানে সাধারণ জীবন মরণের নিত্য সম্বন্ধ আছে সেই বিষয়ের সাধারণ জ্ঞান সর্বসাধারণের ভিতরে প্রচার করা নিতান্ত দরকার। ইহা অতি দুঃখের বিষয়,

পাশ্চাত্য থেকে আমদানী চিকিৎসকের বহু বর্ষের ক্রমবর্ধমান যে প্রভাব দেখিতেছি তাহাতে এ চিকিৎসা-বিজ্ঞান পরিচালনা প্রণালির ফলে বিজ্ঞ চিকিৎসক মণ্ডলী সেই সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন : তাঁরা আধুনিক চিকিৎসা প্রণালীর গুণাগুণ সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়া থাকেন, তাহাদের অভিজ্ঞতার সহিত তুলনায় বিলুপ্ত হইয়া যায়। এইটা কি কম দুঃখের বিষয়! আমাদের যা ছিল এই প্রকারেই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এই বিষয়ে যদি বর্তমানে যথোচিত করা না যায়, তবেও যা কিছু আছে সেই সমস্ত হয়তো কালের প্রভাবে ভবিষ্যতে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।

সেই জন্য আমি আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের নিকট অনুরোধ করিতে চাই যাতে এই পরিষদ আয়ুর্বেদ চিকিৎসা বিষয়ে সমস্তগুলি মূল প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ লিখিয়া প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। তাহা হইলে আয়ুর্বেদ চিকিৎসার উৎকর্ষ ও প্রসার সুসম হইবে।

—উৎসর্গ

---

* বিশেষ কারণে আমরা অনিবার্যরূপে পরিষদ এই অভিভাষণ পূর্বেই প্রকাশিত করিলাম। —প্রঃ সঃ

বিজ্ঞান বিভাগ

# Research in Ayurveda

Mahopadhyaya Kaviraj Prabhakar Chatterjee, M.A.,
Ayurveda-Brihaspati

What I want to emphasise by the terms "Research in Ayurveda" is that the Ayurvedic character of the main principles of Research activities should be preserved at all costs. I propose to discuss briefly the main lines of the research works to be carried on by the sincere and genuine students and teachers of Ayurveda in Ayurvedic lines in strict conformity with the Ayurvedic Sutras or the main principles of Ayurveda so that results obtained by such research works are capable of adding to the growth and development of Ayurveda, the progress of which has been retarded during the period of last one thousand years due to want of state support caused by loss of independence and the political disorders and social insecurity resulting therefrom. In the long series of articles that I want to publish through the columns of the Ayurveda-Bharati and Nagarjun, the great Ayurvedic research journals of the modern world, edited with a view to propagating the oldest and the most original scientific knowledge that has ever been revealed and opened of human intelligence since the creation of the present world, I propose to deal with the pros and cons of the 38

subjects that have come into the forefront as a result of the research activities laboriously conducted by the researchers all over the world in the field of Medical Science.

In the first instalment of the series of articles to be published in this regard, I have already published an account of the Ayurvedic consideration of "mucus" as a very powerful disease-producing agent according to the principles of Ayurvedic oetiology or the Nidan Vijnan. A view is current amongst the followers of the Western science that there are no physiology and pathology in Ayurveda. This is no doubt the result of an incorrect comprehension of the principles of oetiologists of the world who flourished in the 7th century A. D. when really speaking, there was nothing like a knowledge in the science of medicine, not to speak of oetiology or pathology. It is a blasphemy to say that there was no research in Ayurveda. Even if we happen to cast a cursory glance at the historical development of Ayurveda, we find that the main principles controlling the science of oetiology were there although in a fragmentary condition in the works of Charaka, Susruta and Vagbhata, later researches in the age and shape of Vrinda, Madhav in the 9th century, Chakrapani 11th century, M. M. Bijoy Rakshit, Srikanta Dutta and Nischalkar 14th century A. D. in their respective commentaries, namely, Vyakhya-Madhukosha, Vyakhya-Kusumavali, and Ratnaprabha, written copiously dilating upon the different aspects of oetiology, pathology and physiology in the modern sense of the terms.

The Purbacharyas of Ayurveda have always laid special stress upon the diagnosis and progonsis of diseases before having recourse to actual treatment by the application of medicines. And as such Vagbhata says in the first chapter of the Sutrasthana of Astanga-Hrdaya that,

"রোগমাদৌ পরীক্ষেত ততোঽনন্তরমৌষধম্।
ততঃ কর্ম্ম ভিষক্, পশ্চাৎ জ্ঞানপূর্ব্বং সমাচরেৎ॥"

That is, at first the physican should try to ascertain the disease by means of proper examination and treat him according to his knowledge. And now, with a view to ascertaining the disease,

"তত্রাদৌ নিদান পূর্ব্বরূপ রূপোপশয় সম্প্রাপ্তীনাং পঞ্চানাং
জ্ঞানমুক্তং ব্যাধীনাং বৃদ্ধি হ্রাস হেতু স্থিতীনাং॥"

—সুশ্রুত।

he should enquire into the five stages of the development of a disease and its progress or regress, namely, Nidan, Purbarupa, Rupa, Upasaya and Samprapti, ending either in recovery or death of the patient concerned. In Vriddha Trayi, we find a bare mention of the several types of diseases with their short description in the proper Nidanasthanas or the chapters

assigned to the subject for the purpose of preserving the expositions of the causative factors of diseases. But gradually Charaka has elaborated the ideas of the physiology of Ayurveda in his description of the Kayagni and the gradual formation of the Vata, Pitta and kafa, seven Dhatus and Upadhatus or the bye-products of the original Dhatus, namely, Rasa, Rakta, Mansa, Medha, Asthi, Majja and Sukra and the Upadhatus namely, Kafa, Pitta, Vayu, Amsha, Sweda, Mala, Mutra, Nemamala etc. According to Charaka, Rakta and Pitta are identical and as such Charaka has not made any consideration of Rakta. But Sussruta has gone a step further and has discussed in details the properties of Rakta which he considered to be the root principle of the body. The Purbacharyas have described the different characteristics and temperaments according to the preponderance of Vata, Pitta and Kafa in the system. And that is why we get a Vata-prakriti, a Pitta-prakriti and a Kafa-prakriti man having preponderance of any one of the three root-principles of Vata, Pitta and Kafa. It is not a place where we can give a detailed description of the Ayurvedic physiology in which the subdivisions of Vata, Pitta and Kafa into five different groups have been discussed in details and also detailed description of the workings of the five different groups of subdivisions of every one of Vata, Pitta and Kafa, their merits and demerits and their movements in the different organs of the constitution from the subject matters of Ayurvedic Pathology, Physiology and Oetiology involving diagnosis and prognosis of diseases. The Nidan-Shastra of Ayurveda has incorporated within its voluminous body the two other departments of the Western medical science, namely physiology and pathology* by the researches conducted in the departments by Madhav Kar, Vrinda Kunda, Chakrapani, Vijay Rakshit, Srikantha Dutta, Nischalkar and Shivadas Sen and later commentators like Gangadhar Roy, Haran Chandra Chakravarti, Jyotish Saraswati, Jogindra Nath Sen and recent researchers like Dr. P. M. Mehta, Kaviraj D. N. Roy, Vaidya Ramraksha Pathak, Raghubir Prasad Trivedi, C. Dwarkanath, V. N. Dwivedi, Gokhale, Priyabrata Sharma, Bhagavan Das, A. Kulkarani, K. P. Trivedi, Vaidya Ranajit Roy Desai and others.

According to some scholars, the study of western pathology and physiology has given an impetus to the students pursuing the mixed course of Ayurveda for carrying on researches in the domain of Ayurvedic pathology and physiology. But this is not true as long before the advent of the mixed course of Ayurvedic education, the famous Commentators of Vriddha-

Trayi wrote copiously on Dosha-Dhatu-Mala Vijnan of Ayurvedic Saatras.

Thus, we see that for a proper understanding of the Ayurvedic Pathology of digestion, formation of Sapta Dhatus Tridoshas with their subdivisions, locations in the different organs of the body, their abnormalities and derangements in causing diseases, principles of the different kinds of Ayurvedic treatment of the Dosha, Dhatu and Malas of the body, thorough and careful researches from the commentaries of Bhattara Harichandra, Chakrapani, Jejjata, Vijoy Rakshit, Sreekan·ha Datta, Nischalkar, Arundatta, Hemadri, Shivadas, Gangadhar and others should be carried on. The relation between Rasas and Doshas is to be studied carefully with the object of acquisition of the capacity for following the progress or regress of the treatment to be given to the patients for alleviating the the pains of the disease and ultimately eradicating it. And it is solely on account of this fundamental necessity that researches in the domain of Ayurvedic treatment should be carried on Ayurvedically and always with an eye to the Doshanuga Chikitsa of Ayurveda.

I have already told that the diagnosis of the disease is to be ascertained according to their Ayurvedic classifications, namely, 1 Adibala-pravritta, 2. Janmabalapravritta, 3. Doshabalapravritta, 4. Sanghatabalapravritta, 5. Kalabalapravritta, 6. Daivabalapravritta and 7. Swabhavabalapravritta diseases. But whatever may be the nature of the bodily diseases, they must be the outcome of

1. Asatma-Indriyartha-Samyoga
2. Prajnaparadha
3. Parinama

That is 1. improper and harmful conjunction of the five sense objects with respective senses.
2. Misuse of sensibilities.
3. improper functioning of the climatic changes brought about by different seasons etc

• 1. অসাত্ম্যেন্দ্রিয়ার্থসংযোগঃ প্রজ্ঞাপরাধঃ পরিণামশ্চেতি ত্রয়ো বিকারহেতবঃ।—চঃ বিঃ ১ম অঃ ২

• 2. যৌগিকবিকল্পৈঃ খল্বপি যদ্যদুপকরণমুক্তম্ প্রজ্ঞাপরাধে তৎ বিদ্যাদ্ দর্শনস্পর্শনপরিহারাদিষু।
—চঃ শাঃ ১ম অঃ ১৩৬

• 3. অসম্যগ্যোগাতিযোগা যোগা বিপরীতাশ্চ ত্রয়ঃ। ঋতবোঽপি হি ত্রিবিধা হেমন্তাদয়ঃ।

We have thus seen that the physiology of Ayurveda is the physiology of Vayu, Pitta and Kafa, their production and growth in the body, their derangement in the shape of aggravation and loss, and their state of equilibrum in the body which constitutes a healthy condition of the body—their functions in both healthy and unhealthy conditions of the body and the causes and symptoms of their

aggravated conditions along with the means of their alleviations.

The Ayurvedic pathology consists of the description of the Tridoshas in their aggravated or alleviated conditions as the result of the applications of various kinds of curative and palliative measures adopted by the physicians with a view to bringing the Doshas into a state of equilibrium which is the only aim of the treatment according to the principles of Ayurveda.

**Principles of Ayurvedic Treatment**

Vagbhata, one of the three greatest Purbacharyas of Ayurveda has said that the disease is first of all to be diagnosed and the medicines are to be selected and then the treatment is to be begun And with a view to ascertaining the disease, they have prescribed personal examination of the patient on the part of the physician by means of personally observing the whole external outlook of the patient, touching the affected parts of the diseased persons, feeling the pulse of the patients and examining his heart, lungs, eyes, ears, nose, tongue throat, etc. and listening to the previous history of the case right up to the time they are being questioned in respect of the ailments.

Now, we are going to enumerate one after another the Shastric injunctions in respect of the treatment of the diseases :

Charaka has said that a physician should never be ashamed of or feel hesitation for treating a case, if he cannot assign a proper name to it. Because, the world of diseases is so vast that individual names have not been assigned to all diseases existing on earth and the would-be diseases that will appear as problems to the world medical profession. Therefore, Charaka says : "अपि सर्वविकाराणां नामज्ञाने क्रिया स्मृतिः।"

that is, all diseases to which the animal world is subject to, are not known by their individual names. But there can be no disease without the influence of the Doshas ( Vayu, Pitta and Kafa ). So, it is the duty of the physician to try to concentrate his attention upon the symptoms of the untold or unknown Doshas producing the disease whose name has not been mentioned in the Nidan Shastra or Oetiology. Thus Charaka summerises,

"न ह्येषा पतिसंख्येया विज्ञेया वाऽपि सर्वशः।
ज्ञात्वा तस्मादशेषाणां ज्ञानमात्रेण मानवः।
व्याधीनामाशु वेगान् यथास्वमुपलभते ज्ञानम्।
तथा प्रकृतिमापन्नं विकारेष्वनुविध्यते।
विकाराणामकुशलो न जिह्रीयात् कथञ्चन।
यदि सर्वविकाराणां नामज्ञाने क्रिया स्मृतिः।
न ह्यत्र भूमिदोषः स्यात् सम्यग्ज्ञानविशेषतः।
ज्ञानाद्धि सर्वोऽपि जनश्चिकित्सायां यतेत्।
ज्ञात्वाधिकारं प्रकृतिविकाराणां च तत्त्वतः।
सम्यग्ज्ञानविशेषाच्च बुद्धं कर्म समाचरेत्।
यो ह्येतत् त्रिविधं ज्ञात्वा भेषजाधीनमिच्छति।
ज्ञानपूर्वं यथान्यायं न स मुह्यति भिषक्।"

Charaka has said that the utility of the Ayurvedic treatment lies in its capacity for bringing into normal condition the deranged and abnormal conditions of the Dhatus of the body. A proper functioning of the Dhatus is responsible for the maintenance of the equilibrium of the body, i. e., the health of the body. Charaka says,

"धातुसाम्य क्रिया चोक्ता भषजां यत्नमुत्तमम्।"

"प्रयोजकं धातु वैषम्ये भैषजं संशमनं धातुरागमनं साम्ये।"

"तेन चतुर्विधं प्रयोजनं धातूपसृष्टानां व्याधिविघातः प्रकृतयः स्थानं च।"

Now, what is Ayurvedic treatment? It is the adoption of those measures which have the power of bringing down the seven Dhatus in their normal and regular order. As Charaka has said,

"सप्तैते धातवो देहं धारयन्ति यथाक्रमम्।
न हि विद्यते विनाशोऽस्य कश्चित् तेषां विधारणात्॥"

Now, what conduces to the bringing of the Dhatus in their normal conditions and prevent them from being vitiated? He says,

"व्याधिविघातः प्रकृतयः साम्योपायोपसेवनात्।
विषमा बहुविधाश्च भवन्ति धातवः सदा॥"

That is, due to the avoidance of the contradictory actions and the adoption of the salubrious and conciliatory measures, the contradictory and afflicting causes cannot create any entanglement and the Dhatus come into their normal state. (Continued)

---

# রসায়নে অনুঘটক

শ্রীকিরীশ চন্দ্র দেব

অনুঘটক বলতে এমন বস্তু বা রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘরান্বিত করতে পারে। নিজে বিক্রিয়ার কোন অংশ গ্রহণ করে না। বিক্রিয়ার শেষে তাদেরই আদিরূপের অবস্থায় পাওয়া যায়। উনবিংশ শতাব্দীতেই মানুষের অভিজ্ঞতা ছিল যে, কোন কোন রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতি বৃদ্ধি করে। কিন্তু তিনি শতাব্দীর পূর্বে রসায়নবিদেরা এমন অস্বাভাবিক ব্যাপার সম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগী হননি। বর্তমানে রাসায়নিক গবেষণা ক্ষেত্রে অনুঘটন একটি বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। এ বিষয়ে অনুসন্ধিৎসার ফলে মানুষের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে অবদান রয়েছে। চিরাচরিত প্রক্রিয়াগুলি সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞান লাভ করবার চেষ্টা হচ্ছে। নিত্য নতুনের সঙ্গে সঙ্গে অভিনব ক্ষেত্রের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। শারীর বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও বিক্রিয়াগুলি নতুন রূপ নিয়ে প্রকটিত হচ্ছে।

পূর্বকাল থেকেই আহার্য দ্রব্যাদি তৈরীর জন্যে এমন সব দ্রব্য ব্যবহার করা হতো যারা প্রকৃত বিষয়ে অনুঘটকের কাজ করতো। এমন অভিজ্ঞতা ছিল

যে, ভাল পাউরুটি প্রস্তুত করতে হলে ময়দার সঙ্গে গাঁজনা ( ইষ্ট ) যোগ করা এবং ময়দার ভালটি পরমে রাখা দরকার। এরূপ না করলে রুটি স্ফীত হবে না। রসায়নবিদেরা অবেষণা করে জানলেন যে, সমস্ত প্রক্রিয়াটি সম্ভবতঃ হয় তিনটি বিভিন্ন বিক্রিয়ার ফলে, যথা—(১) ময়দার স্টার্চ বা শ্বেতসার জলের সঙ্গে বিক্রিয়া করলে উৎপন্ন হয় মল্টোজ. (২) মল্টোজ জলের সঙ্গে মিলিত হয়ে উৎপাদন করে গ্লুকোজ এবং ৩) গ্লুকোজ বিভিন্ন হয়ে উৎপন্ন হয় কার্বন ডাই অক্সাইড ও অ্যালকোহল। ময়দার ভাল পরম জলে ময়দার সঙ্গে সংযুক্ত অ্যাসটেজ অনুঘটকরূপে কাজ করে এবং প্রথম বিক্রিয়াটি ত্বরান্বিত করে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিক্রিয়ার গতি বৃদ্ধি করে গাঁজনার ভিতরের মল্টেজ ও জাইমেজ বিক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং ময়দার ভালের অভ্যন্তরস্থিত প্রসারিত উষ্ণ বায়ু ময়দার ভালকে স্ফীত ও হাল্কা করে। ফলতঃ অনুঘটকেরা চূড়ান্ত ফলে অংশ গ্রহণ করে যায়।

দুধ থেকে পনির বা ছানা অনেক দিন থেকেই তৈরী হচ্ছে। কিন্তু এখন জানা গেছে যে, পনির প্রস্তুত করবার সময় দুধের কেজিনোজেন নামক একটি প্রোটিন জলের সঙ্গে বিক্রিয়া করে কেজিন উৎপাদন করে। কেজিন হলো পনিরের প্রোটিন। কিন্তু বিক্রিয়াটি যেহেতু অগ্রসর হবে না, যদি অনুঘটক রেনিন যোগ করা না হয়। বাণিজ্যিকভাবে প্রচুর ছানা প্রস্তুত করবার প্রণালী খুবই চিত্তাকর্ষক। এই সব ব্যবস্থাপত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বাছুরীর জল পাবার জন্যে অনুঘটক হলো প্রত্যেক ব্যবস্থা-পত্রের একটি অত্যাবশ্যক অঙ্গ।

বর্তমান শতাব্দীতে অনুঘটকের ব্যবহারে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এরূপ অত্যদ্ভুত অগ্রগতি করা সম্ভব হয়েছে যে, সে-সম্বন্ধে বিচার করলে আশ্চর্যান্বিত হতে হয়। অনুঘটকের সাহায্যে মূল বিক্রিয়া ত্বরান্বিত করা যায়—এরূপ আবিষ্কারের পর কতকগুলি বিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে, আবার কতক ক্ষেত্রে ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করা হয়েছে। বিশেষ অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থের চেয়ে সালফিউরিক অ্যাসিডের গুরুত্বপূর্ণ একটি সাহায্য আছে অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদন করা যায়, যেমন—সার, বিস্ফোরক রেয়ন, সেলুলয়েড চামড়া ও কাঠ, রং, ওষুধ, সাবান, কাগজ, কাচ, ইস্পাত প্রভৃতি।

প্রায় দু' শত বছর ধরে সালফিউরিক অ্যাসিড, বাষ্পের জলে উৎপাদন করা হচ্ছে। ১৯০০ সালের প্রথম দিক পর্যন্ত যে প্রক্রিয়ায় এটি প্রস্তুত করা হতো তাকে বলা হয় "লেড-চেম্বার" প্রক্রিয়া—এই উপায়ে উৎপন্ন অ্যাসিড, বিক্রির ও তরল হয়। কিন্তু বিস্ফোরক রেয়ন প্রভৃতি দ্রব্য প্রস্তুত করতে হলে বিশুদ্ধ ও ঘন সালফিউরিক্ অ্যাসিড্ দরকার। তাছাড়া বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভেই অধিকতর বিশুদ্ধ অ্যাসিডের চাহিদা হলো। পূর্বোক্ত উপায়ে প্রস্তুত অ্যাসিডকে আরও বিশুদ্ধ এবং ঘন করবার চেষ্টা চলতে লাগলো। কিন্তু তাতে কৃতকার্য হওয়া গেল না। সুতরাং এই প্রয়োজনীয় দ্রব্যটিকে উৎপাদনের বিভিন্ন অন্য কোন প্রকার প্রক্রিয়া উদ্ভাবনের জন্যে অবেষণা করা হচ্ছিল।

অনেক দিন থেকেই জানা ছিল যে নিম্নলিখিত দুটি রাসায়নিক বিক্রিয়ার পরিণতির ফলে ঘন সালফিউরিক্ অ্যাসিড্ প্রস্তুত করা যায়—(১) নাইট্রার ডাই অক্সাইড্ এবং অক্সিজেনের বিক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন হয় নাইট্রার ট্রাই অক্সাইড্, তৎপর (২) নাইট্রার ট্রাই অক্সাইড্, জলের সঙ্গে মিলিত হয়ে উৎপাদন করে সালফিউরিক্ অ্যাসিড্। আরও

আবিষ্কার করা হয়েছিল যে, প্রথম বিক্রিয়াটি তখনই সম্ভবপর হবে যদি অনুঘটক র‍্যাডিক্যাল থাকে; তা না হলে বিক্রিয়ার গতি হবে খুব মন্থর। দ্বিতীয় বিক্রিয়া সম্পর্কের জন্যে এরূপ সাবধানের দরকার হয় না। কিন্তু অনুঘটকটি ব্যবহার করতে গিয়ে সমস্যা দেখা দিলো। অনুঘটকটি সালফার ডাই-অক্সাইড ও অক্সিজেনের সংস্পর্শে আসলে বিক্রিয়াটি বিস্ফোরণের সাথেই সম্পন্ন হয়। কিন্তু তখন কোন অজ্ঞাত কারণে অনুঘটকের প্রভাব হঠাৎই বিলুপ্ত হয়ে যায়। রসায়নবিদেরা অনুসন্ধান করে এই প্রতিবন্ধক দূর করলেন। অবশেষে "লেড-চেম্বার" প্রক্রিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী আর একটি প্রক্রিয়া আবিষ্কার করা হলো। এটিকে বলা হয় "কন্টাক্ট" "প্রক্রিয়া"। নতুন উপায়ে উৎকৃষ্ট গুণসম্পন্ন অ্যাসিড পাওয়া গেল। অবশ্য র‍্যাডিক্যাল হলো খুবই মহার্ঘ। কিন্তু এটি বিক্রি-দামে কম পায় না। তাছাড়া প্রচুর উপাদানের বিক্রিয়া অনুঘটনের জন্যে বারুদকে বারবার ব্যবহার করা যায়। বিজ্ঞান ঘর ও সুলভ সালফিউরিক অ্যাসিডের সহায়তায় অবশেষে আধুনিক বৃহত্তর শিল্পের জন্মোন্নতি সম্ভব হয়েছে।

গত পঞ্চাশ বছরে সার, প্লাস্টিক বিস্ফোরক এবং আরও অনেক প্রয়োজনীয় বস্তুর উৎপাদন বিষয়ে প্রচুর উন্নতি করা হয়েছে। এদের প্রত্যেকটির জন্যে নাইট্রিক অ্যাসিড লাগে। উন্নিদ তার আবশ্যকীয় প্রোটিন গঠনের জন্যে জমির নাইট্রেট থেকে নানান নাইট্রোজেনের উপর নির্ভর করে। পূর্বে জমিতে নাইট্রেট সরবরাহ করা হতো তিনটি উপায়ে: (১) গোবর প্রভৃতি জৈব সার জমিতে ছড়িয়ে দেওয়া হতো। এতে আছে নাইট্রোজেন্ সমন্বিত যৌগিক পদার্থ। জমির জীবাণু বিশেষের সাহায্যে এই সব নাইট্রোজেনযুক্ত পদার্থ থেকে নাইট্রেট প্রস্তুত হয়। (২) চিলি আমেরিকার পশ্চিম উপকূলস্থিত চিলিতে সল্টপিটার বা সোডিয়াম নাইট্রেটের খনি আছে। এ দ্রব্যটি পৃথিবীর সর্বত্র সরবরাহ করা হতো। (৩) জমি উর্বরা করবার জন্যে কৃত্রিমভাবে প্রস্তুত করা হতো। এইসব রূপের মূলে থাকে এক প্রকার জীবাণু, যারা বায়ুর নাইট্রোজেন্ থেকেই নাইট্রেট প্রস্তুত করে। এসব সত্ত্বেও জমির উর্বরতা রক্ষা করবার মত যথেষ্ট নাইট্রেট ছিল না। ফলে রসায়নবিদেরা বায়ুর অফুরন্ত নাইট্রোজেন আহরণ করে নাইট্রেট প্রস্তুত করবার উপায় উদ্ভাবন করতে উদ্যোগী হলেন।

বিজ্ঞানীরা পূর্বেই অবগত ছিলেন যে, (১) নাইট্রোজেন হাইড্রোজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে অ্যামোনিয়া উৎপাদন করতে পারে, এবং (২) অ্যামোনিয়া ও অক্সিজেন সংযুক্ত হলে নাইট্রিক অ্যাসিড ও জল উৎপন্ন হয়। কিন্তু বিক্রিয়া দুটির গতি খুবই মন্থর। ফলেই বিক্রিয়া দুটিকে যথেষ্ট ত্বরান্বিত করে কার্যকরী করবার জন্যে গবেষণা আরম্ভ হলো। সঙ্গে সঙ্গে অযোগসাধী অনুঘটকের জন্যেও অনুসন্ধান চলতে লাগলো। প্রায় ১৯০০ সালে জার্মানীর একজন রসায়নবিদ্ ফ্রিৎজ হেবার সন্ধান পেলেন যে, ইউরেনিয়ামকে অনুঘটক হিসাবে ব্যবহার করলে প্রথম বিক্রিয়া অর্থাৎ অ্যামোনিয়া উৎপাদন দ্রুত হয়। অবশ্য সহজে ও কাজের জন্যে আরও অনুঘটক আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রায় একই সময়ে জার্মানীর আর একজন রসায়নবিদ্ উইল্‌হেল্ম অস্টওয়াল্ড আবিষ্কার করেন যে, অনুঘটক র‍্যাডিক্যাল্ দ্বিতীয় বিক্রিয়া অর্থাৎ অ্যামোনিয়া থেকে নাইট্রিক্ অ্যাসিড উৎপাদন

ব্যবহার করতে পারে। নাইট্রোজেন পেলে নাইট্রেট সহজেই প্রস্তুত করা যায়।

১৭৮৪ সালের মধ্যে এই শিল্প জার্মানী এবং ইংরেজি করেছিল যে, সার এবং তৈল বিক্রোরকের জন্যে যথেষ্ট নাইট্রেট তৈরি হচ্ছিল। চিলির উপর আর নির্ভর করতে হয়নি। অধিকন্তু, এদের এখন রপ্তানি করছিল। জার্মান অন্যান্য দেশের বিজ্ঞানীরাও জানলেন, বায়ুর নাইট্রোজেনকে কিভাবে সদ্ব্যবহার করা যায়।

দু'রকম খাদ্যে চর্বি বা শ্বেতসার থাকে—খাদ্য হিসাবে এবং সাধারণ তৈলীয়ে। এ দুই জাতে তরল চর্বিই বাঞ্ছনীয়। পক্কাশয় বয়স পূর্বের ব্যবহারের জন্যে যথেষ্ট কঠিন চর্বি পাওয়া যেত না। কঠিন চর্বির অভাব মেটাত তুলার বিচি ও অন্যান্য উদ্ভিজের তেল, যাদের তেল প্রভৃতি তরল শ্বেতসারের কোন অনটন ছিল না; বরং এ সব দ্রব্যের অপচয় হতো।

রসায়নবিদেরা জানতেন যে, তরল চর্বির তেলে কঠিন চর্বিতে হাইড্রোজেনের পরিমাণ খানিকটা বেশী। তরল চর্বিতে আছে—৮৩ ভাগ কার্বন, ১০৭ ভাগ হাইড্রোজেন এবং ১৬ ভাগ অক্সিজেন। অপরপক্ষে, কঠিন চর্বিতে আছে—৮৭৪ ভাগ কার্বন, ১১০ ভাগ হাইড্রোজেন এবং ১৬ ভাগ অক্সিজেন। কাজেই অবাঞ্ছিত তরল চর্বিতে হাইড্রোজেন অনুপ্রবেশ করতে পারলেই কঠিন চর্বি উৎপন্ন হওয়া উচিত। অনেক ছোট ছোট অথচ অত্যন্ত পরিশ্রমসাধ্য বিক্রিয়া অবাঞ্ছিত হলো না। অবশেষে ১৮৯৯ সালে জার্মানী দেশের বিজ্ঞানী পল সেবাটিয়ার আবিষ্কার করলেন যে, এ বিক্রিয়াতে নিকেল ধাতু অনুঘটকের কাজ করে। সফল বিক্রিয়াটি অথচ গুরুত্বপূর্ণ হলো। এই প্রক্রিয়াকে বলে হাইড্রোজেনেশন। এই কাজের জন্যে সেবাটিয়ারকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়।

হাইড্রোজেনের প্রক্রিয়ার সদ্ব্যবহার প্রথমবারে নতুন শিল্প গড়ে উঠেছে। বর্তমানে উচ্চ শ্রেণীর উদ্ভিজতেল নিয়ে তৈরী হয় ভোজ্যদ্রব্য। পক্ষান্তরে, নীচ এবং নিম্ন স্তরের উদ্ভিজ তেলদ্রব্য দিয়ে প্রস্তুত করা হয় অতি কঠিন চর্বি সাবান তৈরীর জন্য।

অনুঘটকের সাহায্যে মূল বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে অসাধারণ বিস্ফোরকের আরও অনেক দৃষ্টান্ত আছে। ডিজাইন ও ইঞ্জিন আলকোহল প্রস্তুত করার নতুন পদ্ধতি, পেট্রোলিয়ম হাইড্রোকার্বনের জলযোজন, অনেক প্রকার এবং অধিক মাত্রায় আধুনিক প্লাস্টিক উৎপাদন প্রভৃতির বিষয় এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। বর্তমানে অনুঘটকের সর্বাধিক ব্যবহার হয় অধিক চাপের হাইড্রোকার্বনকে গলিত করে কম চাপের উদ্বায়ী হাইড্রোকার্বন সমন্বিত আলানী তেল উৎপাদন করতে, যা আধুনিক যুগের ইঞ্জিন চালানোর জন্যে অত্যাবশ্যক।

আমাদের সজীব পদার্থ, এক কোষী জীবাণুই হোক, কিংবা বৃক্ষের শীর্ষ-সম্পন্ন উদ্ভিদ বা জন্তুই হোক, নিজেদের কোষের জন্যে অনুঘটক উৎপন্ন করে। অনুঘটকেরাই প্রাণধারণের পথে প্রয়োজনীয় সামান্যিক রাসায়নিক বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। এই সব অনুঘটকদের বলে এন্‌জাইম্। এন্‌জাইম্ জড়-ও সজীবে যে সব বিক্রিয়ার অনুঘটন হয়, তাদের মধ্যে পরিপাকজনক বিক্রিয়াগুলিই হলো সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। দেহের বিভিন্ন জীবকোষের জন্যে বিশেষ বিশেষ পদার্থ পরিপাক করবার জন্যে এন্‌জাইম্ বিশেষ ব্যবস্থিত আছে; যথা—

| | | |
|---|---|---|
| দেহের জীবকোষের অংশ | জীব পদার্থ | এন্ডোথিলিয়াম্ |
| লালা | ষ্টার্চ বা শ্বেতসার | টায়ালিন্ |
| পাকস্থলী | প্রোটিন | পেপ্সিন্ |
| অন্ত্র | শ্বেতসার ও অ্যালবুমেন্ | শ্বেতসার ও অ্যালবুমেন্ |
| | শ্বেতসার | মল্টেজ, মল্টাজ |
| | ইক্ষু শর্করা | সুক্রেজ, ইন্ভার্টেজ |
| | দুগ্ধ শর্করা | ল্যাক্টেজ |
| | প্রোটিন, শ্বেতিকা ও পিত্তলবণ | পেপ্টোন্ |
| | পেপ্টোন | ইরেপ্সিন্ |
| | চর্বি বা গ্লোবুলিন | লাইপেজ |

যাবতীয় জীবন্তন্তু মধ্যেই এই ভাবে বিক্রিয়া সংঘটিত হয়; এমন কি, জীবাণুর মধ্যেও উৎসেচ এন্জাইম্ কর্তৃক বিক্রিয়া অনুঘটনের ফলে পুষ্টি-সাধন হয়। প্রকৃতপক্ষে, উদ্ভিদ্ ও জীবন্তন্তু জীবন ধারণের জন্যে যে অন্যান্য বিক্রিয়া সংঘটিত হয়, তাদের গতি বিদ্যুতের জন্যে এন্জাইমেরা অনুঘটক হিসাবে বিশেষ অংশ গ্রহণ করে।

এখন অনুঘটকের কাজের রীতি সম্বন্ধে কোন জানলাভ করি; বস্তুতঃ, সকল অনুঘটকের কার্যের ধারা একরূপ নয়। ম্যাগনেসিয়াম্ এবং অন্যান্য ধাতব মূলের বিদ্যুৎপূর্ণ বিক্রিয়ায় নিযুক্ত পদার্থ-গুলিকে বিশেষের উপরি ভাগে সমাবেশ করতে পারে, যার ফলে পদার্থগুলি ঐ সব স্থানে ঘনীভূত হয়ে যায়। ঐসব ক্ষেত্রবিশেষে দ্রুত বিক্রিয়া সংঘটনের পক্ষে অনুকূল হয়। আর এন্জাইম্-সমের অন্যান্য অনুঘটক হয়তো মধ্যবর্তী বিক্রিয়ায় লিপ্ত হয়ে অধিকতর বিক্রিয়াশীল পদার্থ প্রস্তুত করে। অবশেষে এই সব বিক্রিয়াশীল পদার্থ থেকেই বাঞ্ছিত ফলাফলের উদ্ভব হয়, এবং অনুঘটক মুক্ত হয়ে যায়। অনুঘটক বিষয়ে যথাযথ কার্যপ্রণালী যেরূপই হোক না কেন, একথা সাধারণ স্বীকৃত হয় যে, বিক্রিয়ার কোনও অবস্থায় অনুঘটক সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে।

---

* যাবতীয় রোগের সাধারণ প্রকৃত আয়ুর্বেদের পাকৌলিক ক্রিয়া-বিক্রিয়া অনুসারে ঔষধাদির উপরে রোগশান্তি করলে আয়ুর্বেদের সিদ্ধান্তগুলির পরীক্ষা সম্ভবপর হবে। —প্রতিষ্ঠান-সম্পাদক

---

# The Principle of Ayurveda—A Synthesis

Ayurvedacharya Bagala Kumar Majumdar, M.A.,
Founder-President—Ayurveda Bijnan Parishad, Calcutta.

## Fundamentals of Diagnosis and Treatment of Diseases.

Fundamentally it should be borne in mind that the Ayurvedic System of medicine as different from other systems, is guided by the basic principle of synthesis in any shape and form with the application of three humors and other principles as manifest in the process of diagnosis, medicine and treatment etc. The five stages of diagnosis consist of nidana (cause of

the origin of diseases), purba rupa (primary expression of incomplete symptoms), rupa (complete expression of all the symptoms), upasaya (proof of the real disease by the application of particular medicines, diets and movements) and samprapti (origin of the disease in the process of attack by vayu, pitta and kafa singly, doubly and wholly). The nidana may be of four kinds, viz. Sannikrista (when attacked in the usual time of incidence of the three Doshas at day time, night, particular seasons and time of taking diets), biprakrista (distantly occurring on the accumulation of sleuma (phglem) in Hemanta causing the diseases in spring and so on), vyabhichari (mild attack so that there might be no chance of being attacked actually) and pradhanic (immediate occurrence due to poisoning etc).

This nidana is basically divided according to undue application of the senses (asatmendriyartha-samjoga), disregard of rational adjustment (prajnaparadha) and parinama (unnatural occurrences of heat and cold in respect of seasons). Disease is caused by the loss of intelligence, patience and memory as well as as a result of sinful acts. It may also be due to internal and external causes, viz. diets, behaviour and time factor as also derangement of vayu, pitta kafa, blood etc. Thus it is seen, by the side of the bacteriological theory of Allopathy and the theory of simile similibus curantum of Homoeopathy, Ayurveda has discovered a synthetic theory of equilibrium which is deranged as a result of the disorder of the basic principles as a whole and not part by part against the natural homogeniety of the tissues. Ayurveda does not think it wise to destroy the bacteria keeping the impurity of the soil as a cause to create other diseases by suppressing the original and medicines are used in such a way as to destroy the bacteria simultaneously with the purity of the body-soil. Moreover, the unity of the system as well as its uniformity, is discernible at every stage of healthy and unhealthy condition of the constitution. The body is the world in miniature. As the world is pervaded with heat, cold and vayu (wind) acting and reacting upon its different parts creating different strata of soil and creations so the body due to the Tridoshas in order and disorder remains healthy and becomes a victim of diseases respectively. Medicines are likewise prepared and used to counteract any imbalace of healthy condition.

Added to this is the Pulsology—a device to feel the Pulse to determine the healthy condition and nature of diseases according to the nature of different beats of the Pulse (here the radial artery). The pulse repeats incessantly the diastolic and systolic movements of the heart which records the effect of the physiological changes

in the system due to both normal and abnormal conditions of Tridoshas. It gives vent to the particular modes of beats due to particular natures of diseases as reflected in beats of the heart as a result of the circulatory predisposition due to disorder of humors This is peculiarly the experience of the physician who is in the habit of feeling the pulse at different stages and natures of attack of diseases and in normalcy. So in the Nadi-vijnan (science of pulse) the different modes and movements of beats are recorded in accordance with the order and disorder of the system regarding different diseases. There are books edited by Kanada, Siva, Ravana, Sankarasena and others with regard to the science of Pulsology. Even in the Sarngadhar Samhita, there is an elaborate discussion of the different shapes and modes of beats of the pulse with reference to diseases, their prognosis, curability, incurability, condition of death and health etc. In fact, the modes and shapes of beats of the pulse reflect basically the modes of movements due to normalcy and derangement of the three humors, viz. Vayu, pitta and kafa which control the whole system both in health and ill-health. The heart being one of the vital parts or rather the most vital one connected with the whole system in the process of circulation of blood, reflects the picture of the whole system in order in the light of the humor predisposing the different stages of health and diseases. This is the golden path to get a complete glimpse of the whole system in health and disease whereas clinical research offers a partial query to the disposition or disproportion of the tissues concerned without discovering the fundamental chain of the disease pervading the whole system though its cause points to a particular infection. There is the rub-the one synthetically approached without any chance of suppression and the other destroying the germ keeping the soil impure. Nevertheless clinical research has a particular advantage to understand the nature of derangement analytically and not synthetically. Really when there is an attack of disease, it does not only affect the place of occurrence but also the whole system indirectly as the tissues and metabolism, humors and their actions and reactions etc. are inter-connected. So Ayurveda has got as its basic plank, the synthesis of diagnosis, synthetic method of Analysis of Drugs and their preparation, synthetic approach to every thing both mental and physical in searching after the clue to open the dragon-knot of order and disorder.

### Synopsis of Clinical approach in Synthesis

Analysis of the system is as necessary as the synthetic study of the basis of order and disorder in the

system both in health and disease. At the outset, the longevity of the patient is to be examined as also his disease, season of attack, digestive power, age, strength, resisting power, nature, medicine to be prescribed and country of birth etc. There are processes and symptoms by which these are to be checked. The different senses and the limbs and parts whether minute or big, are to be examined to determine the peculiar state of his constitution. Man generally attains full development at the age of twenty-five and woman at the age of sixteen.[১] A man with a sattvic quality (goodness and nobility) possesses memory, devotion, wisdom, process, purity and spirit of service[২]. Tightly white teeth, nails, power of production reveal strength of semen. Out of Majja (spinal fluid) is manifest the best vigour but slim constitution, soothing and grave voice. With bone are built the big head, wide shoulders, hard teeth, jawbone etc. With fat are produced proper micturition, sweat, voice, huge body and patience for labour. With flesh are built the plain body, decent joints etc. With blood are tinged copper-coloured palm, tongue, hands, feet etc. and with the substance of skin the soft skin, fur etc.

Diseases are of three kinds, namely, curable, chronic and incurable. These are to be examined further in the light of symptoms of evil portent, mere phenomenal or signifying anything else. Those who have proper power of digestion, are easily curable, otherwise incurable or most difficult for mixed symptoms. For the ineffectiveness of one remedy, other remedial measures are to be adopted[৩]. No disease can attack without the derangement of Doshas ( humors ); so unidentified diseases are to be treated in the light of the symptoms, expressive of the action and reaction of humors.[৪] The digestive power brings about the digestion of food. It is of four kinds, viz. ill-matched ( visama ) with vata ( wind ), acute ( Tikhna ) with pitta ( bile ), mild ( manda ) with sleshma ( phlegm ) and proper ( sama ) with the equilibrium of all humors. When digestion is perfect at proper-time with equality of humors or their equilibrium, it is called sama ( proper ) but attended sometimes with pain, diarrhoea etc. is called visama ( ill-matched ). When the digestive power is

• [১] পঞ্চবিংশে ভবেৎ বর্ষে পুমান্ নারী তু ষোড়শে।
সমবাতশতীয়ো যৌ জানীয়াৎ কুশলোভিষক্॥

• [২] সত্ত্ববান্ স্মরতে সর্বং সর্বজ্ঞাধ্যাত্মবাচনা।
রাজসঃ ক্রতুযাজ্যোহৈঃ স্মরতে নৈব তামসঃ॥

• [৩] কেবলং সমদোষাণাং দুষ্যসাম্যাত্মনো নরঃ।
অতোঽন্যথাত্বমাপন্নঃ কুর্যাৎ ন্যূনাধিকক্ষয়ম্॥ ব্যাধিস্বভাবঃ।
ক্রিয়াসিদ্ধিঃ ভবেদ্যত্র ক্রিয়াযোগ্যাঃ প্রযোজয়েৎ।
পূর্বজ্ঞা সাধনেষ্বাপ্তা য ক্রিয়াস্তদ্বিরোধিনঃ॥

• [৪] নাস্তি রোগো বিনা দোষৈ র্যস্মাৎ তস্মাদ্ভিষক্;
অতঃসর্বানি রোগাণাং লিঙ্গে ব্যাধিপরাক্রমে॥

excessive to assimilate any quantity of food but attended afterwards with acidity, cough, mucus etc., it is called tikhna (acute). When food is sluggishly digested, it is called manda (mild.)' The physician is advised to take measures in time for with application of medicines before and after proper time, it is difficult to be successful in treatment. The medicine or measure which causes a disease without creating another one, is the proper method of treatment and Ayurveda aims at this ideal principle'.

The body with its vital parts as also all tissues and the minutest cells—analysis of herbs and metals for preparation of medicines according to various diseases and all other principles, and methods with the analysis of nature, diseases etc., is all based upon the three principles of vayu, pitta and Kafa together with other principles controlling the internal and external worlds.

( Continued )

• ' বিষমো বাতজান্ রোগানাশীঘ্র শিত্তসম্ভবান্।
অরোগাস্ত্বিষমা মন্দো বিলম্বান্ কফ সম্ভবান্॥

• ' অত্যাহার যা ক্রিয়াকালে আহার না করা ক্রিয়া
ক্রিয়া হীনাদি ক্রিয়া যা সম্যগাদি ন সিধ্যতি।
যঃ যুক্তীঃ সমুপৈতি নানা ব্যাধি বরোধিত।
সা ক্রিয়া চ যা ব্যাধি হরত্বনা যুক্তীয়তে॥
( Su-Sutra-35 )

---

## মনঃ

শরৎচন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় ( বাইনান, হাজারী )

হে বিশ্বনিয়ন্তা, তুমি সৃষ্টি করিয়াছ। কি অদ্ভুত, কি সুন্দর এবং কি অপূর্ব কৌশলে নির্মিত তাহা কেবল তোমারই লীলার সামগ্রী! কর্মফলের অনির্বচনীয় শক্তি কেবল তোমারই জ্ঞানের পরিচায়ক —জিহ্বার আস্বাদিন শক্তিও দয়া তুমি। ঘ্রাণের স্পর্শ শক্তি ও তথাগতের অনুভূতি তোমার অপূর্ব লীলা-খেলা।

মন তাহাদের কর্তা। ঐ সমস্ত ইন্দ্রিয়গণ মনকে নিজ নিজ ভাব ব্যক্ত করিয়া জগতের কার্য সাধন করিয়া থাকে।

কর্মেন্দ্রিয়ের বর্ণন করিয়াই আমরা জ্ঞানশক্তি কাহার সহায়তা করে—তাহা দেখ, শুভাশুভ মনের চিন্তার উপর নির্ভর করিয়াই নির্ভর।

মনই সমস্ত কার্যভার বহন করিবার জন্য সৃষ্টি। উপযুক্ত মন হইলে কার্যভার বহনে ও তাহার সৌন্দর্য সাধনে ত্রুটি হয় না।

জগতের যত কার্য সাধিত হইয়া আসিতেছে সমস্ত মনের শক্তির উপযুক্তভার উপরে। যিনি যত চিন্তাশীল, যাহার মন যত উন্নত—তাহার মন তত নিখিল, সংসারের কার্যনির্বাহে বিশেষত্ব করিয়া যিনি যত অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, মনের শক্তি

বন্ধিত করিতে শিক্ষিত হইয়াছেন, যিনি নানা বেশ ধারণ করিয়া নানা সংসঙ্গে মিশিয়া নানা পরিচিত ভিতরে নানা অবস্থার আবেগে পড়িয়া নানা তর্ক-বিতর্কের মধ্যে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, সুখ দুঃখের ঘনাঘাতে মনের প্রতিবিধির বিশেষ পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন, যিনি বিরোধের মধ্যে আত্মস্থ না হইয়া মনকে সংযত রাখিতে অন্তর চেষ্টা করিয়াছেন, যিনি ক্ষুব্ধ আবেগের বশীভূত না হইয়া হৃদয়কে সুস্থবলে রাখিবার জন্য মনের তীব্র বেগ সুশমে চালিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, যিনি ভাবনার ভারে, দুঃখের আবেগে বাহিরের প্রতীক্ষণে, রোগের যন্ত্রণায়, শোকের আক্রমণায়, মোহের অবসাদে পতিত হইয়াও মনের গতি পথ নির্বাচন করিয়া মনকে শিক্ষিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন তিনিই তত্ত্ব উপলব্ধির লাভে সমর্থ। সাধারণ অপেক্ষা তাঁহার স্থান তত উচ্চে। উচ্চ নীচ এই ভাবে নির্ধারিত।

মনকে শিক্ষিত করিতে নানাবিধ উপায় আছে—চিন্তা—বিবিধ চিন্তাই, বিচার বুদ্ধিযুক্ত চিন্তাই মনের শিক্ষক।

মনে সর্বদা ভাবের উদয় হইয়া থাকে। ভাল হউক, মন্দ হউক, মন সর্বদা একটা চিন্তায় তখন তখন নানাবিধ চিন্তায় বিব্রত থাকে; বুদ্ধির হইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া মন অবস্থান করিতে পারে না—বিশ্রামকালেও মন চিন্তাশীল। যখন কোন একটি দুর্ভাবনার মধ্যে, জটিল চিন্তার মধ্যে অথবা বিষাদের চিন্তায়, অথবা বিরহ চিন্তায়, অথবা শোক-চিন্তায় মন আকুল হয়, তখন শিক্ষিতবুদ্ধি পুরুষ নির্জনে যথাসম্ভব আত্মপ্রাণ সংযত করিয়া একান্ত-ভাবে মনের গতির দিকে নিজ দৃষ্টি লক্ষ্য করে, ভাবনা করে কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে না। দুর্ভাবনা এমনই ভীষণ যে তাহার জটিলতার শোষকতার জন্য অন্য একটি চিন্তা আনিয়া অথবা পর্যায়ক্রমে তখন বা একত্রে অনেকগুলি দুশ্চিন্তা একত্রীভূত হইয়া ভীষণ পীড়া উৎপাদন করে। মনকে স্থির রাখিয়া কার্য নির্বাহ করা কেবল শিক্ষিতবুদ্ধি ধীর স্থির ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব।

দুশ্চিন্তার স্রোত যখন আসে, সেই চিন্তার অবসর হইয়া মানব নানা বিপর্যয়ের অবতারণা করিয়া থাকে। তখন বিচার বুদ্ধি তাহার হৃদয়ে স্থান পায় না, কোন শিক্ষার সেই কার্য লক্ষণ লক্ষিত হয় না, জ্ঞানের বুদ্ধির বিবেকের কোন আভাস প্রকাশিত হয় না—এইরূপে মনকে নানা প্রকার অবৈধ অত্যাচারের বিষয় বিস্তৃত আছে।

দুশ্চিন্তার বশবর্তী হইলে হৃদয়ের আবেগ প্রবল হয়। তাহার গতি যে দিকে যায়, সেই পথ অনুসরণ করিয়া তাহার পশ্চাদবর্তী হইলে যথাসম্ভব বিপদে পতিত হইতে হইবে ইহা স্থির জানিয়াও মনকে সুপথগামী করা—লক্ষ্যসিদ্ধির জন্য পরম্পরা না করা বিধি। জ্ঞানের উন্মেষের জন্য, শক্তির পরিচয়ের জন্য, হৃদয়কে বল অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সকল চেষ্টা তুলিয়া জীবনযাত্রা আজিকে অবসানে অবে বন্ধুর।

* বাইবেল পাপপুরুষ পাঠাগারের উদ্দেশে নিবেদিত।

# যক্ষ্মারোগঃ

অধ্যাপক কবিরাজ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, কাব্যতীর্থ, আয়ুর্বেদাচার্য

( আয়ুর্বেদ অনুসরণে যক্ষ্মারোগের গবেষণা )

জগতে বিভিন্ন চিকিৎসক ভিন্ন ভিন্ন মতের অনুবর্তী হইয়া স্বাধীনভাবে গবেষণা করিয়া গিয়াছেন। পশ্চাতে মেডিক্যাল কলেজের দ্বার থাকিলেই 'বৈজ্ঞানিক উপায়ে রোগপরীক্ষার গবেষণার এজমালি' দিলেই অধিকারী—তাহার কোনও মানেই হয় না এবং বিজ্ঞানের দাক্ষাত একমাত্র পাশ্চাত্য মতের উপর নির্ভর করে না। প্রত্যেক জাতির নিজস্ব চিকিৎসা-বিজ্ঞানানুযায়ী রোগের গবেষণা করিবার অধিকার আছে।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সিস্, ইংলাণ্ড ও জার্মেনী প্রভৃতি স্থানে যক্ষ্মারোগে যথাক্রমে যথন প্রতি লক্ষে ৩৭৩, ৪৪৪ করিয়া মৃত্যুসংখ্যা দেখা দিতে লাগিল, সেই সময় হইতে সে দেশের বৈজ্ঞানিকগণ কি করিয়া এই মৃত্যুরোগ রোগ দূর করা যায় তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে রবার্ট কক্, মানুষ জাতির বাকি যক্ষ্মারোগের জীবাণু আবিষ্কার করিয়া যক্ষ্মারোগ নিবারণের পথে জগতে একটি নূতন আলোক প্রদান করেন। ঐ জীবাণুকে অবলম্বন করিয়াই পাশ্চাত্যদেশে যক্ষ্মারোগ নিবারণের উপায় নির্দ্ধারিত হইতেছে এবং এই সব অনুসরণ করিয়া ফ্রান্সিস্, ইংলাণ্ড-জার্মেনী ১৯০০—১৯১৩ খৃষ্টাব্দে সম্পূর্ণভাবে যক্ষ্মারোগ বিতাড়িত করিতে সক্ষম হইয়াছিল। মার্কিন দেশও আমাদের চেষ্টা করিয়া ১৯২১ এবং ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে উক্ত রোগকে বিতাড়িত করিয়াছিল। এখনও তাহারা নিশ্চেষ্ট নাই। ইউরোপ হইতে যক্ষ্মারোগ নির্মূল করিবার নিমিত্ত সে দেশের বৈজ্ঞানিকগণ বদ্ধপরিকর হইয়া আজও গবেষণায় ব্যাপৃত। আর আমাদের দেশের লোক ইংরেজের ঘুষনিন্দার বুলি আওড়াইয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছে। পূর্বপুরুষেরা যক্ষ্মারোগ সম্বন্ধে গভীর গবেষণা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আমরা এত অপদার্থ যে তাহাদের প্রদত্ত জ্ঞানভাণ্ডার অবজ্ঞাভরে শূন্য করিয়াছি। অবিলম্ব আমাদের যাহা ছিল বিলাইয়া দিয়াছেন তাহা রক্ষা করিতে পারি নাই, বরং অপব্যয় করিয়াছি। পূর্বেই বলা হইয়াছে রোগ চিকিৎসার গবেষণায় সকলকেই একটা নিয়ম মানিয়া চলিতে হইবে তাহার কোন অর্থ নাই। যক্ষ্মারোগের জীবাণুবাদের বহু পূর্বেই আমাদের দেশে উক্ত রোগের চিকিৎসা ছিল এবং এখনও আছে। জীবাণুবাদকে অনুসরণ করিয়া পাশ্চাত্য দেশে যক্ষ্মারোগের প্রতিষেধ ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হইয়াছে। আমাদের দেশেও যেমনি আয়ুর্বেদকে অনুসরণ করিয়া যক্ষ্মারোগ হইতে আত্মরক্ষা করা সম্ভবপর। যক্ষ্মারোগ প্রতিকারের বিষয়ে অপরে অনুসন্ধিৎসা আসিবার পূর্ব বহু চেষ্টা করিয়া অনেক মনীষী ব্যক্তির সন্ধানে আসিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছে।

এবার ভুবনেশ্বরে যাতায়াত উপলক্ষে ট্রেণে করিতে গিয়া দেখিলাম একটি ছোট ষ্টেশনে ছিপছিপে একজন সাধু বসিয়া আছেন। এখানেই এক ব্যক্তিকে ঐ সাধুর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম

উনি ৪০ বৎসর যাবৎ এখানে আছেন এবং সাধু এই অঞ্চলে বহু লোককে নানাপ্রকার দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে মুক্ত করিয়াছেন। সাধুর সহিত পরিচয় করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। যক্ষ্মারোগ সম্বন্ধে তাঁহার কোন অভিজ্ঞতা আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি যক্ষ্মারোগ আরোগ্য করিতে পারেন বলিয়া আমাকে বলিলেন এবং কয়েকটি ঔষধ ও যক্ষ্মারোগ নিবারণের দু'একটি প্রণালী আমাকে বলিলেন। খানিকক্ষণ আলাপের পর বুঝিতে পারিলাম সাধুর আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে বেশ অধিকার আছে। যাহা হউক তিনি নানাপ্রকার রোগ আমাকে শুনাইলেন। সাধুর অভাবের ভিতর এমন রত্নের সন্ধান পাইয়া আমি বাস্তবিকই চমৎকৃত হইলাম। যক্ষ্মারোগ নিবারণের পথে আয়ুর্বেদকে অনুসরণ করিয়া কাজ করিয়া যাওয়াই বর্ত্তমানে আমাদের কর্ত্তব্য।

প্রথমেই জীবাণুর পশ্চাতে না ছুটিয়া আমাদের আয়ুর্বেদ যক্ষ্মারোগের যে কারণ বলিয়াছেন তাহা না করিলে কি হয় তাহা দেখা উচিত। একটু খোঁজ করিলেই দেখিতে পাইব ঋষিদের কথা মানিয়া চলিলেই যক্ষ্মা হইতে বাঁচা যায়, তাহার পর ঔষধ ত করাই রহিয়াছে। কিন্তু ঔষধের কোনও প্রয়োজন হয় না যদি আয়ুর্বেদোক্ত নিয়ম দেশের লোক মানিয়া চলে। আয়ুর্বেদ বলে—

"বেগসংরোধাৎ ক্ষয়াচ্চৈব সাহসাদ্বিষমাশনাৎ।
ত্রিদোষো জায়তে যক্ষ্মা সর্ব্বেষাং চ হুতাশনে॥"

এই সামান্য শ্লোকটীর ভিতর এমন বৈজ্ঞানিক তথ্য নিহিত রহিয়াছে যাহার কথা বলিতে গেলে একটী বিরাট প্রবন্ধ রচিত হইতে পারে। বেগসংরোধ বলিতে গেলে সর্ব্বপ্রকার বেগসংরোধই বুঝায়। তাহার জন্য মলমূত্র ও শুক্রই প্রধান। শুক্রবেগসংরোধ বা অতিরিক্ত শুক্রক্ষয় না করিলে যক্ষ্মা হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। যাহার যে কাজ করিবার অভ্যাস নাই সে ব্যক্তি হঠাৎ সাহস করিয়া সে কাজ করিতে গেলে যক্ষ্মারোগ হইতে পারে, যেমন ভারবাহী করিয়া অনভ্যাসবশতঃ ভারোত্তোলন প্রভৃতি।

তাহার পর বিষমাশন বর্ত্তমান যুগে যক্ষ্মারোগের সর্ব্বপ্রধান কারণ।

'আজ ও রেঁধেছো বাওয়া, যারা পুলিস যখন তখন খাওয়া—সহরের হোটেল ও চায়ের দোকানগুলি যক্ষ্মা রোগ ছড়াইবার এবং ছড়াইবার এক একটী কেন্দ্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অথচ পারিপার্শ্বিক অবস্থার ফেরে পড়িয়া লোকে ঐ সকল স্থানে না যাইয়াও পারে না। এরূপ স্থলে কর্তৃপক্ষের উচিত যাহাতে সহরের হোটেল ও চায়ের দোকানগুলি যথেষ্ট পরিমাণ পরিচ্ছন্ন থাকে তাহার ব্যবস্থা করা—কেবল বাহিরে পরিষ্কার করিলে চলিবে না। প্রায় অধিকাংশ হোটেল ও চায়ের দোকানগুলির ভিতরে এক একটী নরককুণ্ড। এইগুলির উপর কড়া নজর রাখিয়া যাহাতে হোটেলগুলি বিশুদ্ধ থাকে, তাহার ব্যবস্থা করা হইলে অনেকে যক্ষ্মারোগ হাত হইতে ত্রাণ প্রাপ্ত হইবে। ইহার পর রোগের অবস্থা: আয়ুর্বেদ মতে যক্ষ্মা রোগের আলোচনা বা অবস্থা করিতে হইলে পাশ্চাত্য মতের T. B.-কে ধরিতে না করিলেও কিছু আসে যায় না; কারণ T. B.-র আবিষ্কার খুব বেশী দিনের নয় ১৮. T. B. আবিষ্কার হইবার পূর্ব্বে যেরূপ লক্ষণ প্রকাশ পাইত আবিষ্কারের বহু যুগে ঐ সকল লক্ষণযুক্ত, ব্যাধির চিকিৎসার জন্য পুরাতন চরকাদি গ্রন্থে বর্ণিত আছে। অবশ্য যক্ষ্মারোগ সম্বন্ধে আধুনিক পাশ্চাত্য মত জানা থাকিলে আমাদের পক্ষে বিশেষ সুবিধা হয়। বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, আয়ুর্বেদীয় মতে

যক্ষ্মারোগের চিকিৎসার জন্য আজও আমাদের দেশে এমন কোনও হাসপাতাল গড়িয়া উঠিল না যাহাতে রোগীর চিকিৎসা ও গবেষণার সুযোগ আমরা পাইতে পারি।

## রোগ ধরিবার উপায় ও প্রতিকার

হিন্দুর চিকিৎসাশাস্ত্র আয়ুর্বেদে আছে—

"দর্শনস্পর্শনপ্রশ্নৈস্ত্রীন্ পরীক্ষেত রোগিণম্।
আতুরাদি মুখ স্পর্শঃ শ্রোত্রাদি প্রশ্নতঃ পরম্।"
( অত্র দর্শনঃ নেত্রজিহ্বামূত্রাদীনাং কর্তব্যম্। )

রোগ পরীক্ষায় চিকিৎসককে প্রথম সন্ধানী হইতে, জিজ্ঞাসু হইতে আতুরের নির্দেশ দিতেছে ঋষেদীতে যাহাকে observation বলে সেই জিনিষটী চিকিৎসকমাত্রেরই জানা থাকা আবশ্যক।

পুরাতন জটিল রোগে ( Chronic disease ) পর্যবেক্ষণী শক্তি না থাকিলে চিকিৎসকগণ বিভ্রান্ত হইয়া পড়িবেন—বিশেষ করিয়া যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগে এই পর্যবেক্ষণী শক্তির প্রয়োগ আবশ্যক। পর্যবেক্ষণী শক্তির সাহায্যে কিরূপে যক্ষ্মারোগ ধরিতে পারা যায় সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক্। পাশ্চাত্য চিকিৎসা-প্রণালী অনুযায়ী যক্ষ্মারোগ নির্ণয়ের কতকগুলি উপায় আছে, যেমন থুথু পরীক্ষা, রক্ত-মূত্রের সাহায্যে ফুসফুস্ পরীক্ষা, রক্তপরীক্ষা ইত্যাদি।

এইপ্রকার পরীক্ষার দ্বারা যক্ষ্মা জীবাণু কিছু না পাইলে পাশ্চাত্য চিকিৎসক যক্ষ্মা হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করেন না। কিন্তু যক্ষ্মারোগ নির্ণয়ের উক্ত প্রথায় পাশ্চাত্য প্রণালীই একমাত্র সহজ উপায় নয়।

অনেকে অল্প কয়েক তাক্রাহী পরীক্ষায় যক্ষ্মারোগ ধরা না পড়িলেই উহা কখনও যক্ষ্মা রোগ নয়। এইরূপ ধারণা বিভ্রান্তিমূলক। যক্ষ্মারোগ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পাইবার পূর্বে কিরূপে কিরূপে শরীরকে অন্তঃ করিতে থাকে। অভিজ্ঞ চিকিৎসক এই অবস্থাটীকে উপলব্ধি করিয়া যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে পারেন এবং রোগীর দেহে যক্ষ্মারোগের জিনিষ সবটা শুরু হইয়াছে কিনা তাহা বুঝিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারিলে যক্ষ্মারোগে সফলতা আশী হইতে নব্বই ভাগ রোগীকেই আরোগ্য করা যায়। কিন্তু যক্ষ্মারোগের প্রথম অবস্থা হইতে দ্বিতীয় অবস্থা বা দ্বিতীয় অবস্থা অনেক সময় এত দ্রুত হইয়া পড়ে যে উহা ধরা বড় শক্ত—এখানেই চিকিৎসকের পরীক্ষা।

জ্বরাদির মল অবিরাম ও কাশি একসঙ্গে দেখা দেওয়াই যক্ষ্মা রোগ বলিয়া সন্দেহ করিয়া রোগীকে অন্ধকারে তিন তিন দিন ৩ ঘণ্টা করিয়া সন্দেহ করিয়া পরীক্ষা করিতে হইবে। তখনও রোগীর পূর্ব পুরুষের কাহারও যক্ষ্মা ছিল কিনা তৎসম্বন্ধে খোঁজ লইয়া রোগটির ইতিহাস গ্রহণ করা উচিত। সর্বদা লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, রোগী যেন ঘুণাক্ষরেও জানিতে না পারে যে তাহার যক্ষ্মা হইয়াছে। যক্ষ্মা রোগ মানুষের মনের উপর অত্যন্ত ক্রিয়াশীল। যতপ্রকার ব্যাধি আছে তাহার মধ্যে এই রোগের মত মনের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে এমন রোগ বিরল। রোগী যদি জানিতে পারে তাহার যক্ষ্মা হইয়াছে তাহা হইলে সে জীবনে হতাশ হইয়া পড়ে। ফলে, চিন্তা করিতে করিতে রোগের সহিত যুঝিবার শক্তি হারাইয়া ফেলে। ইহাতে জীবনী শক্তির ক্ষয়ও দ্রুত প্রাপ্ত হয়। অতএব অভিজ্ঞ চিকিৎসক যক্ষ্মা রোগীকে প্রথমাবস্থায় ইহা কিছু নয় বলিয়া তাহার রোগের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিবেন। তাহার মানে এই নয় যে, রোগীকে তাহার শরীরের প্রতি অত্যাচার করিতে হইবে। রোগটা যে রোগীর তেমন কোন জটিলতা রোগ নয় এই কথাটাই সর্বদা রোগীকে মনে করিতে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক উপদেশ দিবেন। (ক্রমশ)

* ইহা ৩০ বৎসর পূর্বের লেখা—গ্রঃ সঃ।

# দিল্লীর পথে

শ্রীবসন্তকুমার মজুমদার

( পূর্ব প্রকাশিতের পর )

ট্রেন চলেছে অবিরাম চলেছে। ঘন ঘাসেপালা: ভূমে ঘর, মাটীর ঘর ও ইটের ঘর বেষ্টিত করে রয়েছে। দূরে অতিদূরে পাহাড়ের মালা চোখে পড়ে কি না পড়ে। কোথাও জলাভূমি, কোথাও বৃষ্টির জল করে জলাশয়—কোথাও কৃষক রমণী মাঠে কাজ করছে কৃষক তার সঙ্গে। পুরাতনের সঙ্গে নূতন চলেছে—একদিকে জলল ও লাঙ্গলের চাষ চলছে, অন্যদিকে বিরাট ইস্পাতের বিজয়ী মাঠ বিরাজ করছে চাষ দিয়ে যাচ্ছে। চোখের নিমেষে বিচিত্রের মাঠ সরল দিয়ে অন্তর্হিত হচ্ছে। ট্রেনের সাথে প্রকৃতির গাছপালা, মানুষ গরু বাড়ীঘর সব যেন ছুটে দিয়েছে—সে এক বিস্ময়কর দৃশ্য ও অনুভূতি—ট্রেন সো সো করে চলছে—মাঝে মাঝে বিপদের সংকেত হুইচল্ দিচ্ছে। মোটা রাস্তার উঠে পড়ে গ্রাম হতে গ্রামান্তরে ছেলেপুলে নিয়ে গ্রামের নরনারী চলেছে, বেশির ভাগই গরুর গাড়ীর লোক।

সে এক অপূর্ব দৃশ্য। নীল আকাশ ছুঁয়ে পড়ে মাটি মাটি গাছের মাথায় ঢেউ অসীমের সঙ্গে ধরিত্রীর চিরবন্ধন ঘোষণা করছে। মাঝে মাঝে ছ' একটি তারা অস্পষ্ট আলোকে বসুন্ধরার চলাচলের উপরে একটুকরো ঢেকে যাচ্ছে। রাজধানীর আনাগোনায় দু দু করে সমস্ত প্রান্তর—পল্লবিত বৃক্ষ-কুঞ্জগুলি ঘিরে অপরূপ সৌন্দর্যের বিপদি প্রসারিত করে ছুটে চলেছে কত সোনার বাড়ী, কত মসৃণ পুরাতন সোপান আমলের বিরাজমান স্মৃতিচিহ্ন ধরে রয়েছে। আধুনিক কিছু মঠ দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। দীর্ঘ বন্দির দিল্লীর অস্তিত্বের কাছে নূতন নূতন চর্মাবেশী বিলুপ্ত হলেও স্বাধীন ভারতের সরকারী উৎসবতায় কিছু আভাস পাওয়া যায়। সাধারণ লোকের জীবিকা নির্বাহের চাহিদা মিটানোর অপেক্ষা সরকারী বিশাল আয়োজনের ইঙ্গিত এতে থাকলেও আধুনিকীর প্রতিষ্ঠার ফল অনুভবে বঞ্চিত নিরক্ষর ভারতের কৃষির কর্তব্য পালনে ওতটা উৎসাহ পরিলক্ষিত হয় না। রাজধানীর প্রবেশ দ্বারে অনন্ত বিজ্ঞান স্তম্ভরূপ ও অন্যান্য কৃষ্টিরের অবস্থান পুরাতন দিল্লীর একান্ত দারিদ্র্যের চিহ্নই বহন করে—এ যেন চারিদিকে বিজ্ঞির রাজার রোশনাই ও কেরিকলার আরাধিত ও অপৌঢ় অবস্থিতির সম্মুখে অযৌক্তিক মোগলের লালকেল্লার বিশাল পটল ও ঘাসেদের নিদর্শন।

গ্রামের পর গ্রাম, মাঠের পর মাঠ, বনানীর পর বনানী কোন নিপুণ শিল্পী এঁকে রেখেছে চলচ্চিত্রের মত প্রকৃতির শোভা ও কৃষ্ণাবলীর বিচিত্রতার আলেখ্য—কোথাও ঘন স্নিগ্ধ সবুজ তৃণ, কোথাও ছোট ছোট পাথরে কণ্ঠক্ষ আর আর প্রকৃতি কুহকের বিস্তীর্ণ বাগান। তাতে ছিল না অতৃপ্তি—না ছিল ক্লেদের বিষণ্ণ—না ছিল সংকীর্ণতার ছোঁয়াচ। প্রকৃতির মত মনের অনাবৃষ্টির শোভনতা ও কারুকার্য যা সোপানের বাইরে আসনা হতে বিশের অনর্থিত আলোকপাত অবহেলা করেছে, যা দুর্ভিক্ষাবার কোনও চিহ্নের না রেখেই চলে অনুর

সৃষ্টি-রহস্যের বিস্ময়কর রূপরেখা প্রকাশ করেছে কি জীব-তত্ত্ব বা বিচিত্র ভূতত্ত্ববিধি বা জলে স্থলে সীমান্তের ভৌগ ও অভৌগের পারিপাট্য বা অন্তরীক্ষে গ্রহ-নক্ষত্রের তারাদড়ার অপূর্ব সমাবেশে, মানুষের সীমাবদ্ধ চেষ্টা ও সৃষ্টির কাছে তা অনুকরণীয়। মানুষের হাতে গড়া শহরের আয়োজন ও আবর্জনা অপসারণের নিখুঁত ব্যবস্থা ও বিচিত্র বিধিনিষেধের নিরন্তর প্রয়োগ জীবন্ত কাঠের পুতুলের মতই জড় করে তুলেছে। সহজ জীবনের স্বাভাবিকতার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রাম-ভারতের সহজ সরল প্রাণের স্পর্শ চোখে মুখে ফুটে উঠে—সাবাসিধে আর আপাতমধুর ঐশ্বর্য শহরের প্রাচুর্যের কৃত্রিমতার তুলনায় ঢের বেশি। জুস্‌সিউর মত যদি সর্বদেহে সহজাত সজীবতা না হয়ে হৃদয়ে আরক্ত থাকে তাতে মারাত্মক অবক্ষয় হয় ও রক্তাল্পতা দেখা দেয় অল্প-প্রত্যঙ্গে। গ্রাম হতে শহরে প্রবেশ করলে এইরূপ অবস্থাই সৃষ্টিগোচর হয়। কৃশাঙ্গিনী পল্লী স্বাস্থ্যোজ্জ্বল শহরের সঙ্গে কি করে সমযোগিতা করবে! সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রবাহ শুধু বিদেশ বিদেশ স্থানে এর সমস্ত দেশের শিরায় শিরায় পৌঁছে দেবার আয়োজনই বিকেন্দ্রীকরণের মূলসূত্র।

সভ্যতার জটিলতার সঙ্গে যাতায়াতের জটিলতা ও কৃত্রিমতা বেড়ে চলেছে। এবার আবার সমরাস্ত্রের আবহাওয়ায় কেবলমাত্র ক্যাপিটাল গ্রাসিং সেন্সিবিলের যোগসূত্র করার জন্য নয়, সৌভাগ্যক্রমে ভারতের উত্তরাঞ্চলের যেসবগিরি দৃশ্যাবলীর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করার একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে দিল্লী আসা। গ্রন্থাবলী, পত্র পত্রিকা ও বিদেশের বাঁধনে যে ভাসা ভাসা জ্ঞান মনের কোণে বাসা বাঁধে তার পরিপূরক হিসেবে বিভিন্ন দেশের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে হৃদয়ের অনুভূতি মানবচেতনা মৈত্রী ও সৌভ্রাত্র—বা শুধু বস্তুতান্ত্রিক নয়, চিত্তবৃত্তির প্রসন্নতা ও সুখ-দুঃখের পরস্পর অভিজ্ঞতায় সর্বজনীন মানবাত্মার পরম মিলন ও সম্বেদনময় প্রতিভাস, তাকে স্বচক্ষে অনুভব ও আয়ত্ত করার জন্যে আন্তিক সঙ্কীর্তনের মেরুরচনা করে। ফলে, শুধু নিজের দেশের মধ্যে বেশ, বাইরের দেশে—দেশের অন্তরের স্পর্শ লাভে অনেক অনর্থের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। সহিংচেষ্টা গোড়ো বাড়ী কৃষক বধির আত্মভুক ও দু দু-করা মাঠ পেরিয়ে উত্তরের মত-চলা ট্রেন দুইধারে দিগন্তে দিগন্তে মিউনিসিপ্যাল প্রাণপ্রকাশের রেলস্টেশনের মধ্যে সমস্ত প্রদেশ তখন দুপ্রহরে—জানান দেয় যে স্বাভাবিক সংকোচ অনেক মধ্যে উঁকি দিচ্ছিল, তা দেখামাত্র উপে গেল ওজন-করানীর প্রথম সংলাপের পরক্ষণের অবস্থা। তাই সরকারী অতিথি—প্রথম শ্রেণীর যাত্রী। সরকারী অভ্যর্থনার কোন ব্যবস্থা না থাকলেও আমার আত্মীয় শ্রীযুক্তের ধানক্ষেত্র তার নিজবাড়িতে সসম্মানে প্রবেশের জন্য নিতে এসেছে· অতিথি হলেও তার সঙ্গিত এই আমার প্রথম দেখা। আমার আচার-উচিত পোষাক-পরিচ্ছদ—প্রথম শ্রেণীর যাত্রী, সবারওপরে অন্তরের টান পরস্পরকে চিনে নিতে বেশি দেরী হল না যেন তাদের হাওয়ার আত্মভুক্তের উদ্বোধন। ছুটে থেকে আমার বিছানা ও সুটকেস্ নিয়ে টেক্সি হাতে খেলায়। মোট নিয়ে আমি আত্মীয়সহ টেক্সিতে ড্রিল পার্কে তার বাড়িতে উঠলাম। পথে দৃষ্টিগোচর হল প্রশস্ত রাস্তা, বড় বড় দু-উঁচু বাড়ীর, আর পার্ক যেন কোন বিস্তৃত শহরের জনবিরল অঞ্চলের হাতে যাত্রী। নির্বাক প্রহরী।

এই নীরব সাক্ষীর নিয়ম আকর্ষণ করবার। পর সরকারী বিদেশী সজ্জনতা আকর্ষণের কারণ রয়েছে। এটা একটা উপলক্ষ্য মাত্র। ভারতের অতুল ঐশ্বর্যের

ব্যবস্থা ছিল বিদেশীদের ঈর্ষার বস্তু ছিল—সুষ্ঠু ও প্রয়োজনের প্রেরণাও যোগায়। এখনও এই যোগাযোগ হলেও তবে তা অন্তরালে আলো-প্রকাশের তড়োতিত ব্যবহারের কলকব্জার মাঝারে। বিভিন্নবিধি বাকি নিকট বিজ্ঞায় করে পথের ক্লান্তি বিদূরীত দূর করলায়। সেখানে খাওয়া, থাকা ও আরাম-আপ্যায়নের ত্রুটি ছিল না। অবসরমত বন্ধুদের মধ্যে মনস্তানের মত আরামপ্রদ ও মনোমুগ্ধকর পরিবেশ ও প্রাণের স্পর্শ পেয়ে বিদেশ যাত্রার ক্লান্ততা ও অসুস্থতা বিদূরীত হল। অপরিচিতের দরিত মনের পরিচয় সহজের সুগম আমার বিদ্বী-প্রবাসের বিচিত্র কর্তব্য সাধনের পথ সুগম করে দিল। সুদীর্ঘ পথ চলার ঘটে ঘটে বিবিধ ছায়াশীতলতা যেমন মনে, তেমন মনে অনেক বাধান, ভগ্নাবিষাদের অন্তরালে পুরুষীর, চিত্ত স্থাপন প্রান্তর ও মনোজ্ঞ সুশীতল পরিচয় ভাবনা—বন্ধু ও আত্মীয়স্বজনের স্নেহ ও বিশ্বস্ত আলাপ।

ট্রেণের প্রথম শ্রেণীর যাত্রীর কোন অসুবিধা না থাকলেও অন্তরালির স্থানে মনে জীবন কাটাবার মত বিশ্রাম ও নিরবতা নয়ে থাকায় অধিকাংশ সময়ের নির্জন সময় প্রবাহিত হয়ে পারে, চলমান প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর সংস্পর্শে মানুষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যারা চলে তাদের পক্ষে অবকাশের কিছু না থাকলে দূর মনের অন্তরালতা আসবেই। তবে চলে কোন যাত্রি আমার না থাকলেও কবিরা-লেখা আমার মজার আছে। তাই যেমন ট্রেণে তেমন পূর্ব-অভিনয় খোলা সেই যাত্রিতে আমার বিদ্যালয়ের আয়োজন সুষ্ঠুভাবেই হয়েছিল। তমিনী, তমিনীপতি, তাহিনের ও তাহিনেরী প্রভৃতির সহিত প্রাথমিক আলাপের পাঠ নেয়ে মাঝারাত্রি সমাপনান্তে শয্যা গ্রহণ করলায় প্রথম ঘুমটা ভালই হল কিন্তু শেষ রাতে ঘুম ভাঙল, আর তুমি চাকার রাস্তার বাঁশি-বাজান শোনারাত। সকালে আত্মীয়দের কাছে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলায় এখানে পাহারাওয়ালা চৌকিদার এরি বাজিয়ে তার উপস্থিতির ও সজাগ করে চোর-ডাকাতের মনে।

আজ ১৮ই জুলাই, মঙ্গলবার ১৯৬৭। ভোরে উঠি, প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন করি। পরে স্নান ও আহারাদি সম্পন্ন করে টৈকশিতে সুযোগকে নিয়ে বিজ্ঞান-ভবনে ক্যালিফি ইনস্টিটিউট মেডিসারে যাই। ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে প্রতিনিধিরা এসেছেন—কবিরাজ ও ডাক্তার। ভবনের আঙ্গনের সামনে রাজ্যের নাম লেখা ব্যানার ও কোন আছে। বিজ্ঞান-ভবন বহু প্রকোষ্ঠ-সমন্বিত প্রশস্ত অট্টালিকা তাতে সবি প্রদর্শনী কোজনাদের প্রভৃতি সুবিস্তৃত। এখানে আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয়ে থাকে। যেমন বড় বাড়ি বাড়ি তেমন দেশ বিদেশের ছোট ছোট বিজ্ঞানীদের সমাবেশ হয়ে থাকে। বাবাপিনা আরাম-আপ্যায়নের আয়ুর্ব যেন আছে—অর্থ ব্যয় হয়ত প্রচুর কিন্তু মনের ব্যবধান ঘুচেই যায় আমার মনে হয়। আসল কারণের ক্ষেত্রে নতুন বিজ্ঞান-ব্যবস্থার উৎকর্ষতা ও ভাষাদির সুচারুবিন্যাস চোখ ধাঁধিয়ে দিতে পারে—অন্তরকে স্পর্শ করে কিনা সন্দেহ। (ক্রমশ)

# সংক্ষিপ্ত বসন্ত চিকিৎসা ও বিবিধ মুষ্টিযোগ

পণ্ডিত কবিরাজ অম্বিকা প্রসন্ন শর্মা, বৈদ্যশাস্ত্রী

( ১৩৭৫ শ্রাবণ-সংখ্যার পরবর্তী অংশ )

বসন্তরোগের পরিচিতি পাওয়া যায় :—

ইহা একপ্রকার তীব্রবেগ সংক্রামক ও পর্যায়ক্রমিক প্রকৃতির বিষের। ইহাতে শরীরে একপ্রকার গুটি বাহির হয়। এই গুটিকেই বসন্ত রোগ বলে। শরীরে কোনও এক বিশেষ বিষ প্রবিষ্ট হইয়া এই রোগ উৎপন্ন হয়। ইহা এক ব্যক্তিকে একবার আক্রমণ করিলে তাহাকে সাধারণতঃ আর দ্বিতীয় বার আক্রমণ করে না বলিয়াই চিকিৎসা-বিজ্ঞানের গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় বটে কিন্তু কদাচিৎ এই নিয়মের অন্যথাও দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে অসাবধানী পরিচর্যাকারীর ( সিডরাজি ) দোষে কোন কোন সময় বসন্ত উঠে—ইহাকে হাওয়া গুটি বলে। একটী অসাবধানী পরিচর্যাকারী বসন্ত রোগীর হুকার নিম্নেবশেষের হুকার লাগা না ধুইয়া কোন অধিক্ষা তামুক খাইয়া ১২ ঘণ্টার মধ্যেই বালক বসন্তে আক্রান্ত হইয়া মারা যায়। আমার এই রোগী প্রত্যক্ষসিদ্ধ।

কারণ :—স্পর্শ দ্বারা কিম্বা অন্য কোন উপায়ে যে বসন্তের বিষ এক ব্যক্তির শরীর হইতে অন্য ব্যক্তির শরীরে প্রবেশ করে এরূপ অনুমান হয় না। বসন্তের বিষ যে গুটিতে অবস্থিতি করে, সে সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই। রোগীর গা হইতে যে বীভৎস পদার্থ বাহির হয়, উহার নৈশ্বাসিক ক্রিয়া হইতে যে ক্লেদ বাহির হয় তদ্দ্বারাও অন্যের শরীরে বিষ প্রবেশ করিতে পারে।

বসন্তের শ্রেণী বিভাগ

বসন্ত সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত,

যথা :—(১) অসঙ্কুল বসন্ত ( Variola Discreta )

(২) সঙ্কুল বসন্ত—(Variola Confluens)

ইহাতে গুটি গুলির সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম হয় এবং উহা পরস্পর সংলগ্ন থাকে।

(১) অসঙ্কুল বসন্ত :—

জ্বরের ২।৩ দিবস পর গুটিগুলি শরীরের নানা স্থানে হাত বুলাইলে বসন্তের দ্বিতীয়গুলির ন্যায় স্পর্শাসহ হয়। এই গুটিগুলি পঞ্চম দিবসে এক একটী জল পূর্ণ ক্ষুদ্র কোষা বা থলিকাতে পরিণত হয়। এই সময় গুটির উপরি ভাগ চাপা ও মসৃণ নির্মল এবং রসরক্তনিসৃতা বা সিরাম ( Serum ) পরিপূর্ণ হয়। গুটিগুলি সপ্তম দিবসের পর লালবর্ণ চক্রাকার পরিবেষ্টিত হইয়া আরো উন্নত হয়। এই দিবস হইতেই গুটিগুলির উপরিভাগ চাপা থাকে না, এবং উহার অন্তর্নিহিত রসরক্তনিসৃতা বা সিরামগুলি পূঁযে পরিণত হয়, এবং লালবর্ণ চক্রগুলি বিস্তৃত ও গাঢ় হইতে থাকে। ৮ম কি ১০ম দিবস হইতেই গুটিগুলি ফাটিয়া উহা হইতে পূঁয নির্গত হইতে থাকে এবং কোন প্রকার উপসর্গ প্রকাশ না পাইলে রোগী শীঘ্র শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করে।

(২) সঙ্কুল বসন্ত :—

ইহাতে প্রথম হইতেই রোগীর গায়ে অধিক সংখ্যক গুটি বাহির হয়। গুটিগুলির পরস্পর সংযোগ হওয়ায় প্রায়ই অনয় ও উহার ২।৩টী গাত্রস্থলের গায় লাগায় এবং একত্রিত হইয়া এক একটী বৃহৎ গুটিতে পরিণত হয় ও উহা পাকিয়া চর্ম্ম পূঁয বিশিষ্ট হয়। এই প্রকার বসন্ত অত্যন্ত সাংঘাতিক হইয়া থাকে। মুখ মণ্ডল, গ্রীবা দেশ, বা মস্তকে অধিক সংখ্যক গুটি বাহির হইলে বিশেষ আশঙ্কার বিষয়। অসঙ্কুল বসন্ত অপেক্ষা ইহাতে

অর অত্যন্ত প্রবল হয়, অল্পে অল্পে কাশ পরেই গুটিগুলি বাহির হয়। এবং উহার সঙ্গে সঙ্গেই মুখমণ্ডল, চক্ষুর পাতা ও হাত পায়ের পাতা ফীত হয় এবং উহারায় হয়।

গলার মধ্যে ও মুখ গহ্বরের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিগুলির উপর গুটি বাহির হওয়ার ফলে মুখ হইতে অনর্গল লালা নির্গত হয়। শিশুদের প্রথম হইতেই আক্ষেপ, পৃষ্ঠ বেদনা, অসুস্থ বোধ এবং অত্যন্ত উগ্র প্রলাপ ইত্যাদি স্নায়বিক লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়। আবার কখন কখন অবশাদেই রোগী মূর্ছা হইতে পারে। গুটিগুলি মুখমণ্ডলে যেরূপ সহজে হয় অন্যান্য স্থানে সেরূপ হয় না। গুটিগুলি ভাঙিলে উহা হইতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ বাহির হয় এবং রোগী অত্যন্ত দুরূহ হইলে ৪র্থ দিবসের মধ্যেই উহার পূঁয শুকাইয়া কালবর্ণের "মোমডে" পরিণত হয়। নাসিকা, মুখমণ্ডল এবং হাতপায়ের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে গুটি উঠিলে, স্বরভঙ্গ, মুখের থানপ্রশ্বাসে দুর্গন্ধ, নিঃশ্বাস হইয়া থাকে। এই প্রকার বসন্তের দ্বিতীয় জ্বর ( Secondary fever ) একদিন কিংবা প্রকাশ পায়। দ্বিতীয় জ্বর যখন যখন এত প্রবল হয় যে উহা দ্বারা অনেক সময় বিপদাশঙ্কা করা যাইতে পারে। এই সময়ে অধিক পরিমাণ পূঁয উদ্গম হয়। ইরিসিপ্লাসের ন্যায় প্রদাহ এবং রক্তদূষণাবস্থা প্রাপ্তরোগী রোগীর মৃত্যুও হইতে পারে। এই প্রকার বসন্ত রোগাক্রান্ত ১০০ শত রোগীর মধ্যে প্রায় ৫০ জনেরই মৃত্যু হইয়া থাকে।

একদিন অর্ধ সংযুক্ত বসন্ত ( Variola Semi Confluens ) বলিয়া একপ্রকার বসন্ত হয়। ইহাতে গুটিগুলি খুব গায় গায় লাগিয়া থাকে কিন্তু উহা একত্রে মিশিয়া এক বৃহৎ গুটিতে পরিণত হয় না। কোন প্রকার উপসর্গ প্রকাশ না পাইলে এই প্রকার বসন্ত রোগে মৃত্যুসংখ্যা অতি কম।

রোগের লক্ষণসমূহ :

বসন্ত রোগ চারি অবস্থায় বিভক্ত, যথা, (১) গুপ্তাবস্থা বা লেটেন্ট ষ্টেইজ ( Latent Stage )—শরীরে বিষ প্রবেশ করার সময় হইতে ১২ দিবস ইহা স্থায়ী থাকে; (২) গুটি বাহির হওয়া, প্রাদর্শিক অবস্থা বা ইরাপ্‌টিভ্ ষ্টেইজ (Eruptive Stage)—ইহা দুই দিবস অবস্থিত হয়। (ক্রমশ)

## সূক্তিরত্নমালা

আপাতার্থ

অতি স্থূল রোগের লক্ষণ ও কৃশ হওয়ার উপায় সম্বন্ধে চরক বলিতেছেন—

মেদোমাংসাতিবৃদ্ধত্বাদ্ভবেদতিবপুর্নরঃ।
অধ্যশনচেষ্টাস্বপ্নো বয়োঽতিস্থূল উচ্যতে॥

মেদ ও মাংসের অতিবৃদ্ধিহেতু নিতম্ব, উদর ও স্তন বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

মেদসাবৃতমার্গত্বাদ্বায়ুঃ কোষ্ঠে বিশেষতঃ।
ততঃ সঞ্চরতাহারমেবাস্য শোষয়ত্যপি॥
তস্মাৎ স শীঘ্রং জরয়ত্যাহারঞ্চাবকাঙ্ক্ষতি।
বিকারান্ কামতে ঘোরান্ বিশেষ
ঞ্চাদ্যবায়িনঃ॥

মেদোধাতু দ্বারা আবৃত হওয়াতে বায়ু কোষ্ঠে বিচরণ করে এবং পাচকাগ্নিকে সঙ্কুচিত করিয়া আহার শুষ্ক করিয়া থাকে। তজ্জন্য মেদস্বী (স্থূল) ব্যক্তি শীঘ্র আহার পরিপাক করে এবং আহার অধিক হইলে রোগের লোপসমূহকর্তৃক আক্রান্ত হয়।

মেদঃ ক্ষয়কারণানাং লঙ্ঘনং প্রমিতাশনম্।
ক্রিয়াতিযোগঃ শোকশ্চ মেদসিদ্ধিবিধিপ্রহঃ॥
ক্ষপণোদ্বর্তনং স্নানানভ্যাসঃ প্রকৃতির্দিবা।
বিভাগাদ্বৃদ্ধয়ঃ কোষ্ঠঃ দুর্বলাতিকৃশং নরম্॥

মেদের হ্রাস লঙ্ঘন, অল্প ভোজন, অতি শোক, রোগ, বেগধারণ, জাগরণ, ক্ষয়কারী অধিক উদ্বর্তন ( মাখা ), স্নানের অনভ্যাস, স্বভাবসুলভ স্বাভাবিক মেদের বৃদ্ধি, ক্ষুধা, সর্বদা রোগ এবং কোষ্ঠবদ্ধতা শরীরকে অতিকৃশ করিয়া থাকে। (চ-সূ-২১)

# হাওড়া কুষ্ঠ-কুটীর

রুগ্ন মানবের সেবায় নিয়োজিত সুপ্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান

প্রাচীন ও আধুনিক

চিকিৎসা বিজ্ঞানের অপূর্ব সমন্বয়ে নবীন পদ্ধতিতে

## বাতরক্ত ও সকল রোগ আরোগ্য

[illegible] হাওড়া হাট, অসাড়তা, আমবাত, একজিমা, সোরাইসিস, দুষিত ক্ষত ও অন্যান্য সকল চর্মরোগ আরোগ্য করা হয়। সাক্ষাতে অথবা পত্রে সবিশেষ বিবরণ এবং ব্যবস্থার জন্য বিনামূল্যে বিবরণী পুস্তক পাঠ করুন।

**হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর** প্রতিষ্ঠাতা : পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা

১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া (ফোন : ৬৭-১৯৫৯)

শাখা—৫৬এ, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯ (পুরবী সিনেমার পাশে)


## আয়ুর্বেদ-ভারতী'র বিজ্ঞাপনের হার

"আয়ুর্বেদ-ভারতী" বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক বৈমাসিক পত্রিকা, বিদেশসহ বাংলার সর্বত্র আদৃত ও সমাদৃত। ইহাতে একবার বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্যের হার—

সাধারণ পৃষ্ঠা :

| | | | |
|---|---|---|---|
| প্রথম কভারের পৃষ্ঠা | ১০০৲ | সাধারণ পৃষ্ঠা— | ৭০৲ |
| দ্বিতীয় পৃষ্ঠা— | ৮০৲ | সম্পাদকীয় পত্র ও সমালোচনা | |
| তৃতীয় পৃষ্ঠা— | ৭০৲ | পত্রিকার মলাট বিশেষ | |
| চতুর্থ পৃষ্ঠা— | ৯০৲ | বিশেষ স্থানের হার— | |
| | | ১০৲ টা পৃষ্ঠা | |

বিজ্ঞাপন ও সমস্ত বিষয়ের সমাধানী ও সমালোচনা পুস্তকাদি "আয়ুর্বেদ-ভারতী'র সম্পাদকের ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। বিজ্ঞাপনের টাকা কুপন হইবার সঙ্গে সঙ্গে পাঠাইতে হবে এবং পত্রিকায় বিজ্ঞাপন বাহির হইবার ১৫ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ দিতে হইবে। টাকা নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

"আয়ুর্বেদ-ভারতী" কার্যালয়,
৫২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

সম্পাদক,
"আয়ুর্বেদ-ভারতী"

## AN APPEAL

### The Ayurveda-Bharati

A Multilingual Journal of Ayurveda and Indian Culture—an Organ of the Ayurveda Bijnan Parishad has stepped into its eighth year. Its pages are adorned with thoughtful articles of erudite Scholars. Ayurveda's differences in foundamentals with other systems of Medicine are the core of its existence and special trends of its utility for service to diseased humanity and not its weakness and counsel of decadence To support and subscribe this journal is an imperative duty of all to preserve the culture of India and its great possibility.

*Founder-Editor, Ayurveda-Bharati.*
*Office* : 52, Mahatma Gandhi Rd. Cal.-9.

# A revolution in Ayurvedic Medicine...

**Baidyanath medicines** are Manufactured in 5 big Rasayanshalas by Ras-Shastries (Chemists) and for their effectiveness enjoy the confidence of the Medical profession all over the country and abroad. ***Baidyanath medicines*** are a symbol of Revolution in the world of Indian Medicine.

SHREE BAIDYANATH AYURVED BHAWAN PRIVATE LTD. CALCUTTA

SHREE

**Baidyanath**

AYURVED BHAWAN

PRIVATE LTD.

CALCUTTA · PATNA · JHANSI · NAGPUR · ALLAHABAD

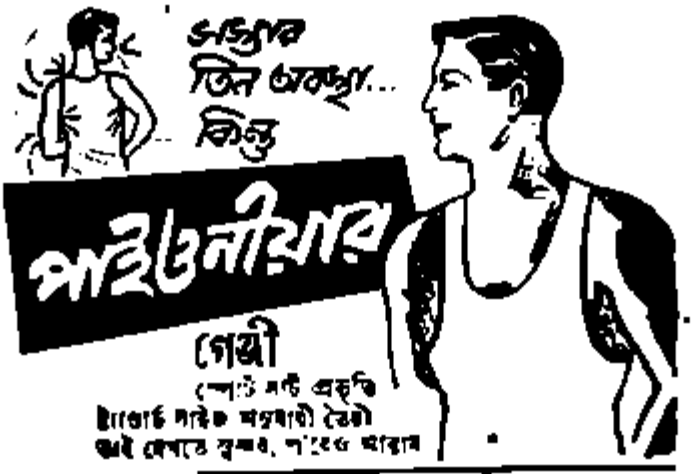


পাইওনীয়ার মিডিং মিলস্ লিঃ


The 'Ayurveda-Bharati' is printed by the Founder-Editor Kaviraj Bagala Kumar Majumder in the Classic Press at 21, Patuatola Lane, Calcutta 9 and published by him from 52, Mahatma Gandhi Road, Calcutta-9

The Ayurveda-Bharati, a multilingual Quarterly Journal of Ayurveda & Indian Culture

# আয়ুর্বেদ-ভারতী

প্রাক্তনাচার্য-সম্পাদক

কবিরাজ শ্রীবঙ্গলাকুমার মজুমদার

[illegible]

"আয়ুর্বেদ-ভারতী" কার্যালয়,

[illegible]

প্রতি সংখ্যা ৭৫ প.  ৮ম বর্ষ,—মাঘ, ১৩৭৫  বার্ষিক [illegible]

# 'আয়ুর্বেদ-ভারতী'—সূচীপত্র, মাঘ, ১৩৭৫


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| ১। লেখক কবিরাজ মহেন্দ্রনাথ ( কবিতা ) | ডিরঞ্জনকুমার মজুমদার | ৯১ |
| ২। সম্পাদকীয় | | ৯৮ |
| ৩। বিবাহে পঞ্জিকা মহেন্দ্রনাথ | অধ্যাপক ডিরীরেন্দ্র কুমার চক্রবর্তী | ১০০ |
| ৪। লেখক পঞ্জিকা কবিরাজ মহেন্দ্রনাথ সাধনপল্লী, বৈদ্যবাটী | কবিরাজ ডিরঞ্জনকুমার মজুমদার | ১০৩ |
| আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদ—নবম বার্ষিক অধিবেশন, ১৩৭৫ : | | |
| ৫। আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান বিভাগের প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা | কবিরাজ ডিরিজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য | ১০৫ |
| ৬। পশু-পক্ষীদের বিভাগের প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা | কবিরাজ মধুসূদন গোস্বামী | ১০৮ |
| ৭। মন্তব্য ও আলোচনা | পণ্ডিত কবিরাজ ডিরঞ্জনকুমার সাধনপল্লী বৈদ্যবাটী প্রভৃতি | ১০৮ |
| ৮। আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদ—নবম বার্ষিক অধিবেশন, ১৩৭৫ প্রতিষ্ঠান-প্রতিনিধির সম্বন্ধে ও বিবৃতি | | ১১৭ |
| ৯। ধন্বন্তরি বিভাগের প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা— | কবিরাজ ডিরবীনকুমার সেনগুপ্ত | ১১৮ |
| ১০। ৫ বছর ব্যাপী অধিবেশনের বিবরণী | | ১২১ |
| ১১। একাদশ বার্ষিক ভারতীয় সংস্কৃতি সম্মেলন, ১৩৭৫ | | ১২৭ |
| ১২। সুশ্রুতের শল্যতন্ত্রের মাহাত্ম্য | ডাঃ নিশীথচন্দ্র নাথ চক্রবর্তী | ১৩৫ |
| ১৩। আয়ুর্বেদে পরিষদ পরিচয় | কবিরাজ ডিরবীনী ডিক্ষ দাস | ১৪৯ |



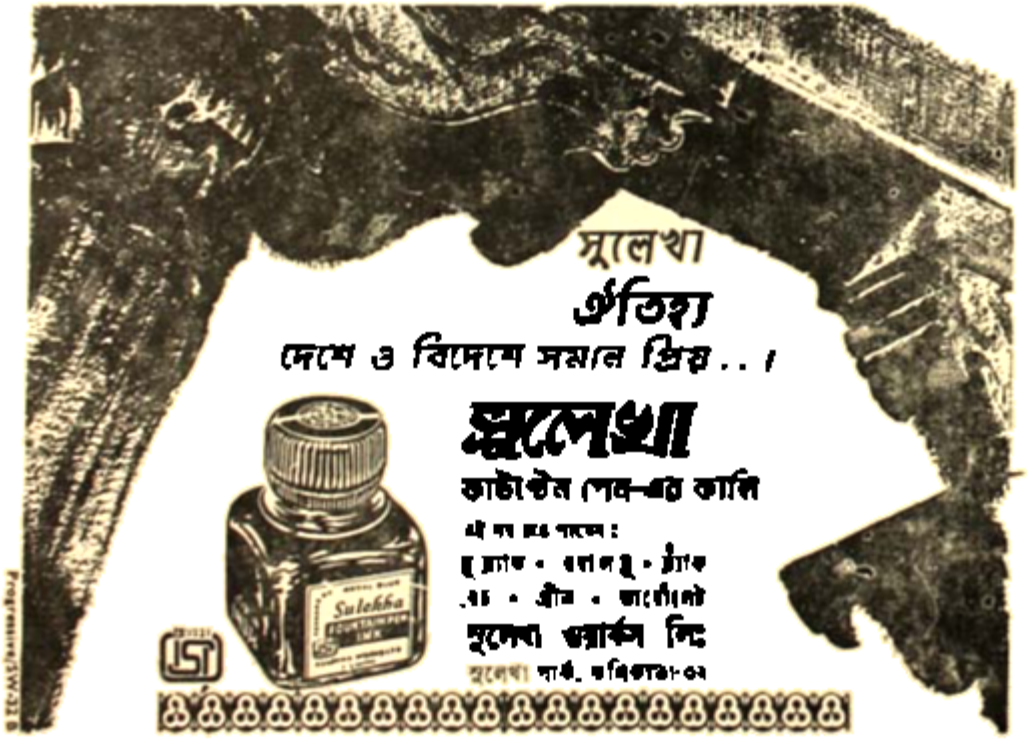

পণ্ডিত কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ ঘোষ সখা, বৈদ্যশাস্ত্রী

জন্ম : ১২৯৮ মৃত্যু—১৮ই মাঘ, ১৩৭৫

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ স্মৃতি সংখ্যা—

'সত্যমেব জয়তে নানৃতম্'

# আয়ুর্বেদ-ভারতী

প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক—কবিরাজ শ্রীবগলাকুমার মজুমদার, এম. এ, আয়ুর্বেদাচার্য

| | | |
|---|---|---|
| ত্রৈমাসিক<br>৪র্থ সংখ্যা | মাঘ, ১৩৭৫<br>Jan.—Feb., 1969 | ৮ম বর্ষ<br>Vol. VIII No. 4 |


## দেশভক্ত কবিরাজ নগেন্দ্র নাথ

শ্রীবগলাকুমার মজুমদার

জনের পূজারী বীর স্বদেশহিতৈষী শক্তিধর
ভেষজের প্রচার মানসে গৃহী-সন্ন্যাসী ত্যাগভাস্বর
নির্ভীক কর্মযোগী তুমি মুক্তিসংগ্রামে মুক্তি লাগি
দলের কত লাঞ্ছনা অপমান। বুকের তেজোদীপ্ত
শুকতারা মহামন্ত্র পরাইতে কমলকোরকে—
স্বদেশে মুক্ত স্থির বুদ্ধিহীন অন্তর অচল
ভারতের ধরেছ ধ্যানের পাদপীঠ হিমাচল,
সৃজিলে 'আনন্দমঠ' একনিষ্ঠ সাধক-প্রবীণ
গুরুভক্তিরূপে। পুণ্যতীর আয়ুর্বেদ-মহোৎসবে
করিলে মহান অভিধান—পরেশনা নিরবধি
বিজ্ঞানে বিশ্লেষণে—চিত্তশুদ্ধি সত্যসাধনায়
হওনি কুণ্ঠিত কখনো দীন দুঃখী আর্তসেবায়;
সহজ সহাস্যমুখরি-উদ্ভাসিত কণ্ঠ মধুরে
নিত্য ধ্বনিত পল্লীর ব্যথা ভাই নৈরাশ্য-তিমিরে—
রোগের চিকিৎসা নয় কেবল মূর্ত আত্মশক্তি
সংকল্পে 'শিবাজী' সম ছিল সর্বজনে অনুরক্তি।

# সম্পাদকীয়

সৃষ্টি অভিপ্রায় হলেও বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশে একই মানুষের দৈহিক ও মানসিক তারতম্য লক্ষণীয়। বিদেশের কথা বাদ দিলেও তার ফলে এই ভারতবর্ষেই বিচিত্র জনমানুষ প্রভেদে প্রকৃতি, আদর্শ, আচার ব্যবহার, খাদ্যাদির বৈষম্য বিদ্যমান। সমতা সৃষ্টি করতে চাইলেও সমতা মনের রাজ্যে হওয়া ও দুষ্কর, দেহের প্রকৃতিতে হওয়াও কঠিন ও অসম্ভব। এইরূপে গ্রামীন ও সহরে সভ্যতার মধ্যে পার্থক্য বর্তমান। চঞ্চল ও পরিবর্তনশীল প্রকৃতির মধ্যে একটি সাম্যনীতি থাকলেও বিরুদ্ধ অবস্থায় দৈহিক বা মানসিক প্রয়োজনার অভিন্ন থাকায় বহিঃপ্রকাশে বিচিত্রতা অনিবার্য। এই বৈষম্য নিরাকরণের বিভিন্ন পদ্ধতি এবং সমতা রক্ষার নীতিকে অবলম্বন করে বিভিন্ন চিকিৎসাপ্রণালী আবিষ্কৃত ও সংগঠিত হয়েছে। যেমন স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে তেমন সমাজ, রাজনীতি, ধর্ম প্রভৃতি সম্বন্ধে এই বৈষম্য ক্রিয়াশীল—প্রত্যেকেই প্রত্যেকের উদ্দেশ্য ও কার্যকরী পন্থা অভ্রান্ত বলে মনে করে, ফলে সংঘর্ষ, দৃষ্টির সমতা ও চিন্তাধারার সমকালীন গতির অভাব। রাজনীতির কুটিল পথে মীমাংসা কোনদিন হতে পারে না, কারণ সুযোগ ও সুবিধার মাত্রাহীন চলাফিরার উপর এর কৃতিত্ব। তবে গান্ধীজী চেষ্টা করেছিলেন, তা যতই অসম্ভব হোক, বর্তমান মানবসমাজের প্রগতির পথে রাজনীতিকে সত্য ও অহিংসার আশ্রয়ে সার্বজনীন সমধর্মে প্রবাহিত করার জন্য।

চিকিৎসার ব্যাপার অন্যরকম—পরীক্ষিত সত্যকে নানাভাবে নানা ঔষধ ও প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংশোধন ও সংশোধনের জন্য প্রকৃতি-জগতে ও দেহরাজ্যে কার্যকরী করেছেন ঋষিগণ। যুগে যুগে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সাধক অন্বেষক-বিজ্ঞানী চিকিৎসকগণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা, চিকিৎসা ও ব্যবহারিক জ্ঞানের প্রয়োগে আয়ুর্বেদকে সরল ও প্রাঞ্জল রেখেছেন। ইহা শুধু সমৃদ্ধিশালী সহরেই অনুসৃত হয়নি, সমতলভূমি, ঔষধিপ্রধান গ্রামাঞ্চল, শৈলপ্রদেশ কি সমতলভূমিতে সমাজ কল্যাণ ও রোগনিবারণে প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে অপরূপ জনসমাবেশের মধ্যে ক্রিয়াশীল ছিল। আধুনিক জীবনের প্রাচুর্যের মধ্যে অশান্তি ও নৈতিক পতন দৃষ্টিগোচর হয়। পল্লীজীবনের সালদিঘি পরিবেশে শান্ত প্রকৃতির সরল আলোকে জন-জীবন আলোকিত হত। এই পল্লীশোভার বিচিত্র আলিঙ্গনে উদ্ভাসিত বরিশাল জিলার ঝলিয়াকোটা গ্রামে পণ্ডিত কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ বৈদ্যশাস্ত্রী জন্মগ্রহণ করেন। বৈদ্যপ্রধান অঞ্চলে

ছিল বিদ্যার্জনের প্রশস্ত আয়োজন—নিষ্ঠা ও ক্ষিপ্রতা-সহযোগে বিজ্ঞানালোকে প্রতীত মহেন্দ্রনাথের বিজ্ঞানীসুলভ দৃষ্টিভঙ্গী জাগ্রত হল। তার সঙ্গে ছিল দেশানুরাগ। বিদেশী শাসনের চৈত্র দুর্দশার জ্বালা নিরসনে ভারতবাসীর মধ্যে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল জাতীয় জাগরণের সর্বদিকে একটি নিরলস ও নিষ্ঠাহীন তপস্যা। তার ছোঁয়াচ হতে মহেন্দ্র নাথ দূরে থাকতে পারেননি। তখন শুধু চিকিৎসা নয়, রাজনীতি, সমাজ, ধর্ম প্রভৃতি জনজীবনের নানা ক্ষেত্রে ত্যাগ ও নিষ্ঠা, সাধনা ও সংস্কৃতির অনাবিল আলোড়ন ও অনুশীলন—পরাধীনতার অভিশাপ মোচনের প্রচেষ্টা—স্বদেশী আন্দোলন। ফলে চিত্তরাজ্যে জ্ঞানের প্রবীণ ছেলে খৈলার কবীন্দ্র রবীন্দ্রের সংস্কৃত অধ্যয়ন, তপস্বী চিকিৎসক পার্বতীচরণ রায়ের কাছে আয়ুর্বেদ অনুশীলন—পরবর্তীকালে ধর্মে, সমাজে ও রাজনীতিক্ষেত্রে পর পর নিয়োজিত করলেন নিজেকে। এইরূপ বহুমুখী কর্মপ্রবণতা ও সাধনাপুষ্ট জীবনধারা সে যুগে বড় কম ছিল। সারা জীবন বিচিত্র কর্মক্ষেত্রে সাধক অশীতিবর্ষোত্তীর্ণ হয়েও অক্লান্ত দেহে জ্ঞান পরিক্রমের মধ্যে জ্ঞানানুশীলনের যে স্পর্ধা ও অভিনিবেশ প্রদর্শন করেছেন, তা বড় যায় সমাজে বিরল।

তিনি শুধু একজন সুযোগ্য চিকিৎসকই ছিলেন না, পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানেও তার যথেষ্ট বিস্তর জ্ঞান ছিল। তা ছাড়া কার্যক্ষেত্রে সত্যনিষ্ঠ খাঁটি কবিরাজ ছিলেন। তবে কবে কেমন করে আয়ুর্বেদের চিকিৎসা-পদ্ধতি ও ঔষধ-প্রস্তুতপ্রণালী উন্নততর করে রোগনিরাময়ে অধিকতর আশুফলপ্রদ করা যায়, তার চিন্তায় নিমগ্ন থাকতেন। বর্তমানের বিভ্রান্ত আদর্শহীন কর্ম-বিমুখ সমাজের কাছে এই নৈষ্ঠিক জীবনাদর্শ নূতন পথের সন্ধান দিবে এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের স্থানে সমষ্টিকল্যাণবোধ জাগ্রত করবে এই আশায় তার জীবনী পর্যালোচনার মাধ্যমে যদি আধুনিকদের মধ্যে সত্যের কিঞ্চিৎ আলোও প্রতিফলিত হয় তবে কৃতার্থ হব। আজ আয়ুর্বেদকে যুগোপযোগী করে পরিবর্তনশীল অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধান করতে হবে। তার জন্য দরকার অধ্যবসায় ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী। যারা সহজ পথে পরিশ্রম না করে অনুকরণের অনায়াসলব্ধ মর্যাদার অধিকারী হতে চান তারা আয়ুর্বেদকে বাঁচাতে পারবেন না। অতীতের ধ্বংস হতে নূতনকে সৃষ্টি করতে হবে। জনের অনুপ্ত জাগরণ-উন্মুক্ত—যারা অনুসন্ধিৎসু ও নির্ভীক তারাই সত্যের অনুসন্ধানে অগ্রণী হবে। মানবেতিহাসে অলস উৎসাহহীনের কোন স্থান নেই। অগ্রসর হতে হবে ও কাজ করতে হবে—এই মন্ত্র যেন দেহ, মনকে উজ্জীবিত করে। জীবনের জন্য নয়, সৃষ্টি করবার জন্য, লাভের জন্য নয়, ত্যাগের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে হবে। কারণ সমষ্টির কল্যাণে ব্যক্তিবিশেষের কল্যাণ নিহিত হবে। প্রতিষ্ঠান গড়া গড়ে তোলে আত্মবিসর্জনই তাদের ভিত্তি।

তাদের অনুগামী যারা বিভিন্ন কর্মে নিয়োজিত হয় তাদের প্রয়োজনের সহিত একটু ভাগ, বুদ্ধিবেচনা ও উদ্যম রক্ষামূলক অনুসন্ধানও থাকা দরকার। মেনেজার ও পাওনাদারের সম্বন্ধ রাজনৈতিক চাল প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিমূল শিথিল করে দেয়। সমাজ, ধর্ম ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যেন মানুষে-মানুষে সম্বন্ধের নিবিড়ে সত্যের অনুসন্ধান জীবনের পথের হয়।

---

# শিবাজী পণ্ডিত নগেন্দ্র নাথ

অধ্যাপক শ্রীযোগেন্দ্র কুমার চক্রবর্তী
প্রেসিডেন্সি কলেজ, বিজ্ঞান বিভাগ, কলিকাতা

হাড়ির ওর ছেলে বুড়ো সবাই কবিরাজ ও পণ্ডিত নগেন্দ্র নাথকে বলত শিবাজী। তাঁর বাসস্থান আবাদ বিরাটি কলিদাকোটা পল্লীতে ...স্থানে বাহিনী' নামে ছেলেদের একটা প্রতিষ্ঠান ...ল; ডাক্তিসঙ্ঘের অনুষ্ঠানের ভবনের সংযোজিয়ার ও ...নীর কয়েকজন কর্মীর প্রচেষ্টায় এখানে লাঠিখেলা, কুস্তিকারাত, আত্মরক্ষার কৌশল ইত্যাদি শেখানো হ'ত। ঠাঁই ওখানে অধীক্ষিপরবৃদ্ধ শিবাজী পণ্ডিতকে অবাধিতভাবে হাজির দেখা যেত; কর্মীদের খুঁটিনাটি পরামর্শ দিয়ে তেলার সময় একটা টাকার থাকা তেকে দিলেন। তাছাড়া এই অর্থ বৃদ্ধকে দেখা যেত বাড়ীর রাস্তার কাছে আমার মেরামতের ভরে পরিচিত সম্পন্ন লোকের ঘরে ঢাঁদা আদায় করতে। অনেকটা তাঁরই আগ্রহাতিশয়ে অর্থে প্রতিষ্ঠানের লাঠি, ছোরা ইত্যাদি উপকরণ কেনা হল; অথচ কোন ভাবেই তিনি ঐ প্রতিষ্ঠান পরিচালনার যুক্ত ছিলেন না।

শুধু এই প্রতিষ্ঠান নয়, গ্রামের প্রতিটি প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয় এবং সর্বপ্রকার কর্মপ্রচেষ্টার পেছনে ছিল তাঁর অকুণ্ঠ উৎসাহ। স্থানীয় উচ্চইংরাজি বিদ্যালয়টির প্রতি তাঁর একটা বিশেষ মমতা ছিল এবং এর জন্য তিনি বিস্তর দানও করে গেছেন। পল্লীর শিশু ও ছাত্রদের জন্য নগেন্দ্র নাথের দরদ ছিল অসীম; পল্লীর ছেলে মেয়ের তিনি খোঁজ রাখতেন, তাদের সত্যিকারের জীবনে গঠনের জন্য অভিভাবকদের পেছনে ঘুরে বেড়াতেন এবং এর জন্য সম্প্রদায় নির্বিশেষে পল্লীর সকল বেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। বস্তুত মানুষ গড়ার পাঠশালাতেই এই পণ্ডিত ছেলেদের তাদের মা, বাবা ও গ্রামা মেরামতের কাছে পরিচিত ছিলেন।

তাঁর দেশ, জাতি ও সমাজ গঠনের আদর্শ ছিল এর উচ্চ স্তরে বাঁধা যে, গ্রামের আদর্শবাদী কর্মীরাও অল্প এবং বিদেশী বুদ্ধির স্তরে পড়ে তার কাছাকাছি পৌঁছাতে পারতেন না; ফলে তাঁর সমস্ত হাড়িয়ে বেশীক্ষণ কথা বলার ক্ষমতা কারো ছিল না এবং এজন্য অধিকাংশ লোক, এমন কি, অনেক সম্পন্ন ব্যক্তিও তাঁকে এড়িয়ে চলতে চাইতেন। একটু বেশী কথা বলার ঝোঁক তাঁর ছিল, তবু তারা তাঁকে বুঝতেন, জানতেন যে তাঁর দশ পাঁচটা কথার মধ্যে এমন দু' একটা পথের সন্ধানও থাকবে, যা এর পর আর কারো কাছে পাওয়া যাবে না।

হিন্দু ধর্ম, আর্য ও বর্ণনে তিনি তাঁর আস্থা পাঠিয়া ; বিবেকানন্দের কাছে শুনেছি যে, এ বিষয়ে একমাত্র পণ্ডিত, বোধ হয়, বালগঙ্গাধর এখন আর নেই। তাঁর আমেরিকার বক্তৃতার কাছে আধুনিক চীনের 'মাওসেতুং' এর কথা বেশ শোনা যায়। এই মাওর চরিত্র বলের উক্তি—

'The history of our great people over several millenia exhibits national peculiarities and many precious qualities".....and we must constitute ourselves the heirs of all that is precious in the past". ভারতের আধুনিক সমাজ এবং রাজনীতিক জীবনকে যাঁরা ঐতিহ্যকে বাদ দিয়ে গড়ে উঠতে পারে না। ভারতের সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার ঐতিহ্যের জীবন্ত রূপ তিনি বিভিন্ন পণ্ডিতের মধ্যেই দেখে যেতে। তাঁদের সমাজ ও রাষ্ট্রনৈতিক ভাবধারা, রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণ কাহিনীতে সাম, দান, দণ্ড ও ভেদনীতির প্রয়োগ, যে সমাজ-বিজ্ঞান 'মনুসংহিতার' নামে এখনও পাশ্চাত্যের পণ্ডিতেরা দেখানে মাথা নত করেন—এসের মধ্যে কি আছে, তাদের কথা কি, আমরা বলবার খুব কমই জানি—পণ্ডিতজী ছিলেন জীবন্ত ইতিহাস। শুধু পুঁথির বিদ্যাই নয়, যৌবনের অধিকাংশ সময় তিনি দুর্গম হিমালয়ের সানুদেশ ও মহাপুরুষদের সঙ্গে কাটিয়েছেন ; এজন্য তাঁর কথাগুলির মধ্যে পাণ্ডিত্য ও শ্লোকের সাথে নিজের জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও গভীর উপলব্ধি একত্রোভাবে জড়িত থাকত এবং আশ্চর্যের বিষয়, তার সঙ্গে থাকত আধুনিক বিজ্ঞান-ভিত্তিক তথ্য ও যুক্তি ; এ সবই তাঁর কথা শুনের মনকে বাঁধ কাটতো।

এই সম্পর্কে তিনি রামকৃষ্ণদেবের মতই সংসারের পৌঁছানির বহু উর্ধ্বে ছিলেন। শেষ বয়সে মাস ছয়েক একখানা ধুতি প্রায়ই দুবের উপর রাখতেন। অনেকেরই ধর্মপ্রাণ মুসলমান তাঁর কাছে আলোচনা করতে আসতেন। বেদান্তের মূল কথা 'আমিই সেই' আর কুরানের বাণীর 'আইয়ুল হক' যে এক, তাঁর কাছেই শোনা। কোরাণ ও বাইবেল তাঁর ভাল-ভাবেই পড়া ছিল এবং তাঁর মূল তত্ত্বগুলিও তিনি হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। খৃষ্টিনজি তাঁর শেষ পর্যন্ত প্রশ্ন ছিল এবং সমস্ত বিষয়ই তিনি উপযুক্ত যুক্তি দিয়ে সুন্দরভাবে বুঝাতে পারতেন। শুধু ভারতীয় সংস্কৃতি নয়, চীন, জিন, জাপান, আরব, পারস্য এবং ইউরোপের প্রাচীন ও নবীন ইতিহাস এবং সংস্কৃতিও তিনি ভালভাবে জানতেন এবং এ সবই এই প্রাচীনপন্থী পণ্ডিত আধুনিক যুগকে এমনভাবে বুঝতে পারতেন (অথচ আশ্চর্য লাগে যে কি দিনের রাত তিনি আমার সঙ্গে গল্প করতেন। মৃত্যুর কয়েকদিন আগে থেকে অন্যান্য কয়েকজন মহাপুরুষের ছবির সঙ্গে 'কাল' মাসিকের একখানা বড় ছবিও তিনি তাঁর শিয়রের কাছে আনিয়ে রেখেছিলেন।

তাঁর ঘরের একদিকে অগ্নিযুগের সকল বিপ্লবী-দের বেদনাবিহ্বলের প্রায় সকল রাজনৈতিক ও সমাজ নেতাদের ছবি তিনি সংগ্রহ করে ঝুলিয়ে রেখে-ছিলেন, আর অন্যদিকে রেখেছিলেন সকল প্রাচীন ও নবীন ধর্মগুরুদের আলেখ্য। দারুণ অর্থাভাবের মধ্যে পারিবারিক প্রয়োজনকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেও তিনি ছবি এবং বইএর জন্য অকাতরে ব্যয় করতেন।

এত বড় পণ্ডিত এবং জ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও মুখাত তিনি ছিলেন কর্মযোগী। বিদ্যার কর্মই

ছিল তাঁর জীবনাদর্শ এবং চিরকাল তিনি এ নিয়মই নিয়ে গেছেন। কর্মবিমুখতাকে তিনি মনে প্রাণে ঘৃণা করতেন; জীবনের শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত প্রতিদিন অন্তত কিছু সময় তিনি নিজ হাতে বাড়ীর বা বাগানের জঞ্জাল পরিষ্কার, বাগানের জন্য মোয়াতোলা ইত্যাদি কাজ করতেন। তবিয়াত মনোরঞ্জনের প্রায় পনর হাজার টাকার গাছগাছড়ার বেশী ও বৈজ্ঞানিক নাম ও গুণাগুণসহ পনর হাজার পৃথক পৃথক স্লেট তৈরী করিয়েছিলেন; পাকিস্তান থেকে আসার সময় নৌকাসহ বাকি এগুলি জলে হারিয়ে যায়। এর জন্য তাঁকে যে কি অপরিসীম পরিশ্রম ও সাধনা করতে হয়েছিল, তা এ সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বুঝতে পারবেন।

সব শেষে বলা, তাঁর মত মৃত্যুভয়লেশহীন মানুষ আর দেখিনি. এই বয়সের শুনানি বলানি দেখলে বা শুনলে কাঁপিয়ে পড়তেন; শুনেছি জীবনে তিনি যত ডাক্তার ও ওষুধে নিজ হাতে ঠেকিয়েছেন। প্রায় বিশ বছর আগে পাকিস্তান হওয়ার পর তাঁর বরিশালের বাড়ীতে ডাকাতি হয়; তখন পঁয়ষট্টি বছরের এই বৃদ্ধ হাতে দিয়ে একাই এগিয়ে যান। দুর্ভাগ্যবশত অন্ধকারে অর্ধ পথে ছেলে ডাকাতেরা তাঁকে ১০।১২টা রামদায়ের কোপ দেয় এবং রক্তাক্ত অবস্থায় মৃত মনে করে চলে যায়। বরিশাল জেলাস্কুলে তাঁকে চিকিৎসার্থে আনা হয় এবং ডোরোফর্ম সহযোগে অজ্ঞান করে ক্ষতস্থান সেলাই করবার ব্যবস্থা হয়। তিনি অজ্ঞান হতে রাজী হলেন না এবং সজ্ঞানেই সেলাই করতে বলেন। অবশ্য সজ্ঞানেই ১০।১২টি সেলাই করা হয়। চাক্ষুষ দর্শকদের কাছে শুনেছি যে, তিনি একটুও নড়েননি। সারাজীবন এর জন্য তাঁর আত্মাভিমান রক্ষা করেন। কিন্তু এতে তাঁকে একটুও 'আঃ' 'উঃ' করতে শুনিনি। আত্মার অমরত্ব সম্পর্কে বিশ্বাস তাঁর বিশ্বাসীদের চেয়েও স্পষ্ট ছিল এবং এ জন্য মৃত্যুর মুহূর্তের জন্যও তাঁকে ভীত হতে পারে নি।

শিবাজী পণ্ডিতের প্রতি মূল্যায়ন বাংলাদেশ সুরের কথা, তাঁর শ্রদ্ধাঞ্জলীতে বলতে পারেন কি, তবু কবিগুরুর কথায় সান্ত্বনা এই—

জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা—
ধূলায় তাদের যত হোক অবহেলা,
পূর্ণের পদ পরশ তাদের পরে।

অলৌকিক ঐশশক্তি সম্পন্ন কামরূপ
প্রত্যক্ষ তান্ত্রিক জ্যোতীষী
শ্রীদেবানন্দ মুখার্জী
বি. এ. সাংখ্যতীর্থ
বহুকালী, কঙ্কালী, ভাবি বিচার যোটক
বিচার ও বশীকরণ কার্যে পারদর্শী
বাসস্থান :—ডাকুড়া, চন্দননগর
জিলা—হুগলী

# দেশভক্ত পণ্ডিত কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, বৈদ্যশাস্ত্রী

আয়ুর্বেদাচার্য শ্রীবঙ্গবাসুকুমার বসুমজুমদার

এক এক করে প্রাচীনপন্থী জ্ঞানী কবিরাজগণ ইহলোক পরিত্যাগ করেন এদের স্থান পূরণ করবার লোকের অভাব। বরিশাল জিলার (অধুনা পূর্বপাকিস্থানে অবস্থিত) খলিশাকোটা গ্রামের প্রসিদ্ধ দাশগুপ্ত পরিবারের কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ বৈদ্যশাস্ত্রী গত ১৮ই মাঘ, ১৩৭৫ (১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯) মাঘী পূর্ণিমার পুণ্য তিথিতে সজ্ঞানে পরলোকগমন করেন। গ্রাম্য পাঠশালার পড়া সমাপনান্তে বরিশালের গৈলা গ্রামের বিখ্যাত কবীন্দ্র কলেজে তিনি সংস্কৃত শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করেন। তারপর তদানীন্তন বাংলাদেশের সুপ্রসিদ্ধ সাধক-কবিরাজ পার্বতী চরণ রায় (রায় মহাশয়) মহাশয়ের নিকট আয়ুর্বেদশাস্ত্র পাঠ করেন। মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত ও কাশীশ পণ্ডিত মহাশয়ের তিনি বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন এবং তাঁহাদের অনুপ্রেরণায় ১৯০৫ সন হতেই দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যোগদান করেন। অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা পুলিন দাস, ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী (মহারাজ) প্রমুখ বিপ্লবী নেতৃবৃন্দের সহিত তাঁর সখ্য ও বন্ধুত্ব অতি ঘনিষ্ঠ ছিল। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে তিনি একাধিক বার কারাবরণ করেন।

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, ডাঃ মুঞ্জে, লালা লাজপত রায় প্রমুখ দেশনেতা নেতাজীর সহিত তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল এবং হিন্দুসভা সংগঠনের তিনি ছিলেন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, মণীন্দ্র নাথ মিত্র, সরৎ কুমার রায় চৌধুরী, বি, সি, চ্যাটার্জি, শ্রীদেবেন্দ্র নাথ মুখার্জি, জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ শ্রীনলিনী রঞ্জন সেনগুপ্ত ও তাঁর ভ্রাতা পণ্ডিত নরেন্দ্র নাথ দাশ শর্মা প্রভৃতি ছিলেন তাঁর অন্তরঙ্গ সহকর্মী ও বন্ধু। তিনি ৺শ্রীশ্রীভোলানন্দ গিরি মহারাজের অত্যন্ত স্নেহভাজন শিষ্য ছিলেন এবং নিষ্ঠার সহিত সনাতন ধর্ম ও আয়ুর্বেদের সেবক ও সাধক ছিলেন। যৌবনে তিনি বহুদিন হরিদ্বারে গিরিমহারাজের সঙ্গে ছিলেন এবং বরিশালে ভোলানন্দ সংস্কৃত চতুষ্পাঠী ও রামকৃষ্ণ মিশনের তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। সাহসিকতা ও তেজস্বিতার জন্য বরিশাল শহরে তিনি 'শিবাজী কবিরাজ' নামে সুপ্রসিদ্ধ ও অভিহিত হতেন। চারণ কবি মুকুন্দ দাসের সঙ্গেও তাঁর সহযোগ ছিল। শরীরচর্চার আখড়া, লক্ষ্মণবাহিনী গঠন, নমঃশূদ্রদের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার, বৈদ্যব্রাহ্মণ সমিতি, অনুন্নত সমাজ প্রভৃতির তিনি গুরুস্বরূপ ছিলেন।

আয়ুর্বেদ-বিজ্ঞানের প্রসারেও তাঁর অবদান ছিল অপরিসীম। তিনি কেবলমাত্র একজন প্রথিতযশা চিকিৎসক ছিলেন না, আয়ুর্বেদের

বৈজ্ঞানিক ধারায় গবেষণায় ক্রিয়াকলাপে তিনি নিয়ন্ত্রিত ছিলেন। খলিশাকোটা গ্রামে তার চিকিৎসার বিশেষ আয়োজন ছিল, অনেক মহার্ঘ আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থের গ্রন্থাগার এবং নানাপ্রকারের অমূল্য ঔষধ তৈলঘৃতাদি সমন্বিত ঔষধালয় ছেলে-বিদ্রোহের ফলে অনেকটা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। ১৯৩০ সনে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান মহাসম্মেলনের রসবিজ্ঞান শাখার সভাপতিরূপে তার অভিভাষণ তৎকালীন জ্ঞানী গুণী মহলের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। পরিষদের বার্ষিক সম্মেলনগুলিতে সভাপতিত্ব করা ছাড়াও পরিষদের মুখপত্র 'আয়ুর্বেদ-ভারতীতে' নিয়মিতভাবে গবেষণা প্রবন্ধাদি লিখতেন। তিনি এমন একটি লোক ছিলেন যার সান্নিধ্যে আসলে শুধু আয়ুর্বেদ ও ভারতীয় সমাজতন্ত্র ধর্মের কথা ও ব্যাখ্যা নয়, দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ অভাব-অভিযোগের কি করে সমাধান করা যায়, দেশের সমুন্নতি কি করে সম্ভব হয় এই সকল সমস্যা সমাধানের জ্ঞানও পাওয়া যেত। বৃদ্ধ হলে লোক জনস্রোত হতে নির্বাসিত হয়—মনও জরাগ্রস্ত হয় কিন্তু তার মস্তিষ্ক ও চিন্তাশক্তি শেষ দিন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

দেশবিভাগের পর তিনি ১৯৫০ সনে কলিকাতা আসেন। বিরাশির সন্নিকটে খলিশাকোটা পল্লী তারই প্রেরণায় সৃষ্টি হয় এবং তিনি সেখানে সপরিবারে বসবাস করেন। উপরন্তু বসুধে 'অনন্দমঠ' নামে একটি মঠ ও আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে ধর্ম ও আয়ুর্বেদ চর্চার উদ্দেশ্যে বহু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাদি সংগ্রহ করে একটি লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠাও করেন। মঠে শিবলিঙ্গ ও ৺শ্রীশ্রীত্রৈলোক্যতারিণী মহারাজের পূজার ব্যবস্থা আছে।

মৃত্যুকালে তার বয়স ৮২ বৎসর হয়েছিল। তার পিতার নাম ৺হরনাথ দাস শর্মা—মাতার নাম ৺স্বর্ণমণি দেবী। খলিশাকোটার বিখ্যাত কবিরাজ প্রসন্ন সেন মহাশয় তার শ্বশুর ছিলেন। তিনি দুই পুত্র ও এক কন্যা রেখে গিয়েছেন। শ্রীবীরেন্দ্র নাথ দাস শর্মা তার জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং সুপরিচিত অধিকন্তু রাজনৈতিক কর্মী শ্রীজয়ন্ত দাস শর্মা তার কনিষ্ঠ পুত্র।

আমি তার পরলোকগত আত্মার অক্ষয় শান্তি কামনা করি।

# আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদ

৩৭তম বার্ষিক অধিবেশন, ১৩৭৪

শারীরতত্ত্ব বিভাগ বিভাগ, ১০ই মাঘ, ১৩৭৪

সভাপতির অভিভাষণ—ত্রিদোষ

শ্রীবিশ্বেশ্বরনাথ ভট্টাচার্য, আয়ুর্বেদাচার্য

মাননীয় অতিথিবৃন্দ, উপস্থিত বন্ধুবর্গ ও সহকর্মীগণ,

আমি আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষ হইতে আপনাদিগকে সর্বপ্রথম প্রীতি ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। আজ আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের উদ্যোগে যে ৩-দিনব্যাপী ৩৭তম বার্ষিক অধিবেশন সুরু হয়েছে, তাহা দেখে শুধু আয়ুর্বেদসেবীরা কেন, প্রত্যেকেই নিশ্চয় খুবই আনন্দিত হয়েছেন। আমাকে এই পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্তবাবু মহাশয় যেদিন অনুরোধ করেছিলেন এই অধিবেশনের কোন একটি বিভাগে সভাপতিত্ব করার জন্য; তার নিজের অসুস্থতাবশতঃ আমি শারীরতত্ত্ব বিভাগকেই বেছে নিয়েছি। কারণ আমি নই। শুধু দীর্ঘ ৪৫ বৎসরের অধিকাংশ শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার এই বিভাগ সম্পর্কে যেটুকু জ্ঞান অর্জন করেছি, তাই নিবেদন করেছি। আমি যে প্রবন্ধটী আজকার সভায় পাঠ করব, তার নাম "শরীর ব্যাধিক্ষমত্ব"।

আপনারা সকলেই জানেন যে, মানবদেহ নানা-প্রকার রোগবিপ্লব থাকেন। আমাদের এই যে শরীরকল মন্দির তাহাতে আমাদের স্বেচ্ছাচারিতাবশতঃ যেন নিত্য ব্যাধি প্রবেশ করে। শরীরের অথবা যে সব দোষ আছে তার ভিতরও বাত, পিত্ত, কফ, প্রধান, প্রায়ই বাইরের আগত ব্যাধির সঙ্গে যোগ দিয়ে শরীরে নানা প্রকার ব্যাধি জন্মায়। বাত, পিত্ত কফ, এই তিনটী দোষই শরীরকে সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংস করে—রজ, সত্ত্ব, তমঃ।

ইহারা যখন সাম্য থাকে তখন শরীরকে সুস্থ সবল, সচল রাখে। যখন ইহারা (মূল হয়) দূষিত হয় তখন শরীরকে অসুস্থ করে এবং ক্রমে ব্যাধি প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে পরিণত করে।

কখনও এই ইহারা দুষ্ট হয় কেন? অনাবশ্যক আহার বিহার দ্বারা ইহারা দুষ্ট হয় এবং নানা প্রকার রোগের সৃষ্টি করে সর্ব শরীরে বা শরীরের কোন অংশে।

শরীরকে তিন ভাগে বিভাগ করে দেখা যায়—

বায়ুর স্থান—নাভির নীচ হতে পায়ের পাতা; পিত্তের স্থান—নাভির উপর হতে হৃদপিণ্ড পর্যন্ত; কফের স্থান—হৃদপিণ্ডের উপর হতে সমস্তটাই। আমরা জানি যে, আমাদের শরীরের চালক, প্রকৃতি। শরীর পাঞ্চভৌতিক—ক্ষিতি অপ্, তেজ মরুৎ ব্যোম গঠিত। শরীর আরম্ভক ঐ যে পঞ্চভূত এতে পঞ্চপ্রকার অগ্নি অবস্থান করে—ভৌম, আপ্য, আগ্নেয়, বায়বা, ও নাভস। ইহারা প্রত্যেকে স্ব স্ব ভাবীয়-পার্থিবাদি পঞ্চ আহার গুণকে পরিপাক করে। প্রকৃতির কর্ম থেকে সুস্থ রাখা। আমরা যাহা আহার করি, সেই আহারীয় দ্রব্য হতে ব্যাধিরূপ পঞ্চ ভাহার

আহার যদি পায়, তবেই সে আস্তে আস্তে বলবান হয়ে প্রকৃতিকে বলে 'তুমি যেতে'। তখন প্রকৃতির সঙ্গে তাঁহার যুদ্ধ সুরু হয়ে যায় এবং রোগীরা অস্বস্তি বোধ করেন। যদি প্রকৃতি যুদ্ধে পরাস্ত হয়, তখন রোগ প্রকাশ পায়। সে সর্বশরীর ব্যাপিয়াও হতে পারে বা স্থানবিশেষেও হতে পারে। প্রকৃতি যদি ঐ রোগ পরাস্ত করে দুর্বল হয়ে পড়ে, তার বলবৃদ্ধি করার জন্য শরীরস্থবিষ্ বায়ু তাদের সহায়তা করে থাকে। তাঁহারা কি করলে প্রকৃতিকে বলবান করা যায় তার ব্যবস্থা করেন।

ঔষধে রোগ সারে না। প্রকৃতি নিজেই রোগ সারায়। যতক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃতি সুস্থ সবল না হয়, ততক্ষণ রোগ মুক্তি হয় না। প্রকৃতির বল বৃদ্ধি হলেই ব্যাধি যুদ্ধে পরাস্ত হয়।

আত্মা জ্যোতিস্বরূপ নিরাকারস্বরূপ নিত্য ও নির্গুণ। তিনি প্রকৃতির যোগে সগুণ হইয়া শরীর সৃষ্টি করে।

সত্ত্ব রজঃ তমঃ তিনটি গুণ প্রকৃতিতে অবস্থান করে। এই সত্ত্ব, রজঃ তমঃ গুণের সাম্যাবস্থাকে প্রকৃতি বলা হয়। প্রকৃতি জড় হলেও তিনি পরমেশ্বরের অধ্যক্ষতায় পরমপুরুষযোগে সৃষ্টি করতে সক্ষম হন। পুরুষ চৈতন্যস্বরূপ হলেও নির্গুণ। প্রকৃতি সক্রিয় হলেও জড়। সুতরাং প্রকৃতি ও পুরুষ সংযোগ না হলে এরা কেহই সৃষ্টি করতে পারে না।

শরীরের মধ্যে সত্ত্ব রজঃ তমঃ-গুণ পিত্ত কফ। বাতি হৃৎপদ্মে বায়ুর স্থানে। হৃদয় হতে বাতি পর্যন্ত পিত্তের স্থান। হৃদয়ের উপর হইতে মস্তক পর্যন্ত কফের স্থান। প্রকৃতির দ্বারা শরীরকে পুষ্ট, সবল এবং রক্ষা করা। এখন দেখা যায় 'পিত্তং পঙ্গু কফঃ পঙ্গুঃ পঙ্গবো মলধাতবঃ বায়ুনা যত্র নিক্ষিপ্তা, তত্র বর্ষতি পর্জন্যঃ'। মেঘ যতক্ষণ ধারণা করে, ততক্ষণ পর্যন্ত বায়ু তাকে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। যখনই তার ধারণ শক্তি চলে যায়, সে তখন উপরে থাকতে পারে না, তখনই বৃষ্টিরূপে পৃথিবীতে পড়ে। সেই প্রকার বায়ু পিত্ত-কফ-রস-রক্ত ইত্যাদিকে সর্বশরীরে চালিত করে। যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ রোগ মুক্ত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত শরীর নিরোগ থাকে।

---

# শল্য-শালাক্য বিভাগঃ

কবিরাজ শ্রীমধুগোপাল গোস্বামী, ভিষগ্রত্ন, এম্-এ-এম্-এস্

বাঙ্গলার প্রতিষ্ঠিত-মহাপত্তি,প্রবীণ কবিরাজ মণ্ডলী এবং সমবেত ভদ্র মহোদয়গণ,

এবার আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের সপ্তবিংশতম বার্ষিক অধিবেশন হইতেছে, ইহা আয়ুর্বেদ সেবীমাত্রের পক্ষে বিশেষ আনন্দের বিষয়। বাঁহারা অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টায় ইহা সাফল্যের পথে চলিয়াছে তাঁহাদিগকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

এবার আমার উপর শল্য-শালাক্য বিভাগের ভার দেওয়া হইয়াছে। সভাপতি হইবার কথা ছিল কিন্তু অনিবার্য কারণবশত সভাপতি হই নাই। অত কবিরাজ শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর মজুমদার মহাশয়ের বিশেষ সুযোগ পাইয়া এবং তাঁহার বিশেষ আগ্রহে এখানে উপস্থিত হইয়াছি।

বিজ্ঞান অর্থ তথ্য পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ক্রম

ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। বর্তমানে আমাদের প্রাচ্য চিকিৎসাবিজ্ঞানও যে যথাযুগের নষ্টপ্রায় অবস্থা হইতে ক্রমে ক্রমে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে ইহাতে সন্দেহই নাই তবে পাশ্চাত্যের তুলনায় ইহার গতি অতিশয় ধীর। বর্তমানে আমরা যদি চিকিৎসাবিজ্ঞানে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়া প্রতিযোগিতায় জয়ী হইতে না পারি তবে ক্রমশঃ সমূহ আমরা চিরদিনের জন্য হীন হইয়াই থাকিব। সুতরাং আয়ুর্বেদের হীন গতি যাহাতে দ্রুততর হইয়া চিকিৎসা জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে তজ্জন্য প্রত্যেক আয়ুর্বেদসেবী ও আয়ুর্বেদহিতৈষীর তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখা উচিত।

শল্য-শালাক্য (Surgery and Eye+E. N. T. Surgery)—সমগ্র আয়ুর্বেদ শল্য-শালাক্যাদি ৮টি ভাগে বিভক্ত হইলেও বর্তমানে কার্যত একটি-মাত্র অঙ্গ অর্থাৎ ভাগচিকিৎসাকেই অবলম্বন করিয়া আয়ুর্বেদ বাঁচিয়া আছে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গহীন হইলে মানুষ যেমন অপূর্ণ থাকিয়া যায়, সেইরূপ অষ্টাঙ্গ-আয়ুর্বেদ অঙ্গহীন হইয়া অপূর্ণই থাকিয়া যাইতেছে। সুতরাং আয়ুর্বেদের প্রত্যেকটি অঙ্গকেই যাহাতে ক্রমে উন্নতি হয়, তাহার প্রতি আমাদের বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

যথাযুগের বৈজ্ঞানিক আক্রমণের ফলে যান্ত্রিকতায় আয়ুর্বেদ ক্রমে হীনপ্রভ হইতে যাইতে এবং কবিরাজগণ শস্ত্রপ্রয়োগপূর্বক এই সমস্ত অবস্থায় ও অধিকতর জটিলতর চিকিৎসা করিতে ক্রমেই নারাজ হন এবং অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য ঔষধ-চিকিৎসার দিকেই ঝুঁকিয়া পড়েন। এইরূপে শল্য-শালাক্যের চিকিৎসা যথাযথভাবে অভাবে ক্রমে অবলোপের পরিমাণ হওয়াতেই এখন অনেকেরই ধারণা যে কবিরাজ মহাশয়রা কেবল সোম উষর বাত-ব্যাধি প্রভৃতিরই চিকিৎসা জানেন, তাঁহারা অর্শ এবং চক্ষু কর্ণাদির চিকিৎসা জানেন না।

ইতিপূর্বে এই সকল চিকিৎসার প্রচলন না থাকাতেই লোকের মনে এইরূপ ধারণা হইয়াছে। কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধিৎসার সহিত এই সকল বিষয়ের মধ্যে প্রবেশ করিলে ইহাদের বিশালত্ব ও গভীরতা দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইতে হয়।

ইহাদের বিস্তারিত আলোচনা এই পত্র সম্ভব নহে। সাধারণভাবে কিছু কিছু বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিতেছি। শল্যতন্ত্রে সাধারণভাবে শস্ত্রপ্রয়োগ আবশ্যক অগ্নিকর্ম ক্ষারকর্ম জলৌকা প্রভৃতি যাহারা শল্যকর্ম প্রণালী শল্য-বিজ্ঞান প্রভৃতির চিকিৎসাবিষয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা দেখিয়া বাস্তবিকই মুগ্ধ হইতে হয়।

শালাক্যতন্ত্রোক্ত ব্যাধি চক্ষু কর্ণ নাসা এবং শিরোরোগের যে সকলের জন্য প্রচলিত চিকিৎসা দেখিতে পাওয়া যায়। ব্যাধি বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান লাভ করিয়া যথাযথভাবে শস্ত্রকর্ম প্রয়োগ বিশেষজ্ঞের চিকিৎসে ও শাস্ত্রীয় ঔষধ বিধানপূর্বক প্রয়োগ করিলে প্রায় ১০০ই আশ্চর্যজনক ফল লাভ হইয়া থাকে। চক্ষুকর্ণাদির ব্যাধিনির্ণয় ও চিকিৎসালয়ে চক্ষু-কর্ণাদির যান্ত্রিকাদির যেরূপ প্রয়োগে দৃষ্ট হইবে, বিশেষ লক্ষ্য করিলে দেহের যান্ত্রিকাদির সেইরূপ নৈপুণ্য দৃষ্ট হইবে; কারণ চক্ষুকর্ণাদি দেহ ছাড়া নহে সুতরাং শল্য-শালাক্যতন্ত্রোক্ত অধিকাংশ ব্যাধির চিকিৎসায় বিশেষ সাফল্য লাভ করিতে হইলে যথাযথভাবে শস্ত্রকর্ম প্রয়োগপূর্বক এবং যথাযথভাবে স্নানিক ঔষধ প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ

বিশ্লেষণপূর্বক যথাযথভাবে শারীরিক চিকিৎসা এবং পথ্যাদির ব্যবস্থা দেওয়া কর্তব্য। এইরূপ ব্যবস্থার ফলেই পরিব্রাজক Glaucoma, Opticatrophy প্রভৃতি আক্রান্ত বহু রোগীকে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসায় আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, কোন ব্যক্তির পক্ষে দুটি অঙ্গেরই সমভাবে অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, গবেষণা করিয়া তাহার উন্নতি করা সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে চিন্তাধারা ও কর্মশক্তি বহুধা বিভক্ত হইতে না দিয়া যদি তাহাদিগকে একমুখী করিয়া কোনও বিশেষ বিষয়ে অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, গবেষণায় নিযুক্ত করান যায় তবে তাহারা সেই বিষয়ে অচিরে সিদ্ধিলাভ করিবার সম্ভাবনা।

আমি প্রায় ৩৬ বৎসর যাবৎ শালাক্যতন্ত্রের বিশেষজ্ঞরূপে অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করিয়া আসিতেছি এবং চিকিৎসাক্ষেত্রে কিছু সফলতাও লাভ করিয়াছি। সেইজন্য সাধনী ও কৃতী আয়ুর্বেদসেবীর নিকট আমার বিশেষ অনুরোধ তাঁহাদের জীবনে যে যে বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ আছে তিনি সেই সেই বিষয়ে এক একজন বিশেষজ্ঞ ( Specialist ) হইয়া তাঁহার বহুমুখী চিন্তাধারা ও কর্মশক্তিকে একমুখী করিয়া কেবল সেই সেই বিষয়ে বিশেষ অধ্যয়ন অধ্যাপনা গবেষণা চিকিৎসা ও ঔষধপ্রস্তুত প্রভৃতি দ্বারা কর্মজীবন অতিবাহিত করিয়া আয়ুর্বেদের যথার্থই যে কি স্থান হইতে পারে তাহা উদাহরণরূপে দেখাইয়া দিবেন।

পরিশেষে আপনারা যে সকলে এতক্ষণ আমার কথাগুলি ধৈর্যসহকারে শ্রবণ করিলেন তজ্জন্য আপনাদিগকে অশেষ ধন্যবাদ। আপনারা আমার যথাযোগ্য অভিনন্দন গ্রহণ করুন। ইত্যলম্।

---

আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের একত্রিংশ বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষ্যে ১৫ই মার্চ, ১৯৭৫ কলিকাতা—ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েশন হলে অনুষ্ঠিত পদ্য-পাঠান্তে বিভাগীয় সভাপতির ভাষণহিসাবে কবিরাজ ত্রিগুণাপাদ মোহান্তী কর্তৃক পঠিত হয়।

—প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক।

---

# বাণী ও শুভেচ্ছা

পণ্ডিত কবিরাজ শ্রীনরেন্দ্র নাথ রায় পদ্য বৈদ্যশাস্ত্রী

আয়ুর্বেদ ভারতী
৭৩বি, বিশ্বকোষ লেন
কলিকাতা-৬
১৫ই মার্চ, ১৯৭৫

শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহোদয় ও উপস্থিত সজ্জনমণ্ডলী,

আমার স্নিগ্ধতম ও স্নেহাস্পদ কবিরাজগণ আয়ুর্বেদাচার্য শ্রীযুক্ত যশলাকুমার মজুমদার এবং এ সভার শ্রীবিদ্যেই এই অধমকে কবিরাজের নিকট একত্রিংশ আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের সম্মেলনযোগী বিশেষ অভিভাষণসম্পন্ন অধিবেশনে একটী 'বাণী' ও শুভকামনা প্রার্থনা করিয়াছেন। আমাতে, জ্ঞানী গুণী বিদ্বজ্জনগণ সেখানে বিরাজ করিয়া উহা গ্রহণ করিবেন।

কবিরাজ যশলাকুমারের সাহিত্য-যোগী-অধিবেশনে আমি যখন আসিয়া সভাস্থিত চিত্তে সুদীর্ঘ ৩৭ বৎসরের সাধনা আজ জন্মভূমি ই ভারতবর্ষেরে,

বিষয়কে মৃতপ্রায় চিকিৎসা-বিজ্ঞানকে অনেক সময়ে ভাবধারায় প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছে। অনাদিকাল অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজের আদুবিজ্ঞান যাহা নিয়া সমাজ এবং চিকিৎসা-বিজ্ঞানের 'রীজনেশন', সর্বপ্রথম জন্ম ও জ্ঞানবৃদ্ধি ভারতে উৎপন্ন হইয়া বিভিন্ন যুগের আবর্ত ও প্রতীপকে ভেদ করিয়া ইউরোপী ও এশোপাশিক যুগের সমস্ত জগতকে প্লাবিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল—যেসাদ্বিনিমূ আলবেরুনী ও বিভিন্ন বিদেশী পর্যটকগণের চক্ষুতে ভারতীয় চিকিৎসাবিজ্ঞান স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। ভারতীয় বৈজ্ঞানিকের অর্থসাহায্য অনুষ্ঠান করিলে আমার আয়ুর্বেদ-বিজ্ঞানের যাবতীয় সত্য সমাজতত্ত্বে খুঁজিতে পারা যায়। কালক্রমে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় বিপর্যয় ও ভারতের পরাধীনতায় এই বিজ্ঞান জনের সঙ্গে প্রায় লুপ্ত হইতে চলিয়াছিল কিন্তু অধুনাকুমার ও অন্যান্য সমকালীনের ত্যাগ ও বৈরাগ্যাবৃত্তির ফলেই আজ-বিশ্বেরে এই সমাজ বিজ্ঞান ভারতীয় অন্যান্য তথা বিশ্বজনীনে উদ্ভাসিত হইয়া উঠুক, ইহাই শ্রীশ্রী-ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি এবং সমাজতন্ত্রে পুনঃ গৌরবে সুপ্রতিষ্ঠিত হউক, ইহাই একান্ত কামনা করি।

ইতি—ভবদীয়

পণ্ডিত শ্রীবেদেন্দ্র নাথ শাস্ত্রী (বৈদ্যশাস্ত্রী)

---

( ২ )

Vice-President
India
New Delhi
Camp : Madras
9th January, 1969.

Dear Shri Majumder,

Thank you for your letter of the 4th instant.

I send my best wishes for the success of the 37th Annual Session of your Parishad.

Yours sincerely,
Sd/ V. V. Giri.

Shri Bagala Kumar Majumder,
Founder-President,
Ayurveda Bijnan Parishad,
52, Mahatma Gandhi Road,
Calcutta.

( ৩ )

Raj Bhavan
Bhupal-3
15th January, 1969

Message

I am happy to know that the 37th Annual Session of the Ayurveda Bijnan Parishad is to be celebrated at Calcutta on the 26th January, 1969 and that Dr. S. N. Sen, Vice-Chancellor of the University of Calcutta, has consented to inaugurate the function.

Ayurveda is an ancient system of Indian medical treatment and is within the easy approach of all sections of people of this country. It should be encouraged.

I wish the conference success.

Sd/ K. C. Reddy,
Governor,
Madhya Pradesh.

Shri Bagala Kumar Majumder
Founder-President,
Ayurveda Bijnan Parishad,
52, Mahatma Gandhi Road,
Calcutta.

( ৪ )

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়
বারাণসী-৫
Benaras Hindu University
Varanasi-5.
January 16, 1969.

Message

উপাচার্য
Vice-Chancellor

I am very happy to learn that the 37th Annual Session of the Ayurveda Bijnan Parishad will be held shortly in Calcutta.

I wish it every success.

Sd/ A. C. Joshi
Vice-Chancellor,
Benaras Hindu University.

204—D/HM/69

স্বাস্থ্য, পরিবার নিয়োজন এবং নগরীয় বিকাশমন্ত্রী

ভারত

Minister For
Health, Family Planning &
Urban Development
India
New Delhi
January 7, 1969.

**Message**

I am glad to know that the 37th Annual Session of the Ayurveda Bijnan Parishad will be held in the Darbhanga Hall. While the Session will undoubtedly discuss matters of concern to the Ayurvedic practitioners and discuss various scientific matters I hope that it will also pay some attention to the involvement of the Ayurvedic practitioners in the family planning motivation work and indicate what further can be done for the active association of the Ayurvedic profession in the task of controlling the growth of population

Sd/ S. N. Sinha
( Satya Narayan Sinha )

Rajvaidya Kaviraj B. K. Majumder,
Founder-President,
Ayurveda Bijnan Parishad,
52, Mahatma Gandhi Road,
Calcutta

(

No. 2707
Lucknow
January 24, 1969.

Vice-Chancellor

Dear Sri Majumder,

I am glad to know that the 5-day Celebration of the 37th Annual Session of the Ayurveda Bijnan Parishad will commence from January 26, 1969 and that 11th Annual Bharatiya Sanskriti Sammelan will be held in this connection on February 2, 1969.

I wish the functions every success and hope the Ayurveda Bijnan Parishad will grow from strength to strength in the years to come.

Yours faithfully,
Sd/ M. B. Lal
Vice-Chancellor,
Lucknow University.

( ৭ )

D.O. No. 508-G

Secretary to the Governor
West Bengal
Raj Bhaban,
Calcutta.
January 11, 1969.

Dear Sir,

Please refer to your letter of January 4, 1969 to the Governor of West Bengal.

The Governor is glad to learn that the 37th Annual Session of the Ayurveda Bijnan Parishad will begin its five day celebrations from 26th January. 1969 and the Eleventh Annual Indian Cultural Conference in this connection will be held on February 2. 1969 and that eminent Ayurvedists will be participating in the deliberations. The Governor sends his good wishes on the occasion.

Yours faithfully,
Sd/ R. C. Ganguly
Assistant Secretary to the Governor
of West Bengal, Sri Dharam Vira.

Shri Bagala Kumar Majumder
Founder-President.
Ayurveda Bijnan Parishad
52, Mahatma Gandhi Road,
Calcutta.

Raj Bhavan
Bhubaneswar
9th January, 1969.

I am glad to know that a 5-day celebration of the 37th Annual Session of the Ayurveda Bijnan Parishad will be inaugurated by Dr. S. N. Sen, Vice-Chancellor of the Calcutta Univerisity on the 26th January. 1969 and that it will be followed by the 11th Annual Indian Cultural Conference on the 2nd February, 1969.

I wish the Conferences all success.

Sd/ S. S. Ansary,
Governor of Orissa.

The Founder-President
Ayurveda Bijnan Parishad
52 Mahatma Gandhi Road,
Calcutta

Visva-Bharati
*Founded By*
Rabindranath Tagore

*Acharya*
Mrs Indira Gandhi
*Upacharya*
Dr. Kalidas Bhattacharya

Santi-Niketan
West Bengal, India
Phone : Bolepur-Jn. 2,824
January 21, 1969.

It is a happy news that the Thirty-Seventh Annual Session of the Ayurveda Bijnan Parishad is scheduled to commence on the 26th January, 1969 to be followed by the Eleventh Annual Indian Cultural Conference on February 2, next.

Ayurveda is one among the many glorious achievements of the early Indian Civilization and it is a matter of great regret that the present generation is hardly concious of this. The achievements of Ayurveda demonstrate beyond doubt how our Rishis in the past had the scientific approach to life and to what extent our medical science progressed. It is due to the lack of state patronage that stagnation set in and is continuing even today. But in free India it is not too much to expect that our national leaders will see to the proper nourishment of this Indian medical science. That forthcoming in a reasonable measure, Ayurveda, I am sure, can be developed into a most modern science to the relief of the suffering humanity all over the world and specially in our own country.

I extend my very best wishes to the Parishad and hope that Conferehce will be crowned with complete success.

Sd/ Kalidas Bhattacharya
Upacharya

Shri Bagala Kumar Majumder
Founder-President,
Ayurveda Bijnan Parishad
52, Mahatma Gandhi Road,
Calcutta.

# আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদ

দশম বার্ষিক অধিবেশন, ১৩৭৪

উদ্বোধন উৎসব : রাজাবাজার কলেজ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

## প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতির সম্বর্ধনা ও বিবৃতি

বন্ধুগণ,

আজ আমাদের পরম আনন্দের দিন—আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের এ-দিনব্যাপী সপ্তত্রিংশত্তম বার্ষিক অধিবেশনের উদ্বোধন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে—আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহিত ভারতীয় সংস্কৃতি-চর্চার পুরোধা—পুনরুত্থানের আয়োজন যেখানে হয়েছে প্রাতঃস্মরণীয় স্যার আশুতোষের মৃত্যুতে, উমার ও দেবাদিদেবের মনে। আপনারা জানেন, এই সংস্থাটির ভারতীয় দৃষ্টির ধারক। পরিষদের ও আমার পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে আন্তরিক সম্বর্ধনা ও সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাচ্ছি. বিশেষভাবে আমাদের পূজারী আয়ুর্বেদের পৃষ্ঠপোষক বাঙ্গলার উদ্বোধক উপাচার্য ডঃ শ্রীসরোজ মোহন সেন মহোদয়কে—জনসেবাব্রতী সাধক-সদৃশ সাংবাদিক শ্রীউপেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য, আর পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানে শিক্ষিত হয়েও আয়ুর্বেদের বৈশিষ্ট্য ও বিশুদ্ধতা রক্ষায় অগ্রণী সভাপতি কবিরাজ শ্রীপ্রহ্লাদ চন্দ্র সেন মহাশয়কে।

বার্ষিকের সুদীর্ঘ পথের পাথেয় অভিজ্ঞতার আয়োজনে যৌথ শ্রমের অনেক আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিক সৃষ্টির ধারকদের পাশে। এটা দুঃখের হতে পারে কিন্তু যে মহান ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অমূল্য সম্পদ ভারতের বাহিরে জন্মলাভ, যার প্রতিষ্ঠার ইতিহাস সুদূর প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে বিবৃতি লাভ করে নব নব সৃষ্টির বিস্ময় ফুলে ফলে তারই পথের অনুসরণকারী অনির্বাণ বর্তিকা হস্তে আপনাদের নিকট উপস্থিত হয়েছিল যুগে যুগে কত যাত্রীর দল অনন্ত জিজ্ঞাসার সমুদ্রমন্থনকল্পে পরিক্রমা করেছে মিশর, মেসোপটেমিয়া, উপত্যকা, মরুভূমি, তুষারাবৃত পাহাড়, শ্যামল প্রান্তর—যেখানে অতীত দুঃখের বরমালা পরেছে ভবিষ্যতের জিতে মুক্তপাত্র না করে—লোকনিন্দা বা অবজ্ঞা তাদের অগ্রযাত্রা প্রতিরোধ করতে পারে নি—পারেনি লোভ, আত্মপ্রসাদ, স্বার্থান্ধতা তাদের আত্মিক বল, একনিষ্ঠতা, মনন ও চিন্তন, কর্মশক্তি ও অধ্যবসায়কে বিপথগামী করতে যেমন টলাতে পারে না ভয়ঙ্কর ভাবে কোন বাইরের শক্তি।

পরিষদের সুদীর্ঘ জীবনের চলার পথে বাধা বিঘ্ন কত এসেছে—কত পথ ও মতের দ্বন্দ্ব ; তবু এক উদ্দেশ্য—আয়ুর্বেদের সর্বাঙ্গীণ উৎকর্ষে কৃতকার্যতালাভ সমস্ত বাধা ও সৃষ্টির অবরুদ্ধতাকে সবলের স্নেহের মত দূরীভূত করেছে—নৈরাশ্যকে করে উত্তীর্ণ ব্যক্তিগত ও প্রতিষ্ঠানগত সৃষ্টির আন্তরিক প্রচেষ্টা—মিলনের প্রতিরোধ শক্তি। আমাদের কাজে ও উদ্দেশ্য সাধনে সহায়তা করেছেন এমন অনেককে হারিয়েছি—বিশেষত বিগত ৮ই আষাঢ়, ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ উদ্যান মাসুদের প্রতিষ্ঠাতা, অগ্রগণ্য, সমাজ, চিকিৎসানিপুণ, লোক-কল্যাণ-

স্বর্গী কবিরাজ অমূল্যবিহারী কর মহোদয়কে। আমরা তাঁর পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করি এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করি।

জ্ঞানে-বিজ্ঞানে যতই একীকরণের চেষ্টা হোক প্রতিটি বিষয়ের বৈশিষ্ট্য আছে। এই বৈশিষ্ট্যই প্রাণ—এই মৌলিক রীতির জন্যই তার ভিন্ন ভিন্ন অস্তিত্ব। আয়ুর্বেদের বৈশিষ্ট্য আছে বলে সে বেঁচে আছে যুগযুগান্তের বিস্তৃতির অবাধ—তার রীতি, তার নিরূপণ-পদ্ধতি, তার চিকিৎসা-প্রণালী, তার রসশাস্ত্র, ওষধি-পরিচয়, ঔষধনির্মাণ-পদ্ধতি প্রভৃতি অন্য বিজ্ঞান হতে ভিন্ন হতে পারে কিন্তু তা-ও বিজ্ঞান এবং যুক্তিসঙ্গত। কেন ও কারণে নিরূপণের বৃদ্ধিগ্রাহ্য চিকিৎসা-পদ্ধতির বিজ্ঞান-সম্মত ভিত্তিস্থাপন মূল। এগুলির সঙ্গে অন্যটির অনেক বিষয়ে মিল নেই কিন্তু মূলতঃ—তাতে দোষের নয়, বরং অভিনবই পরিচায়ক। আমরা চাইনে। সাধনা না করে সিদ্ধিলাভ করবার জন্য অন্ধকারের অন্তর পথে চলা বা বিশ্বনিয়ন্তার আত্মঘাতী রীতির জন্য আয়ুর্বেদের অন্তর্নিহিত শক্তি হারিয়েছে—পরিপূর্ণ হয়েছে ধারণাবিমুক্ত বিকৃতির আবর্জনায়। কর্তৃপক্ষ দেখেও দেখেন না যে এর ফলে না হয় কবিরাজী শিক্ষা, না হয় কবিরাজী চিকিৎসা; পরন্তু অযোগ্যতার চিত্তা বিভ্রান্ত—পাণ্ডিত্য ও চিকিৎসানৈপুণ্য সুদূরপরাহত। পরস্পর ভিন্ন পদ্ধতির মিলন বা পুষ্টিসাধন হতে পারে না যদি তাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা না হয়। কবিরাজী একটু মৌলিক হতে হোমিওপ্যাথি পুষ্ট হয়েছে—এলোপ্যাথির ভস্মে। আর আয়ুর্বেদের বেলায় শিক্ষার ভার পড়বে মৌলিক হতে; শিক্ষণীক্ষা, বিজ্ঞানে কি চিকিৎসা-ব্যাপারে সর্বত্র ও সাধারণের পরমুখাপেক্ষিতা এসেছে।

জানের উন্মুক্ত দ্বার থাকা উচিত। ভারতবর্ষ যেন কিসে সে বিষয়ে কৃপণ বা পক্ষপাতদুষ্ট হয়নি। তার বাণী—তা ধর্মই হোক, আর চিকিৎসা-বিজ্ঞান, স্থাপত্য সাহিত্য ভাস্কর্যই হোক, সেসবকেই ছড়িয়ে দিয়েছে—নিজের পরদেশী জ্ঞান আহরণ করে নিয়েছে কিন্তু আত্মহারা হয়নি। কিছুদিন পূর্বেও কবিরাজ-গুরুর কাছে পঠন-পাঠন—আয়ুর্বেদের সামগ্রিকতার শিক্ষার গভীরতা ও ব্যাপকতা ও ঔৎকর্ষ লাভ হত। এখন ডাক্তারী একটু কিছু নিয়ে চলে আয়ুর্বেদের রীতি, ভাষা ও পরিভাষাগুলি করে নিতে হবে ইংরেজ বা অন্যথায়। আয়ুর্বেদ যদি তার নিজের পায়ে না দাঁড়াতে পারে তবে তার অস্তিত্ব নিষ্ফল। মাটির তলে যদি ঊর্ধ্বধাবশক্তি না থাকে তবে বাইরের অনুসন্ধানে গাছ পুষ্টিলাভ করতে পারেনা। শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য হবে ঐশ্বরিক শক্তির উন্মোচন—বিশ্বের গভীরে অনুপ্রবেশ করার শক্তি অর্জন করা। যেখানে শিক্ষা হয় বোধ ও ঈশ্বরের তালিকাভায়—একক বা মৌলিক জ্ঞানের নিত্য ও অনুশীলনের অভাব, সেখানে হয় লোকাদীর বিচিত্র জিনিষের সমাবেশ—যোগাযোগের বিচ্ছিন্ন কথা ও তত্ত্ব সেখানে অনুপস্থিত।

ডাক্তার এবং ডাক্তারী নিয়ে আয়ুর্বেদের ঐতিহ্য অতীত নয়—সোনার পাথরবাটি পড়ার মত। সেখানে এক বিজ্ঞান থেকে অন্য বিজ্ঞানে মৌলিক ভাবে রূপান্তর হতে বা হতে পারে না সেখানে একটির প্রাধান্য আসবেই। এখানে ডাক্তারীর প্রাধান্য আসছে। তার ফলে আয়ুর্বেদের চিন্তা, অবেষণা, চিকিৎসার বৈশিষ্ট্য অন্তর্হিত, এমন কি, বিলুপ্ত হতে পারে যদি এখনও কবিরাজরা সাবধান

না হয়—পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিমুগ্ধ সরকারের হাতে আয়ুর্বেদের ইতিহাস তার ও বাহিরে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকেন। আমি বিদ্রোহী নাড়ী টিপে দেখে এসেছি খুব বেশী নয়। তাতা আয়ুর্বেদের ইতিহাসে মুখবন্ধ তার তাতারীর মধ্যে অন্তর্ভুক্তি। আয়ুর্বেদীয় গবেষণা ( Ayurvedic Research ) মানে আধুনিক পদ্ধতিতে আয়ুর্বেদের অনুসন্ধান। পশ্চিমবঙ্গে আয়ুর্বেদ শিক্ষার হাল ও দেখেছেন—টাকার অভাবে কলেজগুলি মুহ্যমান। অষ্টাঙ্গকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিয়েছেন। দুইটি বেসী সাহিবার চাকরীর ব্যবস্থা করে দেবেছেন ভবিষ্যতে বাকী অধ্যাপকদেরও সাহিবা বাড়বে। কিন্তু আমি সাবধান বাণী উচ্চারণ করে যাচ্ছি—সেখানে শিক্ষা ও চিকিৎসা পদ্ধতির আমূল আয়ুর্বেদীয়করণ পরিবর্তন না হলে অদূর ভবিষ্যতে আয়ুর্বেদ শিক্ষা বিড়ম্বিত হবে। অন্যান্য রাজ্যের মিশ্র শিক্ষা—তবে সেখানে সরকার অর্থ ব্যয় করে থাকেন। পশ্চিমবঙ্গ আয়ুর্বেদ পরিষদ আছে—তার উন্নয়নমূলক কাজ করবার কোন সুযোগ নেই—সাইন-বোর্ডের বেড়াজালে কাগজ-পত্র লেখালিখির বোঝাই বেশী—আয়ুর্বেদের অবস্থা এই একুশ বছরের স্বাধীন শাসনে ক্রমাবনতির দিকেই ধাবমান।

উহার প্রতিরোধ করার জন্য কবিরাজদের প্রয়োজন সংঘবদ্ধ হওয়া—কবিরাজী শিক্ষা ও চিকিৎসার বিভিন্ন বিষয়ে গভীর মুখপত্রি লাভ করা—ব্যাপক ও দেবাত্মকে জীবন উৎসর্গ করা। কেন্দ্রীয় শিক্ষা কমিটির শুধু আয়ুর্বেদ পাঠ্যক্রম ও সমস্যে প্রস্তাবিত নিখিল ভারত আয়ুর্বেদ কাউন্সিল বিল যাতে কার্যকরী হয় তার জন্য সকলের সচেষ্ট হওয়া উচিত। একদিকে আয়ুর্বেদের উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি, অন্যদিকে ড্রাগ কন্ট্রোল অ্যাক্টের মাধ্যমে আধুনিক মতে আয়ুর্বেদের ঔষধ নির্মাণ করবার প্রচেষ্টা ও সরকার লাইসেন্স বাধ করবার প্রভৃতি আয়ুর্বেদের উৎকর্ষের পথে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করবে। আয়ুর্বেদের নীতি অনুসারে আয়ুর্বেদের ঔষধ প্রস্তুতবিধি বিজ্ঞানসম্মত, নীতিসম্মত ও ফলপ্রদ পন্থা। এই অন্যায় সরকারী প্রচেষ্টাকে বাধা দিয়ে হবে ব্যর্থ করতে।

কেমন করে সুচিকিৎসক হতে হয়—কি করে ঔষধগুলিকে প্রকৃতরূপে তৈরি করা যায় যাতে সহজে জনসাধারণ গ্রহণ করতে পারে; এমনকি, কি করে নীতিসম্মত পন্থায় কোন উপসর্গ উৎপন্ন না করে আরও তাড়াতাড়ি রোগ নিরাময় করা যায় এর জন্য কবিরাজদের সাধনা ও গবেষণার সুচিন্তিত পথ নির্বাচন করে অগ্রসর হওয়া দরকার। এখানে যারা বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা ও প্রবন্ধপাঠ করেছেন তাদের নাম ও বিষয়ের নাম নিম্নে দিচ্ছি: কবিরাজ শ্রীসুবোধ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়—দন্ধারোগে; কবিরাজ শ্রীঅমলাচরণ সেন—ইনসুলেন্স; কবিরাজ শ্রীঅরবিন্দ নাথ চট্টোপাধ্যায়—মাদকদ্রব্যাশ্রয়ের অপকারিতা; কবিরাজ শ্রীবলাকুমার মজুমদার—চরকের 'কতমানি পরীক্ষিতম্'। কবিরাজ শ্রীমুরারিমোহন ঘোষ সংস্কৃতি বিভাগে মহাকবি কালিদাসের 'মেঘদূত' সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। পরিষদের সাম্প্রত সভার মাধ্যমে বিভিন্ন শাখা-সমিতি গঠন করে বিভিন্ন বিষয়ে সংঘবদ্ধ গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়। তা ছাড়া একক প্রচেষ্টা নিয়ন্ত্রণ পালনের সঙ্গে পূর্বাঞ্চলের গবেষণাগার অবদান সম্বন্ধে পরিসংখ্যান নেওয়া হয়—আরোগ্যশালা সম্মেলনের মাধ্যমে বিভিন্ন হাসপাতালের চিকিৎসালয় অভিজ্ঞতার আদান-প্রদানে ভাবী আয়ুর্বেদের উৎকৃষ্টতর অগ্রগতির পথ প্রশস্ত করা হয়।

প্রতিবর্ষে বার্ষিক অধিবেশনে ৩-৪টি বিভাগ আয়ুর্বেদের নানাবিষয়ে—সাধারণের প্রয়োজনীয় বিষয়, যেমন, খাদ্য, জলবায়ু, ঋতু-পরিচর্যা প্রভৃতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ বক্তৃতার ব্যবস্থা, আর এক অধিবেশনসভায় ( সেমিনার )। এতে বাংলার বাইরের প্রতিনিধিরা আসেন। পরিষদের মুখপত্র 'আয়ুর্বেদ-ভারতী' ত্রৈমাসিক পত্রিকা, শুধু বাংলা ও ভারতেই পরিচিত নয়—সুদূর আমেরিকার মার্কিনরাজ্যে অবস্থিত 'ন্যাশনাল লাইব্রেরী অব মেডিসিন'এর গ্রাহক এবং মিউনিকের 'ইন্‌স্টিট্যুট ফর গেশিখ্‌টে ডের মেডিজিন' এর বিষয়গুলির সূচীকরণ হচ্ছে। এমনি করে অল্প খরচে বছর পরিষদের কর্মের ধারা চলেছে বর্তমানের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সমাবেশের পাশাপাশি। আপনাদের সহানুভূতি, সহযোগ ও দক্ষিণ সহযোগিতা একে আরও উন্নততর করে তুলবে, এই আশা করি।

এবারের অধিবেশনে ঔষধিবিদ্যা, শারীরতত্ত্ব-বিজ্ঞান, ভ্যাক্সার, অন্য—আলাক্য,রসায়ন-বাজীকরণ, বিষতন্ত্র ও ভীষজ্‌ঘাত, জলবায়ু, ঋতুবিজ্ঞান, ঔষধ-নির্মাণে আধুনিক পদ্ধতি, রসশাস্ত্র, অনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা হবে। এর সঙ্গে থাকবে আয়ুর্বেদ ও ধর্ম, কি করে মনীষা ভাল থাকে, 'আজ ও কাল' সম্বন্ধে অভিজ্ঞের বক্তৃতা প্রভৃতি। আর একটী কথা—যা বিশেষ পরিতাপের আয়ুর্বেদের অগ্রগতির পক্ষে তা হলো কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'আয়ুর্বেদ-ফ্যাকালটী' প্রতিষ্ঠা। মাননীয় উপাচার্যের সঙ্গে এ বিষয়ে আমরা কিছুটা অগ্রসর হয়েছি—পাঠ্য-তালিকাও দেওয়া হয়েছে, এখন তার পূর্ণ রূপায়ণের সঙ্গে বিশ্বে আয়ুর্বেদের ঐশ্বর্য সাধনের অবসরও ফলপ্রসূ হোক, এই কামনা। আপনাদের সকলকে আমি আমার আন্তরিক স্বাগত সম্ভাষণ জানাচ্ছি।

এখন আমি আমাদের প্রিয় ও সম্মানাস্পদ উপাচার্য ডঃ শ্রীসুরেন্দ্র নাথ সেনকে পরবর্তী বার্ষিক অধিবেশনের উদ্বোধন করবার জন্য অনুরোধ করছি। বন্দেমাতরম্—

ইতি রবিবার, ১২ই মাঘ, ১৩৭৫

বিনীত
কবিরাজ শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার,
প্রতিষ্ঠাতা—সভাপতি,
আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদ।

ঠিকানা :
আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদ
৪২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯
২৬শে জানুয়ারী, ১৯৬৯।

---

* ইতিমধ্যে মেডিসিন এক্সপেরিমেন্টাল রিসার্চ বিল, ১৯৬৮ সালে রাজ্যসভায় যে বক্তৃতাপূর্ণ ও আয়ুর্বেদের ভবিষ্যৎ পরিণতি সম্বন্ধে আশার উদ্রেক হয়েছে তা যাতে পাস না হতে পারে তার জন্য সকলের আন্দোলন করতে হবে, এমন কি, এর জন্য বিলাতে ডেপুটেশন পাঠাতে এবং সমস্ত খরচার ভার নিতে হবে।
—গ্রঃ সঃ

# সভাপতির অভিভাষণ *

কবিরাজ শ্রীসুশীল কুমার সেনগুপ্ত, এম্-এ-এম্-এস্,
ভিষগ্‌রত্ন, অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ কলেজ ও হাসপাতাল এবং বিধানচন্দ্র আয়ুর্বেদ মহাবিদ্যালয়
ও হাসপাতালের অধ্যাপক ও চিকিৎসক

আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের এই বার্ষিক অধিবেশনে আমার ন্যায় একজন আয়ুর্বেদসেবীর সভাপতি নির্বাচন আমাদের ও অন্যান্য ব্যক্তির উপর অনধিকারের ন্যায় এক বিশাল জ্ঞান-সমুদ্রের ভিতর হইতে যুগযুগান্তর আহরণের চেষ্টায় রত থাকা হইতে দূরে রাখিয়াছে; তথাপি শ্রদ্ধেয়জনের কৃপায় "মূকং করোতি বাচালং, পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং" এই প্রবাদ আমাদের দুর্বিপাকের আশ্রয়রূপে উক্ত হইয়াছে—এই আশা এই বাণীর উপর নির্ভর করিয়াই এ সম্বন্ধে কিছু বলিবার চেষ্টা করিতেছি। আশা করি, সমবেত সুধীজন আমার অক্ষমতাকে নিজগুণে মার্জনা করিয়া লইবেন।

রসশাস্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে প্রথমেই একটা বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে যে রসত্রয়ীর অর্থাৎ রস, লবণ এবং কটু এই তিনটির মূলে "রস" অর্থাৎ পারদের ঔষধার্থে ব্যবহার অজ্ঞাত ছিল। রসশাস্ত্র সম্বন্ধীয় আলোচ্য আসন্ন বিষয়ের জ্ঞান যাহাতে সুষ্ঠুভাবে গ্রহণ করা যায় তজ্জন্য আয়ুর্বেদের এই বিশেষ বিষয় সম্বন্ধীয় প্রবাদগুলিকে আমি তিনটি ভাগে ভাগ করিয়াছি, যথা—রস, উপরস, ধাতু, উপধাতু, রত্ন, উপরত্ন, বিষ ও উপবিষ। এই বিষয়গুলিকে রসশাস্ত্র নামকরণ কেন করা হইল? উহাকে তো ধাতুবিদ্যা বা রত্ন বিদ্যার নাম নামকরণ করা যাইত। রসকে প্রাধান্য দিয়া যে শাস্ত্র রচিত হইয়াছে তাহাকে "রসশাস্ত্র" নাম দেওয়াটা সর্বতোভাবে যুক্তিযুক্ত ও সঙ্গত হইয়াছে। রস যে পারদকে সর্বাধিক প্রাধান্য দেওয়ার কারণ সম্বন্ধে শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—

"মহদ্ভাবোপযোগিত্বাৎ অজস্রেণ্দ্রসঙ্গতঃ"।
শিবপ্রসাদোপাধিত্বাৎ ঔষধেষ্বো হবিষো রসঃ।
সদ্যঃ জ্ঞেয়ত্ব সংযোগিত্ব তদ্বদিনা।
অমরত্বাৎ অপি লাভস্য রস এব শ্রেষ্ঠ উচ্যতে।

অর্থাৎ মানবদেহে ধ্বংসোন্মুখে আয়ুর্বেদশাস্ত্রে বয়োস্থাপিত, প্রাণিজ, জলজ, ধাতুজ ইত্যাদি যতপ্রকার দ্রব্য ঔষধার্থে আয়ুর্বেদে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং যে আয়ুর্বেদে বলা হইয়াছে "ভেষজে ঔষধয়ঃ শ্রেষ্ঠা ব্যাধেরাহারো ভক্ষতে" অর্থাৎ পৃথিবীতে যত যে কোনও দ্রব্য রোগ আরোগ্যের সহায়ক হইলে তাহাই শ্রেষ্ঠ ভেষজ অর্থাৎ ঔষধ, সেই ঔষধাবলির মধ্যে রস যা পারদই একমাত্র দ্রব্য যাহা সর্বাপেক্ষা অল্পমাত্রায় প্রয়োগ করিলে রোগের পক্ষে উপকারী হইবে এবং পারদ যাহা গ্রহণ ঔষধ বহু দীর্ঘ দিন ধরিয়া সেবন করানো হইলে বা কোন রোগীর কোনও দিন এই প্রকার ঔষধে অরুচি জন্মাইবার আশঙ্কা নাই। এই জন্য রসসিন্দুর, স্বর্ণসিন্দুর (মকরধ্বজ), রত্নসিন্দুর ইত্যাদি ঔষধ ব্যাধিবিনাশের জন্যই হউক অর্থাৎ আয়ুর্বেদে যে উক্ত হইয়াছে "অন্তর্হিতং জরাব্যাধি-বিনাশনং তৎ রসায়নং" অর্থাৎ যাহাতে জরা ব্যাধি উৎপন্নই না হয় সেই রসায়ন গুণের জন্য শরীরের বল, বীর্য, কান্তি ও আয়ুর্বেদের জন্য এই পারদ-

ঘটিত উপরোক্ত জাতীয় ঔষধ রোগ যদি বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া সেবন করিয়া যান তথাপি তাঁহার এই সকল ঔষধে কোনও বিষ ক্রিয়া আসিবে না এবং তৃতীয়ত পারদঘটিত ঔষধ অন্যান্য ক্ষিপ্র বা ক্রম-পদ্ধতিতে রোগ হইতে মুক্তি দান করিবে এইরূপ যাবতীয় ঔষধের মধ্যে পারদকে শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া হইয়াছে। ইহার পরে সাহে আরও বলা হইয়াছে যে, আয়ুর্বেদে যাবতীয় রোগকে যে তিন ভাগে ভাগ করা হইয়াছে, যথা, সাধ্য ( Curable ), যাপ্য ( Durable ) এবং অসাধ্য ( Incurable ) এই তিনপ্রকার রোগের মধ্যে সাধ্য রোগের বহুপ্রকারের ঔষধ আছে কিন্তু অসাধ্য রোগের চিকিৎসা সম্বন্ধে আয়ুর্বেদ বলিয়াছেন "তাবৎ চিকিৎসাক্রিয়াঃ কুর্যাৎ যাবৎ ব্যাধিতে বাধতে।" অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত কোনও ব্যাধিগ্রস্ত মানুষের প্রাণ প্রবাহ চলিবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাহার চিকিৎসার্থে সর্বপ্রযত্নে করিয়া যাইতে হইবে; কেননা মৃত্যু অর্থাৎ নিশ্চিত মৃত্যুলক্ষণ দৃষ্ট হওয়া সত্ত্বেও বৈদ্যগণ এই পারদঘটিত ঔষধে রোগীর প্রাণরক্ষা করা সম্ভবপর হইতে পারে এবং ইহাও পারদের একটী শ্রেষ্ঠত্বের কারণ। এই সমস্ত যুক্তিসঙ্গত কারণের জন্য রসশাস্ত্রে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়া আয়ুর্বেদের এই বিষয়কে "রসশাস্ত্র" নাম দেওয়া হইয়াছে।

রসশাস্ত্রে যে আটটী ধাতু, যথা, স্বর্ণ (Gold) রৌপ্য (Silver), তাম্র (Copper), বঙ্গ (Tin), সীসক (Lead), লৌহ (Iron), কাংস্য (Bell Metal or Queens Metal), পিত্তল (Bronze) ঔষধার্থে ব্যবহার করার বিষয় বলা হইয়াছে তন্মধ্যে প্রথমোক্ত মূল চারিটী ধাতুর উল্লেখ পাওয়া যায়, যথা—স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র এবং লৌহ। বাকি অন্য চারিটী ধাতুর উল্লেখ ঐ সময়ে পাওয়া যায় না। আমার ভাষণকালে বলা হইয়াছে যে, উপরোক্ত কাংস্য এবং পিত্তল এই দুইটী দ্রব্য ধাতুবিশেষ বলা বলা যুক্তিসঙ্গত নহে; কেন না, কাংস্য উৎপন্ন হইয়াছে তাম্র ও বঙ্গের সংযোগে। সুতরাং উহা একটী মিশ্রিত ধাতু (Alloy) এবং পিত্তল উৎপন্ন হইয়াছে তাম্র ও দস্তের (Zinc) সংযোগে; সুতরাং উহাও একটী মিশ্রিত ধাতু (Alloy)। মধ্যযুগীয় পরবর্তী কালে আমি সভাপতীত্বে সমিল ভারতে নাগার্জুন নামে এক অভিনব রসাচার্যের আবির্ভাব হয়। তিনিই সর্বপ্রথমে এই পারদের সম্বন্ধে কথা প্রকাশ করেন: পারদের উৎপত্তিস্থান (Source or origination), স্বরূপজ্ঞান (Physical characters), শোধনবিধি (Methods of Purification), মারণবিধি (Methods of Oxidation or Reduction), গুণ ( Properties ), আময়িক প্রয়োগ ( Therapeutical uses ), মাত্রা ( Dose ) এই সব বিষয়ে বিস্তৃত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেন এবং তৎসহ বিভিন্ন উপরস, যথা—গন্ধক ( Sulphur ) হিঙ্গুল (cinnabar), অভ্র (Mica), হরিতাল (Orpiment or a class of Arsenic) ইত্যাদি দ্রব্য, উপরোক্ত আটটী ধাতু, সাতটী উপধাতু, যথা—তাম্রমাক্ষিক ( copper pyrietes ), রৌপ্যমাক্ষিক ( Siver pyrietes ), নীল ( copper Sulphate ), সিন্দুর ( Oxide of lead ), কাংস্য ( An Alloy of copper and tin), পিত্তল ( Alloy of copper and zinc), শিলাজতু (Bitumen)—এইটী বস্তু যথা লবণ, প্রবাল, ফটিকা, গন্ধকল, খুলখার, হীরক, নীলকান্তমণি, গোমেদ ও বৈদূর্য এবং ক্ষার, বৈক্রান্ত ইত্যাদি কয়েকটী উপরত্ন এবং নয়টী তীব্র বিষক্রিয়ে-

লঘুকৃত করিয়া এবং দারুণী ইত্যাদি দ্বারা অবশোষিত, গৃহীতদোষ, অবরুদ্ধ, আম, অধিকেন্দ্র, দাহজনী এবং দুষ্টব্রণ শোধনবিধি, ক্রম, আধুনিক প্রয়োগ, মাত্রা ইত্যাদি সম্বন্ধে যাবতীয় বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে।

রসশাস্ত্রে খনিজ বিষয়গুলি সম্বন্ধে একটি বিশ্লেষণ করিলে রসশাস্ত্র ও আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রোক্তের আধুনিক রসায়নশাস্ত্র ( Chemistry ), পদার্থবিদ্যা ( Physics ), আবহবিজ্ঞান ( Meterology ) প্রাণিবিজ্ঞান ( Zeology ), প্রাণীতত্ত্ব বিজ্ঞান ( Biology ) এবং উদ্ভিদ্ বিজ্ঞান ( Botany ) ইত্যাদি বিষয়ে যে উহাদের প্রচুর জ্ঞান ছিল তাহার বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ বহু পাওয়া যায়, তাহা সংক্ষেপে দুই একটী উদাহরণেই বুঝা যাইবে—পারদকে একটী খনিজ দ্রব্য বলা হইয়াছে এবং পারদ যখন খনি ( Mines ) হইতে পাওয়া যায় তখন উহা শুদ্ধ পারদ ( Pure Mercury ) হিসাবে পাওয়া যায় না ; উহার সহিত কিছুটা সীসের ( Lead ) অংশ এবং কিছুটা রঙ্গের ( Tin ) অংশ রাসায়নিকভাবে ( Chemically ) মিশ্রিত থাকে এবং এইরূপ উহাদিগকে পারদের দোষ ( Impurity ) বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে এবং পারদকে ঐ দোষমুক্ত ( Free from the Impurity ) করিবার জন্য নানাবিধ প্রক্রিয়ার ( Processes ) কথা বলা হইয়াছে, যথা—"সোর্দ্ধ বিটিকা দুগ্ধ কর্কোরাম্লনিম্বাদিভিঃ। মর্দ্দিতঃ ভাজিতো যোহয়ং নাগদোষং রসস্যজেৎ।" অর্থাৎ সেহুলোহ, চিরতা, ধুতুরা, গুলঞ্চ (Carbon ) সহযোগে পারদকে দোক্তাপত্রের রসে ও ঘৃতকুমারীর রসে ( Aloe Indica ) মর্দন করিয়া পরে কাঁজি ( Fermented Rice Water ) দ্বারা ধৌত করিলে পারদ নাগদোষযুক্ত ( Free from Chemically mixed Lead ) হইবে এবং পারদের এই প্রকার আটটী দোষের বিষয় বলা হইয়াছে এবং ঐ আট প্রকার দোষ মুক্ত না করিয়া পারদ দ্বারা ঔষধ প্রস্তুত করিলে তাহাতে মানবদেহে কি কি প্রকার রোগ হওয়াইতে তাহাও বিশেষ বর্ণনা করা হইয়াছে, যথা—ক্রমঃ কুষ্ঠ বা আমাশয় দ্বারা বীর্যনাশ দাহজ্বর। বলয় কম্পবাত ক্ষোভ ক্ষুধিত এতে ক্রমাৎ নৃণাম্' অর্থাৎ পারদের নাগ দোষে মানবদেহে ক্ষত ( Abscess, Boils etc. ) এবং দোষে কুষ্ঠ ( Leprosy ) এবং বাকি অন্য দুইটী দোষে বিভিন্ন বাতের উৎপত্তি হইতে পারে। পারদের অষ্টবিধ দোষ নষ্ট করিবার জন্য অষ্ট কর্মের কথা, 'দোষনঃ কর্ষনঞ্চৈব ভর্জ্জনং খলনং তথা। পাতনা রোধনঞ্চৈব নিয়মনং অতঃপরম্। দীপনঞ্চেতি সংখ্যাতাঃ সূতস্য অষ্টৌ সংস্কারিকাঃ মতাঃ।' অর্থাৎ পারদকে ঔষধার্থে ব্যবহারোপযোগী করিবার জন্য অষ্টকর্ম ( Eight sorts of Technical Processes ) প্রয়োজন হয়। তন্মধ্যে প্রথমেই বলা হইয়াছে যে, পারদকে দোলন ক্রিয়া ( Application of a mild heat ) করিলে উহার ঔষধশক্তি ( Pharmaceutical activity ) বাড়িয়া যায় এবং তজ্জন্য পারদকে তপ্ত খলে স্থাপন করিতে হইবে। (ক্রমশঃ)

---

আয়ুর্বেদ-বিজ্ঞান পরিষদের প্রথম মাসিক অধিবেশন উপলক্ষে এই মাস; ১৩৭৮ সুধার অধিবেশন 'ইনস্টিটিউট অব মেডিসিন বিজ্ঞানের সভাগৃহের অভাব।—সঃ সঃ

# আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের

## ৫-দিবসব্যাপী প্রথম বার্ষিক অধিবেশনের বিবরণী, ১৩৬৫

### উদ্বোধন-উৎসব

বিগত ১২ই মাঘ, ১৩৬৫ (২৬শে জানুয়ারি, ১৯৫৯) রবিবার, বেলা ৪টায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সারকুলার রোডে আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের ৫-দিবসব্যাপী প্রথম বার্ষিক অধিবেশনের উদ্বোধন-প্রসঙ্গে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন বলেন—প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে আয়ুর্বেদ-ফ্যাকালটী প্রবর্তন করা উচিত। তিনি আরও বলেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়ুর্বেদ-ফ্যাকালটী স্থাপন করিবার কাজ চলিতেছে। অদূর ভবিষ্যতে ইহার প্রবর্তন হইবে। আয়ুর্বেদের পুনরুজ্জীবন ও বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়ুর্বেদ-ফ্যাকালটী স্থাপনের উদ্যোগের জন্য পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি কবিরাজ শ্রীযুক্ত যামিনীভূষণকে তিনি প্রশংসা করেন। আয়ুর্বেদের চর্চা শুধু ভারতে রোগী চিকিৎসার জন্য নয়, সমস্ত মানবজাতির সেবার জন্যও প্রয়োজন। যাহারা ইংরেজী ছাড়া ভারতীয় আয়ুর্বেদ-ফ্যাকালটিতে ভর্তি হইতে পারিবে এবং তাহাদের উপাধি ভূষিত হইয়া আয়ুর্বেদ ও দেশের মুখ উজ্জ্বল করিবে। তিনি সম্মেলনের উদ্বোধন করেন এবং উহার সাফল্য কামনা করেন।

বিশ্বের সাংবাদিক সম্মেলনসমূহ এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা-ফ্যাকালটীর ডিন প্রফেসর কাজি মোতাহার হোসেন—ভারতের বৈজ্ঞানিক প্রতিভার শ্রেষ্ঠ অবদান আয়ুর্বেদ, এমন কি, পাশ্চাত্য দেশেও ইহার সমাদর আছে। আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকদের উহার অগ্রগতির জন্য সাধনা ও অনুশীলন করা উচিত। সম্প্রতি শ্রীশাস্ত্রী-কর্তৃক যে বিপিল ভারত আয়ুর্বেদ বিল উত্থাপিত হইয়াছে তাহা বর্তমানে আয়ুর্বেদের উৎকর্ষের পথে বিশেষ পদক্ষেপ। পরিষদ আয়ুর্বেদের ঐতিহ্য যে চেষ্টা করিতেছেন তাহা তিনি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন।

কবিরাজ শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র সেন সভাপতির ভাষণে আয়ুর্বেদের ঐতিহ্য ও সৃষ্টি, কবিরাজদের কর্তব্য ও সরকারের অসহযোগিতা ও বিমাতৃসুলভ মনোভাবের আলোচনা করেন। কবিরাজ শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ আয়ুর্বেদের জন্য যে চেষ্টা করিতেছেন তাহার তিনি প্রশংসা করেন।

প্রারম্ভে স্বাগত সম্ভাষণ জ্ঞাপন-প্রসঙ্গে পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি কবিরাজ শ্রীযামিনীভূষণ রায় বলেন যে বিজ্ঞানসম্মত ও বিজ্ঞানভিত্তিক আয়ুর্বেদের শিক্ষা ও চিকিৎসার জন্য ফ্রান্স কর্তৃক ভাইরেক্টরেটের মহার্ঘ সাইকেল ও আধুনিক প্রথার উষধ প্রস্তুতের আয়োজন আয়ুর্বেদ-পরিপন্থী এবং আয়ুর্বেদসেবীদের বিচ্ছিন্নভাবে প্রভৃতি বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়ুর্বেদ-ফ্যাকালটী প্রবর্তনে তাহার প্রচেষ্টার উপাচার্য ডঃ শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ সেনের উদ্যোগের কথা বলেন এবং প্রবর্তনের পথে উহার কার্যকরী ক্রিয়া-কলাপের প্রশংসা করেন। বর্তমানের বৈজ্ঞানিক সমারোহের মধ্যে আয়ুর্বেদের উৎকর্ষ ও

উন্নতি বিধানের জন্য সম্মিলিত সাধনা ও আলোচনার ডাক সকলের একান্ত কর্তব্য, তিনি আরও বলেন।

তৎপর কবিরাজ শ্রীসুশীল কুমার সেন বলেন, পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে যে বিভিন্ন বিজ্ঞানের আলোচনার আসর খোলা হয় তাহাতে সকল কবিরাজদের যোগদান করা উচিত এবং নিজ নিজ অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে আয়ুর্বেদের প্রগতিশীল উৎকর্ষ সাধন সম্ভব হইবে। কবিরাজ শ্রীঅধিকাভূষণ রায় বলেন, আমার আশা ছিলো অনেক উৎকর্ষ ও উন্নয়ন আয়োজনের মধ্যে কিন্তু কবিরাজী শিক্ষা ও চিকিৎসার অগ্রগতি দেখিতেছি। কলেজে ল্যাবরেটরী নাই, ঠিক ঠিক ঔষধি-পরিচয় হইতেছে না। শ্রীবিমলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বলেন, গবেষণা দরকার: আয়ুর্বেদে অর্শরোগের একটি জটিল ও বহুবিস্তৃত রোগ। জামসেদপুরের সিরিডা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্শরোগের সম্বন্ধে সেখানের একটা বাহুড়া সম্বন্ধে গবেষণা হইতেছে। এখানেও এই রোগের বিষয়ে গবেষণা করা উচিত। কবিরাজ শ্রীপ্রতাপ চন্দ্র ভট্টাচার্য পরিষদের কার্যকলাপ ও প্রগতি পাশ্চাত্যের প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

পরিশেষে কবিরাজ শ্রীজ্যোতিপ্রসন্ন সেন বাবলীর উদ্বোধক উপাচার্য ডঃ সেন, সাংবাদিক শ্রীঅপলাকান্ত ভট্টাচার্য, সভাপতি কবিরাজ শ্রীপ্রতাপ চন্দ্র সেন, বক্তাগণ ও অন্যান্য সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

## বিভাগীয় সভা—জনপ্রিয় বক্তৃতা—তরিদাসভাষা-ওষধি প্রদর্শন

স্থান—ইণ্ডেটস্ হল, কলিকাতা

সোমবার, ১৩ই মাঘ, ১৩৭৫

কায়চিকিৎসা বিভাগে পৌরোহিত্য করেন কবিরাজ শ্রীবসন্তকুমার মজুমদার নিখিল সভাপতির অনুপস্থিতিতে। তিনি বলেন, আজকের যুগে কায়চিকিৎসারই বিশেষ প্রয়োজনীয়। বেশীর ভাগ রোগই এই বিভাগে পড়ে। এই বিভাগে পারদর্শিতা লাভের জন্য আয়ুর্বেদ বিজ্ঞানের বিশিষ্ট ধারা সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান থাকা দরকার, যেমন দোষ-ধাতু-মল বিজ্ঞান, প্রভাববিজ্ঞান, শারীরতত্ত্ব প্রভৃতি। কবিরাজ প্রফুল্লনারায়ণ সেন ও কবিরাজ শ্রীঅনিলকুমার রায় যথাক্রমে 'অজীর্ণের চিকিৎসালাভ' ও 'নাড়ী-বিজ্ঞান' সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা করেন। ২। শারীরতত্ত্ববিজ্ঞান বিভাগে সভাপতিত্ব করেন কবিরাজ শ্রীচিত্তরঞ্জন ভট্টাচার্য। তাহার অনুপস্থিতিতে অধ্যক্ষ শ্রীদেব। 'পরিষার পরিকল্পনা' সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন কবিরাজ শ্রীমলিনী রঞ্জন দাস। 'স্বাস্থ্য ও ধর্ম' সম্বন্ধে জনপ্রিয় বক্তৃতা করেন অধ্যাপক শ্রীবিভূতিভূষণ সেন শাস্ত্রী। তাহার বক্তৃতায় ভারতীয় ধর্ম, আয়ুর্বেদ, স্বাস্থ্য প্রভৃতি সম্বন্ধে যেমন রোশনাই করে, তেমন পাশ্চাত্য Epicurean Theory, Hedonism প্রভৃতি সম্বন্ধে মনোজ্ঞ আলোচনার বিশেষ উপাদেয় হয়।

মঙ্গলবার, ১৪ই মাঘ, ১৩৭৫—কবিরাজ শ্রীমুরারি মোহন ঘোষ (নিখিল সভাপতির অনুপস্থিতিতে) ৩। রসায়ন-বাজীকরণ বিভাগে সভাপতিত্ব

করেন এবং কবিরাজ শ্রীললিত মোহন শর্মা ধন্যবাদজ্ঞাপন করেন। পরদিন ১৩ই মাঘ, ১৩৭৪ হইতে অধিবেশন আরম্ভ হয়। অমোবিজ্ঞান বিভাগ সম্পর্কে অধ্যাপক শ্রীবিশ্বনাথ সেন শাস্ত্রীর পৌরোহিত্যে মূল্যবান প্রবন্ধ পঠিত হয়। আমন্ত্রিতদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। সভাপতি অধ্যাপক শ্রীসেন শাস্ত্রী বলেন—ভারতীয় মনোবিজ্ঞানের আলোচনা করেন প্রাচীনকাল থেকে। বেদে উহার প্রথম উল্লেখ। মন্ত্র নয়—আমার পঞ্চেন্দ্রিয়ের আধার, যাহা দ্বারা দেহ গঠিত হয়। মনন ও যুক্তির কারণ মন। বৈশাত্তিক মনন,—যে সর্বদা মনে করে বুদ্ধ, সে বুদ্ধই, আর যে মনে করে বদ্ধ সে বদ্ধই থাকিয়া যায়। রোগীর দেহ ও মনকে বিশ্লেষ করা চরক ও ভারতীয় ঋষিদের মত। অধ্যাত্মিক—দেহ ও মনের : রোগ, আধিভৌতিক—ভীতজন্য মনন, আধিদৈবিক—বজ্রপাত, বৃষ্টি ইত্যাদি' মহাভারতে ভীষ্মের উক্তি—কোন বিকৃতিদ্বারা মন যেন বিচলিত না হয়। তিনি বলেন—কৃতীর নয়ন খুলিলে লোক সব বুঝিতে পারে। চিকিৎসের অসমর্থতায় রোগ, আর অযোগ্যের জন্য বহু মানসিক ব্যাধি। Psychoneurisis স্নায়ুরোগ স্নায়ুরোগ কৃতবিদ্যই মনোবিজ্ঞান। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানিগণ মনে করিতেন মনের কোন রোগ নাই। ডাক্তারই তাহার প্রথম প্রকাশ। অধ্যাপক দেবেন্দ্রীয়ের মাতৃদেবের উক্তি—অসুস্থ অবস্থায় মনের রোগ উপলব্ধি করিতে পারে কি না? তিনি ' উনবিংশতি, পার্শ্বালিটি, মুলমূত্রলিনী, শিব ও শক্তির বিষয় ইত্যাদি নানা বিষয়ের অবতারণা করেন।

কবিরাজ শ্রীহেমন্ত নাথ শাস্ত্রী 'কি করিলে শরীর ভাল থাকে' এই বিষয়ে ঔষধির বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বিশেষের সমন্বয়, বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য বিষয়ে আয়ুর্বেদীয় নীতির প্রচার প্রভৃতি বিষয়ে বিশদ ও মূল্যবান ভাষণ দেন।

বুধবার, ১৫ই মাঘ, ১৩৭৪ ৫। অনুমান্ত্রা—ত্রিবিজ্ঞান বিভাগে সভাপতিত্ব করেন আমাদের বিশ্বাস্ত কবিরাজ শ্রীবিশ্বনাথ মৈত্রিতা। তাহার ভাষণ আয়ুর্বেদ-ভারতী-১৩৭৪, বার্ষিক সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে বিশেষ কারণে। ৬। মন্ত্র—আলাত্য বিভাগে কবিরাজ শ্রীবিশ্বগোপাল গোস্বামী বেদাচার্য সভাপতিত্ব করেন এবং বলপাত্র বিভাগে কবিরাজ শ্রীসুশীল কুমার সেনগুপ্ত ভিষগ্‌রত্ন পৌরোহিত্য করেন। তাহার অভিভাষণ অন্যত্র এই পত্রিকায় দ্রষ্টব্য। 'রসবিজ্ঞান' সম্বন্ধে আলোচনা করেন কবিরাজ শ্রীসুরেন্দ্র নাথ বিদ্যারত্ন, অনুমান্ত্রা সম্বন্ধে কবিরাজ শ্রীঅম্বিকা নাথ ভট্টোপাধ্যায়, 'আসন্নিক ব্যাধির প্রতিষেধক' সম্বন্ধে পণ্ডিত শ্রীকল্পদ্রু মুখার্জি, 'শিক্ষার মনস্তত্ত্ব' সম্বন্ধে কবিরাজ শ্রীবসন্ত কুমার মজুমদার। কবিরাজ শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র সেন, কবিরাজ শ্রীগোপাল চন্দ্র সেন এবং কবিরাজ শ্রীসুশীল কুমার সেনগুপ্ত 'স্বাস্থ্য ও পথ্য' সম্বন্ধে ঔষধির বক্তৃতা প্রদান করেন। আনুষ্ঠানিক বার্ষিক অধিবেশন ও বিভিন্ন বিষয়ের সূচনা প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি কবিরাজ শ্রীবসন্ত কুমার মজুমদার পরিচালনা করেন।

# একাদশ বার্ষিক ভারতীয় সংস্কৃতি সম্মেলন, ১৩৭৫

আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের ৫-দিনব্যাপী ৩৭তম বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষ্যে একাদশ বার্ষিক ভারতীয় সংস্কৃতি সম্মেলনের সভাপতির ভাষণে অধ্যাপক ডঃ শ্রীমাণ্ডতোষ ভট্টাচার্য বলেন—আয়ুর্বেদ পঞ্চম বেদ—ভারতীয় চিকিৎসক ভারতীয় জীবনধারার ধারক—অহিংসা, অধিবিদ্যের জীবনাচরণের যেই আচরণ গ্রহণ করেন। ভারতীয় ধর্ম কর্ম হইতে বিচ্যুত হয় না। চিকিৎসকের জীবন ছিল পল্লীবাসীর জীবনের সহিত মিশ্রিত—গ্রামের চিকিৎসকের স্থান ছিল, গুরু ও গুরুপত্নীর প্রতি শ্রদ্ধা ছিল তাহাদের। ধর্মই মৌলিক ভিত্তি জীবনের ও চিকিৎসকের। বর্তমান শিক্ষা ভারতের কৃষ্টিবর্জিত, তাই অরাজক সর্বত্র। সভাপতি মহাশয় আরও বলেন যে, তাঁহার পিতামহ কাছে তিনি রামায়ণ মহাভারত পড়িয়াছেন। তাঁহারা টেবলেটে মূলত নূতন রোগ সৃষ্টি করিতেছে। হিমালয় হইতে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত রামায়ণ ও মহাভারত একসূত্রে গাঁথিয়াছে। যুগোপযোগী করিয়া আরও নূতন ঔষধ নির্মাণ করিতে হইবে। তাঁহারা ঔষধের এধিক ওধিক হইলে প্রাণ যায়, কবিরাজীতে তাহা হয় না। আজ পরিষদের প্রাঙ্গণে আয়ুর্বেদের পুনঃ জাগরণের যে সূত্রপাত হইয়াছে তাহা যেন দেশের সংস্কৃতি ও স্বাস্থ্য রক্ষার অধিকতর সহায়ক হয়, ইহাই প্রার্থনা করি ভগবানের কাছে।

প্রারম্ভে সমবেত-জাগরণপূর্বক পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি কবিরাজ শ্রীযামিনীভূষণ রায় মহাশয় বলেন—ভারতীয় আচার ব্যবহার, জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধর্ম, সমাজ প্রভৃতি বিচিত্র তাবলিয়ের সমষ্টি। এই বৈশিষ্ট্যই তাহাকে অন্যান্য দেশ হইতে পৃথক করিয়াছে—এই পৃথিবীতে নূতন আদর্শ সংস্থাপনে সাহায্য করিয়াছে। শুধু চিকিৎসাশাস্ত্রে নয়, বিভিন্ন বিষয়ে উহার গতি ও প্রকৃতি ভারত-কৃষ্টিরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আধুনিকতার তরঙ্গে উহা যেন প্লাবিত না হয়, তবে সমস্ত সভ্যতার তাহার স্থান অবশ্যই ও অক্ষত থাকিবে।

শ্রীঅবনীকান্ত মৈত্র বলেন, ভারতীয় সংস্কৃতি বিশ্বসংস্কৃতির অন্যতম—ঋগ্বেদের সরস্বতী। কবিরাজ শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ভট্টাচার্য বলেন, ধর্ম ও কর্মের সহিত অর্থন করিতে হইবে আয়ুর্বেদের ও আচরণ। পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণপদ মুখার্জি বলেন—ঋগ্বেদ, গীতা, লাহিড়ী, চিত্র প্রভৃতি সৃষ্টি হইয়াছে ভ্রমর হইতে। বিশ্ব-ভারতীতে বিশ্বের জ্ঞানের সমাবেশ, মানুষের অন্যান্য তরঙ্গ জ্ঞানের বিচিত্র ধারা প্রবাহিত হওয়া উচিত। ধর্ম ও আচারের যেখানে সেখানে যেই লাঞ্ছিত হইতে হওয়া উচিত। কবিরাজ শ্রীনলিনী মোহন সেন কতকগুলি পাঠশালার ওষধের সম্বন্ধে আলোচনা করেন। শ্রীহরেন্দ্রনাথ হাজরা বলেন, বিশ্বসংস্কৃতি ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অবদান ভারতের আয়ুর্বেদ। সভাপতি মহোদয়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট, ইন্সটিটিউট ও শিক্ষার কর্তৃপক্ষ, উদ্যোক্তা ও সংস্থাসমূহ বিশেষভাবে ধন্যবাদ দানের পর এই বৎসরের বার্ষিক অধিবেশন সমাপ্ত হইল।

# রত্নবৈদ্য ৺নগেন্দ্রনাথ দাশবর্মা

ডাঃ শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্তী, এম-এ

আমাদের ভাষায় প্রত্যেকটি মানুষকেই আমরা বলি একটি "ব্যক্তি" ভাবধর্মীতায় ঐতিহ্যবাহক দেশ-কালের রঙ্গমঞ্চে আমাদের ৫০।৬০ বা ৮০ বছরের দীর্ঘায়িত মানব-জীবনকে 'ব্যক্তিযোনি' বলে অভিহিত করেছেন; আমাদের 'অভি' ও অন্ত দুই-টি 'অব্যক্ত'। 'অব্যক্তাদি' ও 'অব্যক্ত মিলন' ও 'ব্যক্তমধ্য' এই 'ব্যক্তি', প্রকাশ বা 'আবির্ভাব'—কিসের প্রকাশ বা কার প্রকাশ? এ প্রশ্ন স্বভাবতঃ মনে আসে ও প্রত্যেকটি জীবন সম্বন্ধেই এটি গভীর জিজ্ঞাসা। বিশ্বেশ্বরাদের মনে আসে অসংখ্য সাধারণ কোনও মানুষের ক্ষুদ্র পরিসর ঐ জীবনের কর্ম ও ঘটনাবলীর পারম্পর্যের আলোচনা করতে বসলে। কার বা কিসের প্রকাশ ঐ জীবনে? আর বিশেষ কি? না, আর কালের বা যুগের অন্তরের গভীর আলোড়নের! সমুদ্রের বুকে যে ঢেউটি ওঠে নিয়ে ভেঙে ওঠে আর ইতিহাস গড়িবেন। কি তার নিজস্ব? না, প্রলয়ের সমুদ্রের গভীরতম অন্তরে ঈষৎ ফোস্ এক চেতনার আবেগ দ্বারা বিচলিত ও বিক্ষুব্ধিত? অমনে ৺নগেন্দ্রনাথ'র জীবনের পটভূমিকায় বাংলার নব জাগরণের যে আবেগ সঞ্চারিত হয়েছিল ঐ যুগ থেকে তাঁকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার উপায় নাই; লক্ষ লক্ষ স্বভাবানুগতিক জনগণের চেয়ে যে বৈশিষ্ট্য নিয়ে ভেসে উঠেছিলেন নগেন্দ্রনাথ সে জাগ্রতিময় বাংলার ঐ যুগের জাগরণই।

বাংলার দ্বিতীয় অষ্টাদশাব্দে রাজা রাজবল্লভের উদগত আহ্বানে উনবিংশ শতকে বাংলা মায়ের কোল আলো করে এলেন সত জ্যোতিষ্কের দল—পৃথিবীর সৃষ্টির ইতিহাসে যা অতুলনীয়। বিদ্যাসাগর বঙ্কিমচন্দ্র থেকে অবিরাম ধারায় রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, নজরুল—রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ ভেদের ভেদ—আচার্য জগদীশ চন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, মেঘনাদ সাহা; সঙ্গীত, ভাস্কর্য, চিত্রবিদ্যা, চারুবিদ্যা, চিকিৎসা-বিজ্ঞান—রাজনীতি সর্বত্র এক অপূর্ব জাগরণের জোয়ার এসে গেল—যার ছোঁয়া এসে সর্বাঙ্গে অভিষাবের বল। বর্ণাক্ষরে চিহ্নিত বাংলার এই একটি মহাজীবন ইতিহাসের প্রত্যেকটি পাতায় নব জাগরণের এ ঢেউ পৌঁছে গেল বাংলার সর্বত্র—সুদূর পল্লী অঞ্চলের ক্ষীণ শান্ত জীবন ধারাও সঞ্চারিত হয়ে গেল কী এক "বেদের আবেগ!"

বরিশালের ঝালিসাকোটাগ্রাম এমনি সংস্কৃত চৌল, সংস্কৃত অনেক নিয়ে বিদ্যা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নিজ নবদীপ আখ্যা লাভ করেছিল: প্রাচীন সংস্কৃতির পীঠস্থান এই ঝালিসাকোটার ঘুমন্ত hibernating বৈদিক সভ্যতার অন্তরের মূলে এই প্রাণের আবেগ ভেসে উঠল—বাহক ও বাহক বলিষ্ঠ যুবক নগেন্দ্রনাথ ধীর সঞ্চারী বিবেকানন্দের বাণী, অশ্বিনীকুমার ব্রতের উদাত্ত আহ্বান অন্তরে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত!" 'আউত্ত আউত্ত' ভেদে, মনে, প্রাণে কর্মে, জ্ঞানে, ধর্মে ও দেশপ্রেমে ভেসে ওঠে। পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে গড়ে ওঠে। নিজকে উৎসর্গ করে দেয়, দেশ-মাতৃকার পায়ে সমাজের পায়ে, ঐ যুগের নবজাগরণের পায়ে, সেবার মূর্তি নিয়ে।

কিশোর নগেন্দ্রনাথের জীবনে এই দুর্লভ সার্থকতার রূপায়িত হয়ে উঠল, সাধক কবিরাজ

৺পার্বতীচরণ রায় তার কবিরাজী বিদ্যা ও বেদান্তাধ্যয়নের বীজ বপন করে দিলেন; অধিনীকুমার হন্ত ছিলেন ধর্ম ও দেশপ্রেমের উদ্দীপনা। স্বামিজীর "অভীঃ" মন্ত্রে দীক্ষিত এই তেজস্বী তরুণ যুগে উঠলেন নবীন চর্চায়, লাঠি খেলা-সড়কী খেলায় ও ঘুড়িতে পারদর্শী হয়ে—আত্মাধারনে ও আত্মবিশ্বাসে সুপণ্ডিত। মহাজনেরা ও দেশপ্রেম-ভিত্তিক রাজনৈতিক ধর্ম ও সংগঠনে অংশের ও পরে হিন্দুমহাসভার নির্ভীক কর্মী হিসাবে বাংলা আসামের সর্বত্র ও উত্তর-দক্ষিণ ভারতে বহুবার পর বহুর ভ্রমণ করলেন। অন্তঃসলিলা ধর্মধারাবের ধারা তারই টেনে নিয়ে গেল ৺ভোলানন্দগিরি মহারাজের পদপ্রান্তে; উঁহাদের মত ঘুরে বেড়ালেন বহু বৎসর ধরে হিমালয়ের দুর্গবিদ্যা বহুস্থানে সন্ন্যাসী যোগী ও সাধকদের সংস্পর্শ লাভের জন্য। দেশগুরুদের আদেশে গৃহী-সন্ন্যাসীরিসাবে ঘরে ফিরে এসে সমাজ ও দেশসেবায় অগ্রণিসাবে অনুশীলন বাহিরা, নিভীক কর্মশক্তি, ভগবান ও গুরুর উপরে অটল বিশ্বাস নিয়ে এই কর্মী জীবন কাটিয়ে গেলেন।

সুরেন্দ্রনাথ, কনিষ্ঠ ভ্রাতা যাদী পতির ৺নরেন্দ্র নাথ-যিনি এক সময়ে নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার General Secretary ছিলেন—এই দু'ভাই এর জীবন বর্তমান প্রথম তিন দশকের সর্বাঙ্গীন সংগঠনের ও ভারতবর্ষের তৃতীয় চতুর্থ ও পঞ্চম দশকের রাজনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়ানো ও ঐ ঐ সময়ের জ্যেষ্ঠতমী ও নেতৃস্থানের বিশেষভাবে পরিচায়ক। ঐ পথের সাথীরা পথচারীরিসাবে আমারও বিশেষভাবে আপন ছিল। ঘনিষ্ঠভাবে এঁদের—বিশেষত সুরেন্দ্রনাথ'র সান্নিধ্য লাভ করেছি আমাদের উত্তরের শেষ বার্ধক্যে এই পল্লিসহরেতেই। আমার ধারণা আছে ধর্ম ও কর্মের অমর সবিতার মানুষ আর এই বাংলা দেশে এ যুগে জন্মাবে না। এ আমার অন্তরের কথা, অভিমতের বা ভবিষ্যবাণী নয়। দিনের পর দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিশ্রম্ভালাপে তাঁর সঙ্গে সাধের বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা করেছি, তাঁর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের অগাধ গভীরতায় বিস্মিত হয়েছি এবং সবচেয়ে বেশী মুগ্ধ হয়েছি মাত্র ব্যাথায় পৃথিবীর সম্পূর্ণ বৈদগ্ধ্যহীনতার জন্য যেখানেই তিনি দেখেছেন যে, একটি সূত্রের ব্যাখ্যায় নতুন একটা দিক যেন খুলে গেল তখনই নিতান্ত উল্লাসে ঐ অভিনিবেশ মুগ্ধ তার চশমা কেস দিয়ে সাদিয়ে উঠে এই দৃশ্যকে বেদনায় বুকে জড়িয়ে নিয়ে আনন্দে আত্মহারা যেন হয়ে হয়ে যেতেন—তা চোখে না দেখলে কেউ ধারণা করতে পারবে না।

আমার ব্যক্তিজীবনের শেষের একটী ধারণা যে, এ সংসারে মানুষকে যেরূপে আমরা দেখি—আসল যা পর—সেই ছবিটাই তার শেষ কথা নয়। প্রায়ই দেখে আমরা অনেকের রক্তিম চোখের দৃষ্টির পেছনে তাঁর অন্তরাত্মা ও অবিনশ্বর নিষ্কলঙ্কতার অমর ছবিটি ফুটে ওঠে। X-Rays যেমন কোন ঘন দীপ্ত ও অন্তর্ভেদী চোখে আমার ও সবারই যে ছবি ওঠে তথাকথিত চিত্রগুপ্তের খাতায় তার নির্মম negativeগুলি জড়ো হয়ে আছে সেই ছবিগুলি ও তার আভাস যদি পেতাম তবে জীবনের প্রয়োজনটি বাকিটা যাচাই করে নিতে পারিতাম। কিন্তু সে-দৃষ্টি কোথায় পাব? এপারের বহু পরিচয় ও-পারে কাজের ছাড়া ভালো হয়ে থাকা পড়ে। আর এ পারে বহু নিন্দিত, বহু মলিন অর্থের ছবি ওপারের negativeএ উজ্জ্বল বেদবর্ণে ফুটে ওঠে। আমাদের চোখে দেখা বহু সাধুজন

.পাশের ঘরিতে মহাপুরুষ হয়ে আছেন—আর এ পাশের কত মহাপুরুষ Shaw-এর চিত্রশালায় নাই, প্রেমচন্দ, আত্মপ্রচারক বা লক্ষ অভিনেতা বলে চলতো চিত্রিত হয়ে যান. "সংসার ত্যাগিবে নিত্য অন্তের সাক্ষাতে", আমার সংসারের দৃষ্টিতে ওটা সংসার বা আমার জীবনের চিত্রা চট. ব্যক্তিগত ওঁর দৃষ্টির প্রসাদ পেল কিনা কি করে জানব ?

অতি তাজাবান কোনও কোনও মানুষের বেলায় চলতো এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ মিলে যায়. অপেনবাবুর আমি ও আমরা যেমন দেখেছি সাধ্যমত নিবেদন ঠাকুরের কাছে ওঁর জীবন কতটা স্বীকৃতি পেয়েছে তা আমরা ঐ বাহিরের ফিলিপিন হলে উত্তর করে আপনাদের সকলের দৃষ্টির বিশ্লেষণের জন্য নিবেদন করলাম।

অপেনবাবুর মৃত্যুর পরের দিন সকালে শবদেহের পার্শ্বে বেদোপনিষদ পাঠ করার জন্য আমাকে ডেকে আনা হোতো পড়তে হলো. কোথায় পাব আমি বৈদিক সূক্তের উচ্চারণ ; বৈদিক সংস্কৃতের অর্থও ত জানিনা যে মানুষ সব শত লোকের মৃত্যু সংবাদ বা আত্মীয়স্বজনের অপরিচিতভাবে বিদেহ বিপুল বৈদিক উচ্চারণে এই কাঠামোবিহীন তুলিয়েছেন আজ তার মৃত্যুদেহের তাকে সেই বৈদিক সূক্তগুলি শুনাবার মত মানুষ এখানে কেউ নাই : অথবা আমিও যদি উচ্চারণে তুলিয়ে যাই হয়ে ও লজ্জা নিয়ে ফিরে এলাম। যে আত্মীয়তা পর্যায় আড়ালে রাখা হয়ে আছে অপেনবাবুকে যেমন্ত্র শোনাবার—সেখানে ব্যবস্থাই হয়ে আছে। বিশিষ্ট সম্প্রদায় আছে যারা দেহটির পৌঁছনোর জন্য crematorium-এ নিয়ে যাবার এক সন্ন্যাসীর শবদেহ পৌঁছাবার ঘর পাঁচ মিনিট পরে পৌঁছে। ঐ সন্ন্যাসীর অনুসারী যারোজন অর্থের প্রস্তাবনী বিপুলতম উচ্চারণে উপস্থিত করে যে বেদমন্ত্র শোনেছেন আর সেই ধ্বনি রয়ে ঐ সন্ন্যাসীর উপলক্ষে, মৃত অপেনবাবুর বিষয়ে দাঁড়িয়ে কে করল এমন সময় ও সুন্দর বন্দোবস্ত ? কার plan ? তার পরিচালনা ? পূর্বপরিচিত, পূর্ববাবস্থিত, এটা কি accident ? হাজার লোককে মৃত্যু বিষয়ে যিনি বেদমন্ত্র শুনিয়েছেন তাঁর মৃত্যু বিষয়ে ঐ মন্ত্র ঐ ভাবে শোনানো—কি accident ? Accident-এর অর্থ ত দৈবাৎ'—আমার অর্থে 'দৈবাৎ' তো ?"

---

# আয়ুর্বেদে পরিবার পরিকল্পনা*

ডাঃ শ্রীমতিলাল রক্ষিত

মাননীয় সভাপতি, আয়ুর্বেদ চিকিৎসক ও বেদজ্ঞগণ এবং উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণ ও মহিলাগণ.

আজ আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের এবার বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে পরিবার-পরিকল্পনা বিষয়ের অভিভাষণের আসনে আমাকে যে বাহিত বেদনা হইয়াছে সেজন্য নিজেকে আমি সৌভাগ্যবান বলিয়া মনে করিতেছি। আয়ুর্বেদে পরিবার-পরিকল্পনা বিষয়ে যাহা আলোচনা করা হইয়াছে তাহাই সংক্ষিপ্ত ভাবে এখানে আলোচনা করা হইতেছে।

পরিবার-পরিকল্পনা আধুনিক কালে চলিত কথা—যাহা সকলের নিকট পরিচিত হইলেও অতি প্রাচীনকাল হইতেই সারা পৃথিবী ব্যাপিয়া এখনো চলিয়া আসিতেছে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রেই প্রথমত পরিবার-পরিকল্পনা সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ পাওয়া

হয়। ইহার পর ১৮৪০ সালে ও পরে ১৮৮০ সালে কৃত্রিম মহুপাতি বিভিন্ন দেশে সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে—১৯২১ এবং পরে ১৯৩০ সাল হইতে সারা পৃথিবী ব্যাপিয়া জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যাপকভাবে প্রচার চলিয়া আসিয়াছে। জন্ম-নিয়ন্ত্রণের চর্চা পৃথিবীর সব দেশেই ছিল এবং আদিম অধিবাসীদের মধ্যেও প্রচলন ছিল। প্রাচীন ভারতে স্বাস্থ্যরক্ষার্থে যাহা জন্মনিয়ন্ত্রণ বলিয়া স্বীকৃত সকলের নিকট পরিচিত ছিল তাহাই আধুনিক কালে পরিবার-পরিকল্পনা অথবা সান্তারা ভাষায় ফ্যামিলি প্লানিং নামে প্রচলিত হইয়াছে।

আধুনিক কালে পৃথিবীতে জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে যাবতীয় চিন্তিত, জনসংখ্যা সীমিত রাখিবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশ কার্যে ও প্রচারে ব্যস্ত আছে পরিবার নিয়ন্ত্রণের ঢেউ সমর হইতে সমরতলীতে, গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে, পাড়া হইতে পরিবারে আসিয়া গিয়াছে। সংবাদপত্রে সরাসরি বিজ্ঞাপন দিয়া প্রচার চলিতেছে এবং পোষ্টার, ব্রুচেল, প্লাইড, রেডিও, সিনেমা ইত্যাদির সাহায্যে সহরাঞ্চলের সমর হইতে পাড়াগাঁর পর্যন্ত পরিবার-পরিকল্পনা সম্বন্ধে জানান হইতেছে। পরিবার-পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য সুখী ও সুস্থ পরিবার গঠন করা কিন্তু যে দেশ গরীব এবং যেখানে খাদ্য,বেকার, শিক্ষা, বাসস্থান ইত্যাদির সমস্যা রহিয়াছে সেই দেশে জন্মহার বৃদ্ধিকে রোধ করিয়া পরিবার-পরিকল্পনায় কতদূর অগ্রসর হইবে তাহাই জনসাধারণের নিকট চিন্তার বিষয়। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় চীন,ভারত আমেরিকা, ভারতবর্ষে জনসংখ্যা সব চেয়ে বেশী বৃদ্ধি পাইতেছে। ভারতে ১৯০১ সালে ২৩ কোটী এবং ১৯৬১ সালে ৪৩ কোটী লোকসংখ্যা ছিল। আগামী ১৯৮১ সালে জনসংখ্যা ৬৮ কোটিতে দাঁড়াইয়া যাইবে। পৃথিবীতে ১৯০১ সালে ১০০ কর কোটী লোকসংখ্যা ছিল। আগামী ২০০০ সন নাগাদ প্রায় ৬০০ কর কোটিতে দাঁড়াইয়া যাইবে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে। এরূপ জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে ভবিষ্যতে পরিণামে কি অবস্থা দাঁড়াইবে তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিদের চিন্তিত করিয়া তুলিয়াছে। কবিগণ বেশ ভাবে করিতেছেন জন্মহার বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিলে সুখী ও সুস্থ পরিবার গঠন হয়। সমর হইবে এবং খাদ্য শিক্ষা ইত্যাদির সমস্যাগুলি ক্রমে ক্রমে সমাধান হইয়া যাইবে। এই জন্য আধুনিক প্রচলিত প্রথা পরিবার-নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনের কথা আধুনিক চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ চিন্তা করিতেছেন।

ভারতের আয়ুর্বেদের ইতিহাস পৃথিবীর সর্বজনের নিকট সুপরিচিত। ইহাতে পরিবার নিয়ন্ত্রণের কথা, চিকিৎসা বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য বিজ্ঞান, মানবের নিত্য প্রয়োজনীয় সামাজিক রীতিনীতি ধর্ম ও আচার ব্যবহারের কথা উল্লেখ পাওয়া যায়। আয়ুর্বেদে দিনচর্যায় ও ঋতুচর্যায় স্বাস্থ্যরক্ষার্থে সচেষ্ট ও সতর্ক হইবার উপদেশ পাওয়া যায়। সেই সময়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কথা চিন্তা না করিয়া সুখী ও সুস্থ পরিবার গঠনের উদ্দেশ্যে নারীরক্ষা ও মানসিক শক্তি সঞ্চয় করিতেন এবং গর্ভ-প্রহণের দিনগুলি ভিন্ন অন্যান্য দিনে সতর্ক হইবার উপদেশ আয়ুর্বেদে ও অন্যান্য প্রাচীনশাস্ত্রে উল্লেখ আছে। অধিক স্ত্রীতে উপগত হওয়ায় যেসব অনেক ব্যাধিদিগের ছিল তেমন উপযুক্ত অল্প, কাল, পাত্র অনুসারে স্ত্রীতে উপগত হওয়ার কথা কঠোর-ভাবে নির্দেশ দেওয়া আছে। প্রাচীন গ্রন্থে কথিত আছে—"পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা" পুত্রলাভ ও পরে সন্তানদের সতর্ক হইবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। (ক্রমশ)

# হাওড়া কুষ্ঠ-কুটীর

রুগ্ন মানবের সেবায় নিয়োজিত সুপ্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান

প্রাচীন ও আধুনিক

চিকিৎসা বিজ্ঞানের
অপূর্ব সমন্বয়ে
নবীন পদ্ধতিতে

**বাতরক্ত ও জটিল রোগ আরোগ্য**

বিনা ব্যয়ে ব্যবস্থা দেওয়া হয়, অভিজ্ঞ, আয়ুর্বেদ বিশারদ, এবং বিশেষজ্ঞ দ্বারা রোগী পরীক্ষা করা হয়। সাক্ষাতে অথবা পত্রে পরামর্শ লউন এবং বিনামূল্যে বিস্তারিত বিবরণী পুস্তক পাঠ করুন।

**হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর** প্রতিষ্ঠাতা : পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা

১ এ মাধব ঘোষ লেন, খুলনা, হাবড়া। ফোন : ৬৬-১৩৫১

শাখা—৯৩৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯ (পুরবী সিনেমার পাশে)



## আয়ুর্বেদ-ভারতীর বিজ্ঞাপনের হার

'আয়ুর্বেদ-ভারতী' বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির বৈমাসিক পত্রিকা, বিশেষভাবে আয়ুর্বেদ-সম্বন্ধে। ইহার আকার ৬ ফর্মা আটটি। ইহাতে এককালীন বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্যের হার—

প্রথম পৃষ্ঠা :

| | | | |
|---|---|---|---|
| প্রথম সর্বাংশ পৃষ্ঠা— | ১৫০৲ | সাধারণ পৃষ্ঠা— | ১০০৲ |
| দ্বিতীয় পৃষ্ঠা— | ১০০৲ | সম্পাদকীয় পত্র ও অন্যান্য | |
| তৃতীয় পৃষ্ঠা— | ৮০৲ | প্রবন্ধাদির মধ্যে বিশেষ | |
| চতুর্থ পৃষ্ঠা— | ৬০৲ | বিশেষ স্থানের হার— | ১০০৲ বা তদূর্ধ্ব |

বিজ্ঞাপন বা অন্যান্য বিষয়বস্তুর ব্যবস্থাদি ও সম্পাদন সম্পাদকের সহিত পত্রালাপে 'আয়ুর্বেদ-ভারতী'র প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদকের সহিত করিতে হইবে। বিজ্ঞাপনের টাকা চুক্তি করিবার সময় আগাম দেয় এবং পরিমাণ বিজ্ঞাপন বাহির হইবার ১৫ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ বিল পরিশোধ হইয়া যাইবে। [illegible] বিজ্ঞাপন-বিভাগে প্রকাশিত হইবে।

'আয়ুর্বেদ-ভারতী' কার্যালয়,
৯২, মহাত্মা গান্ধী রোড, প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক,
কলিকাতা-৯ আয়ুর্বেদ-ভারতী



## AN APPEAL

**The Ayurveda-Bharati**

A Multilingual Journal of Ayurveda and Indian Culture—an Organ of the Ayurveda Bijnan Parishad has stepped into its eighth year. Its pages are adorned with thoughtful articles of erudite Scholars. Ayurveda's differences in foundamentals with other systems of Medicine are the core of its existence and special trends of its utility for service to diseased humanity and not its weakness and counsel of decadence To support and subscribe this journal is an imperative duty of all to preserve the culture of India and its great possibility

*Founder-Editor Ayurveda-Bharati*
*Office* : 92, Mahatma Gandhi Rd. Cal-9

Regd No 5329 61 [illegible] Telephone—34 4401
Ayurveda-Bharati Magh 1375 B. S

A revolution in Ayurvedic Medicine...

*Baidyanath medicines* are Manufactured in 5 big Rasayanshalas by Ras-Shastries (Chemists) and for their effectiveness enjoy the confidence of the Medical profession all over the country and abroad *Baidyanath* medicines are a symbol of Revolution in the world of Indian Medicine.

SHREE BAIDYANATH AYURVED BHAWAN PRIVATE LTD. CALCUTTA

SHREE
**Baidyanath**
AYURVED BHAWAN
PRIVATE LTD.

CALCUTTA · PATNA · JHANSI · NAGPUR · ALLAHABAD

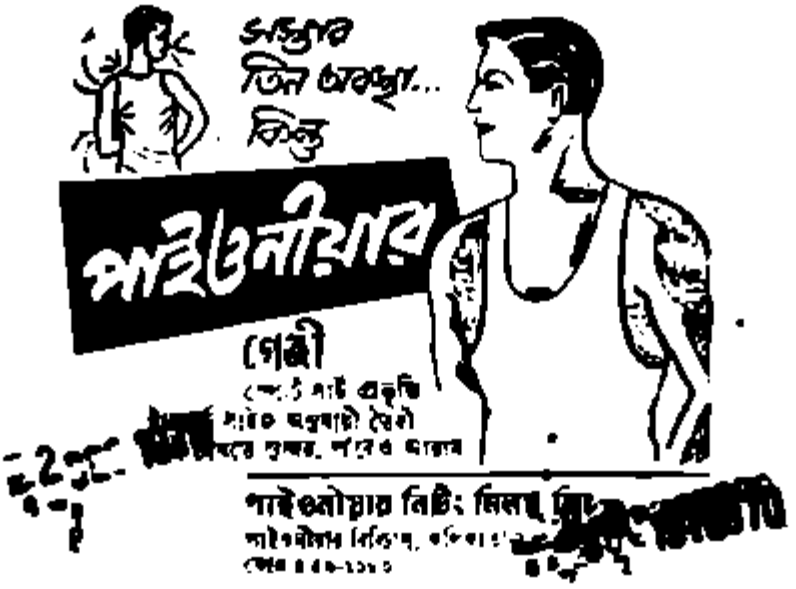


The 'Ayurveda-Bharati' is printed by the Founder-Editor Kaviraj Bagala Kumar Majumder in the Classic Press at 21, Patuatola Lane, Calcutta 9 and published by him from 52, Mahatma Gandhi Road, Calcutta-9